মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১ # ১৬ জুলাই ২০২৪ # ২ শ্রাবণ ১৪৩১

এভাবেও চলে যেতে হয়!

এভাবেও চলে যেতে হয়! 26

কখনো কখনো বাস্তব কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর। গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের মৃত্যু তা আরেকবার মনে করে দিয়েছে। ৫ জুলাই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তৃতীয় তলায় বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ক্রীড়া কক্ষে জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতা চলাকালে দ্বাদশ রাউন্ডে গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীবের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় খেলার মুহূর্তে হঠাৎ করে চেয়ার থেকে পড়ে যান তিনি। তাঁকে বারডেম হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পাশের টেবিলেই খেলছিলেন তাঁর পুত্র ফিদেমাস্টার তাহসিন। এভাবে খেলতে খেলতে চলে যেতে হয়, গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বুঝিয়ে দিয়েছে জীবনের অনিত্যতা। পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত জিয়া সবার কাছে সমীহ আদায় করে নিয়েছিলেন।

প্লাতিনির বিশ্বকাপ সন্ধ্যায় ..১৮

অলিম্পিকে যাচ্ছেন পাঁচ ২৮

১৭ বছর পর ভারতের ৩৮

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
বর্ষ ৪৮ ● সংখ্যা ১ ● ১৬ জুলাই ২০২৪
১ শ্রাবণ ১৪৩১ ● মূল্য ২০ টাকা

ভারতে ইমন ২
সম্পাদকীয় ৩
আমরা ক্রীড়ামোদী ৪
ইমরানুরের প্রত্যয় এবং ৬
অলিম্পিক একটি আন্দোলন ৮
অলিম্পিকে নিজেদের ছাড়িয়ে ১০
অলিম্পিকে আমাদের ১২
পর্দা উঠার অপেক্ষায় ১৫
প্লাতিনির বিশ্বকাপ সন্ধ্যায় ১৮
দিনগুলো কখন যেন ২০
হকি অঙ্গনেই ইউসুফ ২২
একান্ত ব্যক্তিগত ২৫
এভাবেও চলে যেতে হয়! ২৬
অলিম্পিকে যাচ্ছেন পাঁচ ২৮
শিরোপা পুনরুদ্ধার করতে ৩০
প্রবীণদের অ্যাথলেটিকস ৩২
নতুন ফুটবল মৌসুমের ৩৪
আরেক ইতিহাস গড়তে ৩৬
জাতীয় দাবায় নতুন ৩৭
১৭ বছর পর ভারতের ৩৮
কারাতে, উত্তর পর ৪০
বিসিবির কোচ হিসেবে ৪১
রিফাতের কাছে জিয়ার ৪২
রাজীবের আফসোস ৪৩
বাংলাদেশ এইচপি ৪৪
ঘরোয়া নারী হকি ৪৬
বেদনার রঙ হলুদ ৪৮
আব্দুল খালেক চৌধুরী ৪৯
কুইজমালা ৫০
আইসিসি টুর্নামেন্টে ৫১
ঢাকাবাসীর গর্ব ৫২
আন্তর্জাতিক অধ্যায় কি ৫৪
এ ছবি কার ৫৫
বিশ্বকাপে সিনিয়র ও জুনিয়রদের ৫৬
শব্দজট ৫৭
ঢাকার ফুটবলের ৫৮
নারী ক্রিকেট দল ৬০
এবারও অভিশাপ ৬১
ক্রিকেটে নেই বিশ্বকাপের রোডম্যাপ ৬২
ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা ৬৪

ভারতে ইমন রানারআপ

মোরসালিন আহমেদ

ভারতের মাটিতে মাত্র অর্ধ পয়েন্টের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেন না বাংলাদেশের ফিদেমাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন। শিরোপা জয়ের উত্তাপ পেলেও অল্পের জন্য লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পেরে অবশেষে অপরাজিতভাবে রানারআপ হয়েই তাঁকে তুষ্ট থাকতে হয়েছে। জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই দাবাড়ু আসাম প্রদেশে দ্বিতীয় করিমগঞ্জ আন্তর্জাতিক ফিদে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় ১০ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট পেয়ে এ কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু তাঁর থেকে আর্ধ পয়েন্ট বেশি পেয়ে স্বাগতিক ভারতের সোরাম রাহুল সিংহ শিরোপা জয় করেন। ইমন রানারআপ হওয়ায় ২০ হাজার ভারতীয় রুপি অর্থ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১০ ম্যাচে ৬টি জয় ও ৪টি ড্র করেছেন। শিরোপা জয়ের মিশনে নেমে জাতীয় দাবা দলের সাবেক এই তারকা দাবাড়ু ত্রিপুরার জ্যোতি রাদিত্য রায়, অনুরাগ ভট্টাচার্য, সাখওয়াত হোসেন, আসামের বলির শাহ, স্নেহাল রায় ও স্বদেশি শেখ রাশেদুল হাসানকে পরাজিত করেন। তবে এ প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই অন্ধ্র প্রদেশের কুশাল, এ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন আসামের সোরাম রাহুল সিংহ ও জগজিৎ সিনহা এবং ত্রিপুরার দিবাঙ্কর ব্যানার্জীর সঙ্গে ড্র করেন। দ্বিতীয় শীর্ষবাছাই ইমন এ আসরে চমৎকার নৈপুণ্য দেখানোর পরও দুর্বল প্রতিপক্ষের সঙ্গে পয়েন্ট খোয়ানো ও কম রেটেডদের বিপক্ষে জয় এ সবকিছু মিলিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ২০২১ রেটিং থেকে ৫ রেটিং খুইয়েছেন।

এদিকে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ দাবাড়ু মো. মনিরুজ্জামান খান নামের প্রতি মোটেও বিচার করে খেলতে পারেননি। তিনি ১৯তম সিডেড হয়ে প্রতিযোগিতা শেষে ৬ পয়েন্ট পেয়ে সাত ধাপ পিছিয়ে ২৬তম হয়েছেন। ১০ ম্যাচে ৫টি জয় পেয়েছেন। ২টি ড্র করেছেন। ৩টি ম্যাচে হেরেছেন। অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের সঙ্গে পয়েন্ট নষ্ট করায় তিনিও তাঁর ব্যক্তিগত ১৬৬৫ থেকে ৬ রেটিং খুইয়েছেন। মনিরুজ্জামান আসামের চার দাবাড়ু আরাধ্যা দেবনাথ, দিব্যজ্যোতি তন্তুবায়, প্রিশেতা ঘোষ ও মৃন্ময়ী ধর এবং ত্রিপুরার সৌরজময় ভট্টাচার্যকে পরাজিত করেন। কিন্তু আসামের ইমন নাগ ও ভার্গব দেবনাথের সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের সৌমাল্য মন্ডল ও বুবাই চ্যাটার্জী এবং ত্রিপুরার সাখাওয়াত হোসেনের কাছে পরাজিত হয়েছেন। অপরদিকে তৃতীয় শীর্ষবাছাই বাংলাদেশের শেখ রাশেদুল হাসান সবাইকে চরমভাবে হতাশ করেছেন। তাঁর পারফরম্যান্স এতোটাই নিম্নমুখী ছিল যে, এ আসরে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ১৯২২ রেটিং থেকে ৫০ রেটিং খুইয়েছেন। ১০ ম্যাচে ৫ জয়, ১ ড্র আর ৪ হারসহ ৫.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তিনি ৩০তম হয়েছেন। রাশেদুল আসামের চার দাবাড়ু দৃতিশ দাস, অভিনব দেব, প্রসেনজিৎ পুরকায়স্থ ও আরশিয়া ইনায়েত লস্কর এবং ব্যাঙ্গালুরের মো. আমানুল্লাহকে হারিয়েছেন। তবে আসামের রাজ দেবের সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু আসামের নিখিল কুমার, দেবারতি দে, ত্রিপুরার সাখাওয়াত হোসেন এবং স্বদেশি ফিদেমাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমনের কাছে হেরে যান।

ইমনকে পুরস্কৃত করছেন প্রধান অতিথি

এ ছাড়া বাংলাদেশি নারী দাবাড়ু কৌমদি নার্গিস ৫ পয়েন্ট পেয়ে ৪৬তম হয়েছেন। তিনি ৩৫তম সিডেড দাবাড়ু ছিলেন। তুলনামূলক ভালো খেলার চেষ্টা করেছেন। তবুও তিনি তাঁর ১৫৩৪ রেটিং থেকে ১০ রেটিং হারিয়েছেন। ১০ ম্যাচে ৪ জয়, ২ ড্র আর ৪টি হেরেছেন। কৌমদি ত্রিপুরার শিবব্রিতা দেবনাথ এবং আসামের ভাস্বত সুন্দর দাস, আয়ুষ্মান চৌধুরী ও দিব্যজ্যোতি তন্তুবায়কে পরাজিত করেছেন। কিন্তু আসামের কৃষ গোস্বামী ও অরিত্র দাসের সঙ্গে ড্র করেন। তবে আসামের মনোদীপ ধর, অপূর্ব চৌধুরী, দেবার্জুন পল এবং ত্রিপুরার অনুপম নাথের কাছে পরাজিত হয়েছেন। উল্লেখ্য ভারতের আসামের করিমগঞ্জে ডিএসএ ক্লাবে গত ২২ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১০ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের ৪ জন ও স্বাগতিক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৮৩ জনসহ মোট ৮৭ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৫০ জন রেটেড ও ৩৭ জন ননরেটেড দাবাড়ু ছিলেন। এ আসরের গড় রেটিং ছিল ১৫৩৮। বাংলাদেশের চার দাবাড়ু এ প্রতিযোগিতা থেকে কোনো রেটিং বৃদ্ধি করতে পারেননি। উপরোক্ত সবাই তাদের ব্যক্তিগত রেটিং থেকে কিছু রেটিং খুইয়ে এসেছেন।

অতিথিবৃন্দের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন সৌরভ

নারায়ণগঞ্জে ভারতের সৌরভ চ্যাম্পিয়ন

ভারতের অ্যামেচার ফিদেমাস্টার সৌরভ চৌবে নারায়ণগঞ্জে নুরুল ইসলাম স্মৃতি আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় ৬ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে ৪.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ক্যান্ডিডেটমাস্টার মনির হোসেন রানারআপ হয়েছেন। একই পয়েন্ট নিয়ে আমির সোহেল তৃতীয় ও মোহাম্মদ সেলিম চতুর্থস্থান লাভ করেন। এ ছাড়া ৪ পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে গোলাম সারওয়ার পঞ্চম, মর্তুজা মুহতাদির ইসলাম ষষ্ঠ ও মোহাম্মদ মেসবাহউদ্দিন সপ্তম এবং ৩.৫ পয়েন্ট পেয়ে মর্তুজা মাহাথির ইসলাম অষ্টম হয়েছেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত কর কমিশনার মর্তুজা শরিফুল ইসলাম রানা'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খোকন সাহা। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় নুরুল ইসলাম স্মৃতি পাঠাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১১-১৪ জুন ৬ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জে ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অডিটোরিয়ামে নুরুল ইসলাম স্মৃতি আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। চারদিনব্যাপী এ আসরে ভারত ও স্বাগতিক বাংলাদেশের দাবাড়ুরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিজয়ীদের ৩০ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
নাজমুল হাসান এমপি
যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী
এবং
চেয়ারম্যান
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক
মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার
মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক
মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার
মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এ টি এম শরিকুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিকস
মো. মহিউদ্দিন চৌধুরী
মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর
রেখা বেগম
মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রুফ রিডার
মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

প্রচ্ছদ ও কালার ডিজাইন
আবির মাহমুদ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
৪৮ বর্ষ ● ১ সংখ্যা ● ১৬ জুলাই ২০২৪ ● ১ শ্রাবণ ১৪৩১

৪৮ বছরে 'ক্রীড়াজগত'

একটা সময় প্রযুক্তি সংবাদপত্রের জন্য সহায়ক হয়ে এসেছিল। খোলতাই করেছিল তার অবয়ব। খুব দ্রুত পত্রিকা পৌঁছে যেত পাঠকদের হাতে হাতে। আর এখন প্রযুক্তির যতই বিবর্তন ঘটছে, ততই যেন সংবাদপত্র গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, রিল ভিডিওসহ কত কিছুই চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। একটা অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট ফোন আর নেট কানেকশন থাকলে আর কি লাগে? তাতে কী নেই? এ যেন তথ্য, ছবি, ভিডিওর অন্তহীন এক মহাসাগর। এর সঙ্গে সরাসরি নিজেকে সংযুক্ত করা যায়। যার ব্যাপ্তি দিন দিন বাড়ছে। সারাদিনমান তাতে নিমগ্ন হয়ে থাকা যায়। এর বাইরে সংবাদমাধ্যম কেন প্রয়োজন পড়বে? যে কারণে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের তাৎপর্য ও পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। সংবাদমাধ্যম বিলীন হয়ে যাবে কি-না সেটা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রের ভূমিকা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। সংবাদপত্র যে ভূমিকা রাখছে, সেটা অন্য মাধ্যম স্থান করে নিতে পারেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব মাধ্যম সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি, বিতর্ক ও বচসা। দায়িত্বশীলতার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত রয়ে যায়। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, সেটাও নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়। তা যাচাই করা কিংবা নির্ভরশীলতার জায়গা এখনও সংবাদপত্র।

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকা ৪৭ বছর পেরিয়ে এসেছে। একটা ক্রীড়া ম্যাগাজিনের এতগুলো বছর প্রকাশ হয়ে আসাটা যে কোনো মানদণ্ডেই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। বাংলাদেশে তথ্য, ছবি কিংবা দলিলপত্র সংরক্ষণের তেমন কোনো উদ্যোগ বা বন্দোবস্ত নেই বললেই চলে। আর ক্রীড়াঙ্গনের অবস্থা আরও শোচনীয়। একটা খেলা ও প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেলেই তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। তার কোনো চিহ্নই আর রাখা হয় না। এ যাবৎ কম খেলা বা প্রতিযোগিতা আয়োজন হয়নি। সে সম্পর্কে কোনো তথ্য ও ছবি খোঁজ করলে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের কোনো ক্রীড়া ফেডারেশনের রেকর্ড সংরক্ষণের চল নেই। যে কারণে যত খেলাধুলা আয়োজিত হয়েছে, তা খানিকটা পাওয়া যায় স্মৃতিতে। পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্য পাওয়ার সুযোগ নেই। ক্লাবগুলোও একই পথের পথিক। উপমহাদেশের দুই প্রাচীন ক্লাব ওয়ারী এবং ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের ইতিহাস জানা গেলে ক্রীড়াঙ্গনের অজানা অনেক বিষয়ই উন্মোচিত হতে পারতো। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ক্রীড়াঙ্গনের কোথাও রেকর্ড সংরক্ষণের প্রচলন নেই। বর্তমানে প্রযুক্তির জয়জয়কার, চাইলেই রেকর্ড সংরক্ষণ করা মোটেও কঠিন নয়। গরজ বড় বালাই। আসলে সেই মনমানসিকতা গড়ে ওঠেনি।

এ ক্ষেত্রে পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার ভূমিকাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যদিও একটি ক্রীড়া পত্রিকার পক্ষে এককভাবে সব দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তারপরও ক্রীড়াঙ্গনের রেকর্ডগুলো আগলিয়ে রেখেছে এই ক্রীড়া ম্যাগাজিন। ক্রীড়া বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আকরগ্রন্থ হয়ে উঠেছে এই পাক্ষিকটি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনা। সবাইকে ৪৭তম বর্ষপূর্তির অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি শুভলাক প্রিন্টার্স, ১৩, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫ ০৫ ৩৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪১০৫ ০৫ ৫৭
e-mail : krirajagat@gmail.com ▪ krirajagat@yahoo.com

স্বপ্নের ঠিকানা

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দাপটে প্রিন্ট মিডিয়া রীতিমতো পদদলিত যখন, জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক প্রকাশনাগুলো যখন বিলুপ্ত, তখনো স্বমহিমায় ভাস্বর 'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' ছুটে চলেছে দুরন্ত-দুর্বার গতিতে স্বপ্নের ঠিকানায়, জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক ক্রীড়াজগতের ৪৮ বছরে পদার্পণ বাংলাদেশের ক্রীড়ালেখক এবং ক্রীড়াপাঠকদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের, গর্বের এবং প্রেরণার। দেশ বিদেশের ক্রীড়াঙ্গনের চালচিত্রের উপস্থাপক, চুলচেরা বিশ্লেষক এবং আলোকিত পদযাত্রার সঠিক নির্দেশক হিসেবে অগ্রণী পাক্ষিক ক্রীড়াজগতের এতদূর অতিক্রম ক্রীড়ামোদী পাঠকদেরও ভাসাবে আনন্দের সাগরে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নানারকম প্রতিকূলতা পেরিয়ে একটি এবং একমাত্র প্রিন্ট মিডিয়া হিসেবে ক্রীড়াজগতের এতদূর আসতে পারা সত্যিই দারুণ ব্যাপার ও বিশাল অর্জন। এর সামনের এবং পেছনের কুশীলব তথা পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদনা পরিষদ, সাংবাদিক, ডিজাইনার এবং সম্মানিত পাঠক লেখকরাই এই কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার। ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন সবাইকে। এভাবে চলতে থাকলে মাত্র দুই বছর পর এই সময়ে অর্থাৎ ২০২৬ সালের ১৬ জুলাই ৫০ বছরে পদার্পিত হবে 'ক্রীড়াজগত'। এই মাইলফলক যথার্থতায় ভরে দেয়া এবং অতিক্রম করার সারথী হিসেবে 'আমরা ক্রীড়ামোদী' বিভাগের নিত্যলেখক জাকির উল্লাহ পাতা, তোহা বকর, মেহেদী হাসান জনি, মোশাররফ হোসেন স্বাধীন ও মেনহাজুল ইসলাম তারেকদের 'লেখা লেখা খেলা' (আমরা ক্রীড়ামোদী বিভাগে 'সেরা চিঠি' লেখকের সম্মাননার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন সবাই) হবে নিঃসন্দেহে বড় ও কার্যকর অনুষঙ্গ। ক্রীড়াজগতের পথচলাকে মসৃণ রাখতে সবার আগে অবস্থান যাঁদের, তাঁরা হলেন পাঠক। পাঠকের চাওয়া পাওয়ার যথার্থ মূল্যায়ন, এর স্বপ্নের পথকে সরল ও সোজা করে তুলবে। 'ক্রীড়াজগতের স্বপ্নের ঠিকানা কী?' উত্তর : শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশ্বশ্রেষ্ঠ হোক এটাই ক্রীড়াজগতের পথ এবং পাথেয়। জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক ক্রীড়াজগতের স্বপ্নের ঠিকানা বিশ্ব আসরের সর্বোচ্চ আসনে বাংলাদেশ। আমাদের মেধা, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারলে স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাতে আমরা পারবোই। জয়তু ক্রীড়াজগত পরিবার, জয়তু বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ
প্রযত্নে- আইডি-২৬১৮, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, ইউনিলিভার, বাংলাদেশ লিমিটেড, ৫১, কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২০৮।

১ জুলাই ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

বাংলাদেশের ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক কাণ্ড

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের ঘটনা কম নয়। অন্যান্য দল যেখানে প্রতিপক্ষের হ্যাটট্রিক বল কাটিয়ে দেয় এমন অবস্থায় বাংলাদেশ দলের রান বাড়াতে গিয়ে প্রতিপক্ষকে হ্যাটট্রিক উপহার দিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের ঘটনা মোট সাতটি। যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বোলাররাই আদায় করেছেন তিনটি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের হ্যাটট্রিকের সংখ্যা মোট

অপূর্ব সুযোগ মিস করলো বাংলাদেশ

সেরা চিঠি

কিছুদিন আগে শেষ করলো বাংলাদেশ দলের মিশন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ এর খেলা। যেটিতে এবার কোনো মতে লঙ্কা, নেপাল, নেদারল্যান্ডসের মতো দলকে হারিয়ে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছিল টিম বাংলাদেশ। সুপার এইটে বরাবর ভারত, অজি এবং আফগানিস্তানের বিপক্ষে হেরে গিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয় শান্ত বাহিনীরা। অথচ এবার অপূর্ব একটা সুযোগ মিস করেছিল টিম বাংলাদেশ। তা হলো সেমিফাইনাল যাওয়ার একটা বড় সুযোগ এসেছিল সাকিবদের। যেটা অতীতে কোনো সময় আসেনি। কেননা, ভারতের বিপক্ষে হেরে গিয়ে অজিরা বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশ দলের সেমিফাইনালে যাওয়ার একটা বড় সুযোগ এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে সুযোগ টাও কাজে লাগাতে পারলো না শান্তরা। অথচ আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে জিতে সেমিফাইনালে যেতে পারতো বাংলাদেশ দল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল টিম হওয়ায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততেও পারতো চেষ্টা করলে বাংলাদেশ দল। কিন্তু ব্যর্থতার ষোলআনা পূর্ণ করে বাংলাদেশ দল সে ম্যাচেও পরাজিত হয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে বেশ সমালোচিত হতে হয়েছে এবং পুরো টুর্নামেন্ট থেকে বাজেভাবে ছিটকে যেতে হয়েছে। যেটা জাতি কখনো কাম্য করেনি। টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে জয়ের ভালো একটা সম্ভাবনা তৈরি করেও ছয় রানের জন্য জিততে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। আর সুপার এইটে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের প্রয়োজন ছিল টিম বাংলাদেশের, সেটাও পারলো না এবার। আমাদের অনেক অনেক বছর পরে খেলতে আসলেও টিম আফগানিস্তানের অনেক উন্নতি উপলব্ধি করা যায় ইদানিং সময়ে, যার কারণে এবার তারা খুব ভালো খেলা উপহার দিয়ে সেমিফাইনাল খেলতে পেরেছে। যুদ্ধবিপর্যস্ত একটা দেশের এমন ক্রিকেট উন্নতি দেখলে খুবই অবাক লাগে। যে দেশে এখনো পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে পারলো না, পুরোটা সময় তাদের দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলো খেলতে হচ্ছে বাইরে যেকোনো দেশে, খেলোয়াড়দের পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুশীলন করা হয় না। আরও নানা সমস্যা থাকলেও দেশটির সেগুলোকে মাথায় নিয়েও তারা আজ ভারতের পর ২য় দল হিসেবে (এশিয়ার) শক্তিশালী টিমে পরিণত হতে পেরেছে। বড় বড় আসরে ছোট দল হিসেবে কেনিয়া ও আফগানিস্তান দল সেমিফাইনাল খেলতে পারলেও বাংলাদেশ দল এতবছর ক্রিকেট খেলার পরও সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারলো না কখনো। যা এদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের জন্য বড় লজ্জাকর ব্যাপারও বটে। আফগানিস্তান কি সাহসিকতা দেখিয়ে অজিদের বিপক্ষে সুপার এইটে ম্যাচ জিততে পেরেছে আর সে হিসেবে আমাদের দেশ ভালোভাবে অজিদের বিপক্ষে ম্যাচ হেরেছে। এখানেই মূলত বাংলাদেশ দলের মধ্যে মূল পার্থক্যটা বুঝা যায় তাদের সঙ্গে। নবাগত যুক্তরাষ্ট্রও এবার যেভাবে চমক দেখিয়েছে তাও সত্যিসত্যিই প্রশংসনীয় ব্যাপার বটে। একদিন হয়তোবা তারাও বাংলাদেশ দলকে ছাপিয়ে যাবে, তখন আমাদের দেখে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। আমাদের ক্রিকেট খেলাটা এভাবে চলতে থাকলে একসময় দেখা যাবে নেপালের মতো দলের বিপক্ষে ও বাজেভাবে হারতে বাধ্য হবে। তাই এমন পরিস্থিতি আসার আগেই আমাদের ক্রিকেট নিয়ে ভাববার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরোধ রইলো জাতির পক্ষ থেকে। আমরা ক্রিকেট খেলাটাকে ভীষণ ভালোবাসি তাই ক্রিকেট এর বাজে অবস্থা চলতে দেখলে খুবই হতাশ লাগে। মাঝে মাঝে এদেশের খেলা দেখে এমনও মনে হয়, যেন আমাদের ক্রিকেট খেলাটা বিশ বছর আগে যে অবস্থানে ছিল এখনো সেই অবস্থানে রয়ে গেছে। তাই এর সমাধান করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে এখন। তা না হলে বিশ্ব ক্রিকেটে আমরা বেশ সমালোচনার মুখোমুখি হবো। অলরেডি এখন হতে সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। আশা রাখি দেশের সম্মানের কথা চিন্তা করে এবার ক্রিকেটের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাই আমাদের ক্রিকেট খেলাটা নিয়ে যোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং দেশ জাতির মাথা এই ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে উঁচুতে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করবে। সেটাই কামনা করি।

খাদিজাতুল কোবরা
নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

চারটি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটে বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স দুই ওভার মিলিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ব্রেট লি ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। আর নাথান এলিস হ্যাটট্রিক করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে ২০২১ সালে। বিশ্বকাপে প্যাট কামিন্সের হ্যাটট্রিক হওয়ার পথে আউট হয়ে বিব্রতকর এক রেকর্ডে বাংলাদেশের মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে যে সাতটি হ্যাটট্রিক হয়েছে তার মধ্যে মাহমুদউল্লাহ ছিলেন সর্বোচ্চ তিনবার। শুধু টি-টোয়েন্টিতেই নয়, মাহমুদউল্লাহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছয়বার হ্যাটট্রিক হওয়ার পথে আউট হওয়ার তিক্ত স্বাদ পেয়েছেন। তিনবার টি-টোয়েন্টিতে, দু'টি ওয়ানডে এবং একবার টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক হওয়ার পথে আউট হয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। এ ছাড়াও ২০২১ সালে আয়ারল্যান্ডের কুর্টিস ক্যাম্পার, শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, ২০২২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কার্তিক মায়াপ্পন, আয়ারল্যান্ডের জসুয়া লিটল বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছেন। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অন্যান্য দেশের তুলনায় কম সময় খেললেও ক্রিকেটাররা হ্যাটট্রিক করেছেন। ২০০৩ সালের আগস্টে পেশোয়ারে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে দেশের হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন অলক কাপালি। তিনি টেস্ট ক্রিকেটে মাত্র ১৩ বল করে হ্যাটট্রিক করেন। অন্যদিকে সোহাগ গাজী ২০১৩ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে হ্যাটট্রিক করেন। এ টেস্টে তিনি ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও হ্যাটট্রিক করার বিরল রেকর্ড গড়েন। ওয়ানডে ক্রিকেটে অনেক হ্যাটট্রিকের ঘটনা আছে বাংলাদেশের। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বাধিকসংখ্যক হ্যাটট্রিক হয়েছে ঢাকার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ওয়ানডে হ্যাটট্রিক করেন শাহাদত হোসেন রাজীব ২০০৬ সালের ২ আগস্ট জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারেতে। হ্যাটট্রিক করেও সেই ম্যাচ তিনি জিতাতে পারেননি। ৩ ডিসেম্বর ২০১০ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ানডেতে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন আবদুর রাজ্জাক। বাংলাদেশের মাটিতে ওয়ানডেসহ ক্রিকেটের যেকোনো ফরম্যাটে দেশের হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন তিনি। বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথম হ্যাটট্রিককারী তিনি। ২৯ অক্টোবর ২০১৩ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের তৃতীয় হ্যাটট্রিক করেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে রুবেল হোসেন। ১ ডিসেম্বর ২০১৪ মিরপুরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অভিষেক হওয়া প্রথম ওয়ানডেতেই বাংলাদেশের তাইজুল ইসলাম হ্যাটট্রিক করে ওয়ানডে ক্রিকেটের প্রায় ৪৪ বছরের বোলিং ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে অভিষেক ম্যাচে হ্যাটট্রিক করার নজির গড়েন। ২৮ মার্চ ২০১৭ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পঞ্চম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে ওয়ানডেতে হ্যাটট্রিক করেন তাসকিন আহমেদ। বাংলাদেশ টেস্ট ও ওয়ানডেতে হ্যাটট্রিক করেছে। এখন শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টিতে হ্যাটট্রিক করলে বাংলাদেশের ক্রিকেট দেখাতে পারবে ক্রিকেটের প্রতিটি ফরম্যাটে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব।

তোহা বকর
প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্বে), কাহালু, বগুড়া।

দাবা বোর্ডেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়া

জাতীয় দাবার প্রতিযোগিতার ৪৮তম আসরে খেলছিলেন দেশসেরা দাবাড়ু গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান। ১২ রাউন্ডে উনার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আরেক গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব। পল্টনের দাবা ফেডারেশন কক্ষে বিকাল ৩টায় খেলার শুরু থেকে অস্বস্তিবোধ করছিলেন জিয়া। প্রায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি চেয়ার থেকে পড়ে যান। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজীবের গাড়িতে করে দ্রুত বারডেম ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে নিয়ে যায়, তবে দেশের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারকে বাঁচানো যায়নি। হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সন্ধ্যার ঠিক আগে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন। ৫০ বছর বয়সী দেশ সেরা অন্যতম দাবাড়ু জিয়া মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন।

দাবা ফেডারেশনের প্রধান বিচারক হারুনুর রশিদ বলেন, 'জিয়া খেলতে খেলতে চেয়ার থেকে পড়ে যায়। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও বাঁচানো যায়নি। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ফেরাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত মৃত ঘোষণা করেছেন।' হাসপাতালে সতীর্থ অনেকেই ছিলেন। আরেক গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব হাসপাতাল থেকে বলেছেন, 'হাসপাতালে জিয়া ভাইকে আনা হয়েছে অনেক সময় হলো। ডাক্তাররা আগেই মৃত ঘোষণা করেন। তবে ভাবির মন তো আর মানছে না।' চিকিৎসকদের কাছ থেকে মৃত্যুসনদ হাতে নিয়ে জিয়ার স্ত্রীর কান্না আরও বাড়ে। এসময় কান্নায় ভেঙে পড়েন তার সতীর্থরাসহ উপস্থিত অনেকেই। জিয়ার মৃত্যুতে দাবাসহ বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মাত্র কিশোর বয়সে, অর্থাৎ ১৩ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালে আন্তর্জাতিক রেটিং লাভ করেন জিয়া। পরের বছরই ১৯৮৮ সালে প্রথমবার জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন হন জিয়াউর রহমান। এখানে উল্লেখ করা যায়- টুর্নামেন্টে রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়নও তিনি। বাবার হাত ধরে দাবার জগতে পথচলা শুরু করা জিয়া ১৯৯০ সালে ফিদে মাস্টার এবং ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম) খেতাব অর্জন করেন। তবে জিয়ার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় সফলতা আসে ২০০২ সালে। নিয়াজ মোর্শেদের পর দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব ঝুলিতে ভরেন তিনি। ২০০৫ সালে বাংলাদেশি দাবাড়ুদের মধ্যে সর্বোচ্চ ফিদে রেটিং অর্জন করেছিলেন জিয়া। ২০২২ সালে একমাত্র ছেলে তাহসিন তাজওয়ারের সঙ্গে ৪৪তম দাবা অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন জিয়া। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে অসংখ্য প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছেন এই কীর্তিমান দাবাড়ু। জিয়ার ছেলে তাহসিন তাজওয়ারও পেশাগতভাবে দাবাড়ু। তাঁর ছেলে বর্তমানে ফিদে মাস্টার। ২০২২ সালে ৪৪তম দাবা অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন তাজওয়ার। চলমান দাবা চ্যাম্পিয়নশিপেও একসঙ্গেই খেলছিলেন বাবা-পুত্র। এদিন ফেডারেশনে ছিলেন তার স্ত্রী লাবণ্যও। আর সেখানেই স্ত্রী-সন্তানের সামনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি।

মাইনুল হক (পান্থ)
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

ঘুরে দাঁড়াবে জার্মানি-ইতালি

প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলে অভিমান করে খেলা হয়নি। বিশ্বযুদ্ধের বৈরী আবহাওয়ায় একবার খেলা হয়নি। এককভাবে সর্বোচ্চ আটবার ফাইনাল খেলে চারবার করে চ্যাম্পিয়ন/রানারআপ সর্বোচ্চবার সেমিফাইনাল খেলা কনফেডারেশন কাপ (বিশ্বকাপ প্রস্তুতি) চ্যাম্পিয়ন। পশ্চিম জার্মানী নামে দুইবার, জার্মানী নামে তিনবার ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে শেষ মুহূর্তের গোলে স্পেনের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নেয়। নিছক দুর্ঘটনা নয়। দিনটি ছিল স্পেনের। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ ১৩-০ গোলের রেকর্ডটি ছিল জার্মানীর। সম্প্রতি ফ্রান্স ১৪-০ গোলে জয়ী হয়ে সেই রেকর্ড ভাঙে। বিশ্ব ফুটবলে তিন গোল খেয়ে চার গোলে ম্যাচ জেতার রেকর্ড শুধু জার্মানির। যে কোনো সময় খেলার ফলাফল উল্টে দিতে পারে শুধু জার্মানি। বিশ্বকাপের মূলপর্বে চারবার খেলা হয়নি। চারবার বিশ্বকাপ ফুটবল জয়ী, তিনবার ইউরোকাপ জয়ী ইতালির সময়টা ইদানিং ভালো যাচ্ছে না। অথচ আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও আক্রমণাত্মক খেলা উপহার দিয়েছে ইতালি। ঘরোয়া ফুটবলে বিদেশি ফুটবলারদের আধিপত্য স্থানীয় ফুটবলারদের গোল করার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। একসময় বিশ্ব ফুটবলের জমাট রক্ষণভাগের নাম আসলে ইতালির নাম আসতো। এবার ইউরো কাপে সুইজারল্যান্ডের কাছে ২য় পর্বে ০-২ গোলে পরাজিত হয়ে বিদায় নেয় ইতালি। যেটা ফুটবল ক্রীড়ামোদীদের কাম্য ছিল না। যাহোক বিশ্ব ফুটবলে জার্মানি/ইতালি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে এই আশা ভক্তদের।

মো. জাকির উল্লাহ (পাভা)
সাধারণ সম্পাদক
ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম
ঢাকা জেলা।

ইমরানুরের প্রত্যয় এবং দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সর্বজনীন প্রত্যাশা

● মো. মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী ●

মধ্য এশিয়ার কাজাকস্তান প্রজাতন্ত্রে ২০২৩ সালের ১০ থেকে ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় এশীয় দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক ইনডোর অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা। এতে ৬০ মিটার দূরত্বের দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয় করেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইমরানুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস অঙ্গনে স্বল্প দূরত্বের দৌড়ে (স্প্রিন্ট) প্রতিযোগিতা করেন।

এই গৌরবময় সাফল্যের দরুন তিনি বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন শুধু নয়, দেশের ক্রীড়া অন্তপ্রাণ সাধারণ মানুষের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি দু'টি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হন। যার একটি দেশের দৈনিক প্রথম আলোর বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ এবং অপরটি কুল-বিএসপিএ-র বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ পুরস্কার অর্জন। একই বছরে দু'টি সম্মাননা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ইমরানুর রহমান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় 'অলিম্পিক ফাইনালে' দৌড়ানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর এই প্রত্যয়লব্ধ ফল অর্থাৎ অলিম্পিকে পদকপ্রাপ্তি দেশের ক্রীড়াঙ্গন এবং ক্রীড়াপ্রিয় বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘদিনের লালিত প্রত্যাশা।

১৯৭৬ সালে অ্যাডহক ভিত্তিতে এবং ১৯৭৯ সালে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পরের বছর বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুমোদন লাভ করে। অলিম্পিক আন্দোলনে অর্ন্তভুক্তির পর থেকে গত ৪৮ বছরে বাংলাদেশ ১২টি গেমস অব অলিম্পিয়াড বা গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস-এ অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৯৮০-র ২২তম আধুনিক অলিম্পিকে (মস্কো) অংশগ্রহণ ছিল ক্রীড়াবিদ ছাড়া অর্থাৎ প্রতিকী। মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এতে বিওএ এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্রের লসএঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত ২১তম অলিম্পিকসে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অংশগ্রহণকারী রাজশাহীর সাইদুর রহমান ডন বাংলাদেশের প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগী। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি গঠন ও আইওসি-র অনুমোদন লাভের পূর্বে ১৯৭২ সালে মিউনিক অলিম্পিকে তদানীন্তন বাংলাদেশ স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের কাজী আনিসুর রহমান পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। একই ভূমিকায় ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিল অলিম্পিয়াডে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল আব্দুর রহমান ও ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট (অব.) রুস্তম আলী। লস অ্যাঞ্জেলস ১৯৮৪ হতে টোকিও ২০২০ (করোনা মহামারির দরুন ২০২১ এ অনুষ্ঠিত) পর্যন্ত ১২টি অলিম্পিকসে ৬টি ডিসিপ্লিনের ১৭টি ইভেন্টে মোট ৪৯ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ৩৫ জন পুরুষ এবং অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রতিযোগী শুটার কাজী শাহানা পারভীনসহ ১৪ জন মহিলা। সাঁতারু ডলি আখতার ক্রমাগত তিনটি অলিম্পিকে অংশ নেন। উল্লেখিত ৬টি অলিম্পিক ডিসিপ্লিনের ১৭টি ইভেন্ট হলো :

অ্যাথলেটিকস : ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০ মিটার দৌড়, ১০০ x ৪ মি: রিলেরেস ও লংজাম্প।

অ্যাকোয়াটিকস : ১০০ ও ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক, ফ্রি স্টাইল, বাটারফ্লাই সাঁতার।

শুটিং : ১০ মিটার এয়ার রাইফেলস ও ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন।

আর্চারি : ইনডিভিজুয়াল রিকার্ভ।

গলফ : ইনডিভিজুয়াল (স্ট্রোকপ্লে)

জিমন্যাস্টিকস : আর্টিস্টিক ফ্লোর এক্সারসাইজ, প্যারালাল বার, হরাইজেন্টাল বার।

৪৯ জন অ্যাথলেটের মধ্যে শুধুমাত্র গলফার মো. সিদ্দিকুর রহমান ২০১৬ সালের রিওডি জেনেরিও এবং আর্চার রোমান সানা পরবর্তী ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকস-এ যোগ্যতার ভিত্তিতে সরাসরি প্রতিযোগিতা করেন। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' অভিখ্যাত অলিম্পিক গেমসের পদক এখনো বাংলাদেশের অ্যাথলেটদের কাছে অধরা। এমনকি বিশ্ব ক্রীড়ার এই মহাযজ্ঞে সান্ত্বনাসূচক বিশেষ বিবেচনায় প্রদত্ত 'ওয়াইল্ড কার্ড' ও যোগ্যতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণের পরিধিও অ্যাথলেটিকস, আর্চারি, গলফ, জিমন্যাস্টিকস, শুটিং ও অ্যাকোয়াটিকস সুইমিং এই ৬ ছয় অলিম্পিক ডিসিপ্লিনের মধ্যে সীমিত। যদিও সংশ্লিষ্ট জাতীয় ফেডারেশনের পরিচালনাধীন অলিম্পিক গেমসভুক্ত সবগুলো ডিসিপ্লিনই বাংলাদেশে অনুশীলিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ক্রীড়াবান্ধব সরকারও যথাযথ গুরুত্বের সাথে ক্রীড়া উন্নয়নে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। অলিম্পিক গেমসের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক গেমস ও চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী অ্যাথলেটদের স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রণোদনামূলক সহায়তা সরকারী উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। অলিম্পিকসহ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুমোদিত অন্যান্য আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক গেমসে অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনও ক্রীড়া প্রতিযোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ফেডারেশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আসছে। সম্ভাবনাময় অ্যাথলেটদের জন্য অলিম্পিক সলিডারিটি কর্মসূচীর আওতায় বিদেশে প্রশিক্ষণ বৃত্তির ব্যবস্থা করতে বিওএ সর্বদা তৎপর। আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক গেমসে অ্যাথলেটদের নিবিড় প্রশিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় ফেডারেশনের সহায়তায় বিওএ প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভালো ফল অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের বিওএ এবং সরকার আর্থিক পুরস্কার দিয়ে আসছে। সরকারি অর্থে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদদের আবাসন ব্যবস্থাও সরকার করছে। অলিম্পিকস ও এশিয়ান গেমসসহ অন্যান্য বড় গেমসে পদক জয়ের জন্য বিওএ অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সহানুভূতিশীল। আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক গেমস যেমন দক্ষিণ এশীয় গেমস ও কমনওয়েলথ গেমস ইত্যাদিতে পদকজয়ী খেলোয়াড়দের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা ছাড়াও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে থাকে। অলিম্পিক গেমসে পদক জয় করতে সক্ষম হলে সংশ্লিষ্ট অ্যাথলেটকে বড় অঙ্কের নগদ আর্থিক প্রণোদনা দানে বিওএ প্রতিশ্রুত।

বর্তমানে বাংলাদেশে অলিম্পিক, নন-অলিম্পিক নির্বিশেষে ৫৫টি ক্রীড়া অনুশীলিত হচ্ছে। সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জাতীয় অলিম্পিক কমিটি দেশে ক্রীড়া চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট। প্রয়োজন বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের খেলোয়াড়দের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক অনুশীলনে সহায়তা করছে

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অস্বীকার করার উপায় নেই বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানগণ ক্রীড়া চর্চায় আগ্রহী নয়। প্রায় সবগুলো খেলার নিয়মিত অনুশীলনকারী ও প্রতিযোগীরা অস্বচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারভুক্ত। এই বিবেচনায় সরকার, বিওএ, বিভিন্ন ফেডারেশন ও পৃষ্ঠপোষক সংস্থা সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করছে। অনেক সক্রিয় অ্যাথলেট এখন বিভিন্ন সার্ভিসেস সংস্থায় কর্ম সংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। তৎসত্ত্বেও এ বাস্তব সত্য স্বীকার করতে হবে যে দেশে চর্চিত ডিসিপ্লিনের তুলনায় আর্ন্তজাতিক বা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের অ্যাথলেটদের অর্জিত পদকের মান ও সংখ্যা সীমিত।

তবে কি অলিম্পিক পদক আমাদের অ্যাথলেটদের কাছে অধরাই থাকতে থাকবে। ইমরানুরের 'অলিম্পিক ফাইনালে দৌড়াতে চাই'- এই দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের অ্যাথলেটদের সাহস সঞ্চার করুক। বারটি গেমস অব অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে পদক না পাওয়ায় আশাহত হলে চলবে না। বর্তমানে গেমস অব অলিম্পিয়াডে আইওসি-র পতাকাতলে আশ্রিত 'রিফিউজি অলিম্পিক টিম'সহ ২০৬টি জাতীয় অলিম্পিক কমিটি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭০টি এনওসি বা দেশ এখনো পদক জয় করতে পারেনি। সুতরাং অলিম্পিককে পদক না পাওয়ার বঞ্চনাবোধ শুধু বাংলাদেশের অ্যাথলেটদের নয়। অলিম্পিককে ভালো ফল তথা পদক জয়ের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ অলিম্পিকগুলোতে আমাদের অলিম্পিজমের সর্বজনীনতার নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা বা ওয়াইল্ড কার্ডের প্রত্যাশা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। গেমস অব অলিম্পিয়াডের চেয়ে কলেবরে ছোট আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক গেমস ও চ্যাম্পিয়নশিপে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পদক অর্জনকারী স্পোর্টসগুলোকে অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। আমাদের বর্তমান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী মহোদয়ও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পরে অগ্রাধিকরের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সুতরাং আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতা সমূহের অতীত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ক্রিকেট, ফুটবল ও অন্য দু'একটি বাদে আমাদের অর্জিত সংখ্যাগরিষ্ঠ পদক একক প্রতিযোগিতায়। স্মর্তব্য, এখন পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে আমাদের বড় অর্জন এশিয়ান গেমসের পদকটিও একক প্রতিযোগিতার।

সুতরাং অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে সুদক্ষ প্রশিক্ষকের অধীনে নিবিড় প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমে আমাদের অলিম্পিকগামী অ্যাথলেটদের ওয়াইল্ড কার্ড নির্ভরতা হ্রাস করতে হবে। তবেই না ইমরানুরের অলিম্পিক ফাইনালে প্রতিযোগিতা করার প্রত্যয় বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে অলিম্পিকের পদক জয়ের জন প্রত্যাশা পূর্তির সম্ভাবনা বেগবান হবে। তা প্যারিস ২০২৪ নয়, তবে ভবিষ্যতের কোন অলিম্পিয়াড গেমসে। অ্যাথলেটদের কাছে আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা, গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ জনবহুল দেশ, কিন্তু এখনো অলিম্পিক পদক পায়নি' এমন মন্তব্য যেন না করা হয়। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের তুলনায় জনসংখ্যা, ভৌগোলিক আয়তনে অনেক ছোট দেশও অলিম্পিক পদক জয় করেছে। তবে আশার কথা, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাগর ইসলাম ছেলেদের রিকার্ভ একক ইভেন্টে প্যারিস ২০২৪-এর ৩৩তম অলিম্পিক গেমসে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছে। গত ১৭ জুন তুরস্কের আনতালিয়ায় আর্চারির অলিম্পিক কোটা প্লেসের টুর্নামেন্টে তাঁর এই অর্জনে আর্চারি পরপর ২টি অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা লাভ করলো। আর্চারিসহ আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে ভালো ফলাফল লাভে সক্ষম গুটিকয়েক ডিসিপ্লিনগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে অলিম্পিকের ফাইনালে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা উজ্জল হবে বৈকি? পদক জয়ের প্রত্যাশাও অপূর্ণ থাকবে না।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির (বাজেট) সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান এমপি। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

অলিম্পিক একটি আন্দোলন একটি প্রতিশ্রুতি

ইকরামউজ্জমান

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন হলো অলিম্পিক। অলিম্পিক একটি প্রতিশ্রুতি। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সহঅবস্থান আর শান্তির সপক্ষে বৃহৎ 'প্লাটফর্ম'। অলিম্পিকের সঙ্গে আছে আদর্শ, স্পষ্ট বার্তা, অভিজ্ঞতা, নীতি আর দর্শন।

অলিম্পিক আন্দোলন হৃদয়ের অনুভূতিতে মোড়া। অলিম্পিকের আত্মা চিরজাগ্রত।

অলিম্পিক মানুষের জন্য। তাদের সেবা, কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য। পাশাপাশি তাদের অগ্রগতি, অফুরন্ত মেধা, সম্ভাবনা এবং সামর্থ্যকে তুলে ধরার জন্য।

অলিম্পিক তারুণ্য এবং বাঁধনহারা যৌবনের প্রতীক। এই ক্ষেত্রে অলিম্পিক আন্দোলনের ভূমিকা প্রধান পুরোহিতের মতো। তারুণ্য ও যৌবনের পৃষ্ঠপোষকতা শুধু নয়– সব চিন্তা ভাবনা শুধু সুস্থ সবল তরুণ সমাজকে ঘিরে।

অলিম্পিক সারা বিশ্বকে একত্রিত করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাপকাঠি। গ্রীক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার অলিম্পিক তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অলিম্পিক বিশ্বের সুস্থ মানব সমাজের ভালোবাসার নিকেতন। তাদের বিবেক। অলিম্পিক সুবর্ণময় অতীত এবং ঐতিহ্যে মহিমান্বিত।

১৮৯৬ থেকে ২০২৪ সাল। ১২৮ বছর। এথেন্স থেকে প্যারিস-২০২৪। প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক অলিম্পিক ১২৮ বছরে কী দিয়েছে, কতটুকু দিতে পেরেছে? অলিম্পিকের আদর্শ, নীতি এবং মহিমা কতটুকু অটুট আছে এই দীর্ঘ পথ চলাতে? আধুনিক অলিম্পিকের জনক মানব দরদী, পণ্ডিত ও দার্শনিক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবারতিন এবং তাঁর সহযোগী অলিম্পিক আন্দোলনের সেনানীরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা কতটুকু বাস্তবে বাস্তবায়িত হয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাই উঠে আসবে। তবে যেটা বাস্তব তা হলো দীর্ঘ চলার পথে অলিম্পিকের আকাশে রোদই বেশি। অন্ধকার সাময়িক আর এই অন্ধকার অলিম্পিক গেমসের সমাপনীতে মশাল নিভিয়ে ফেলার পর আবার পুনরায় আলো জ্বালানো পর্যন্ত।

অলিম্পিক আধুনিক মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধশালী। সভ্যতার বিকাশকে করেছে স্মরণীয়। অলিম্পিক গবেষকরা বলছেন খেলাধুলার চেয়ে অলিম্পিক 'মুভমেন্ট' অনেক বড়। অনেক বেশি অলিম্পিকের দর্শনের গভীরতায় যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

অলিম্পিকের আদর্শ, নীতি, জীবনবোধ এবং মানবতা বার বার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর পেছনে আছে সময়ের ধারা। পুরো বিশ্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গত ১০০ বছরে বিশ্ব পুরোপুরি পাল্টে গেছে বললে ভুল হবে না। বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে অলিম্পিক আন্দোলনে। অলিম্পিক তো মানব সমাজকে নিয়ে। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।

অলিম্পিকের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো গ্রীসের এথেন্সে ১৮৯৬ থেকে যে রথের যাত্রা শুরু হয়েছে তা গড়িয়েই চলেছে। যাত্রা পথে বাধা-বিপত্তি, ঝড়-ঝাপ্টা এসেছে, এসেছে প্রতিবন্ধকতা, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ভুগেছেন অলিম্পিক আন্দোলনের সেনানীরা। এরপরও কখনো হাল ছেড়ে দেননি, পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েননি। সু মহান আদর্শ আর নীতির পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য লড়ে গেছেন। বার বার মনকে প্রবোদ দিয়েছেন–আধার সাময়িক-আলোর সন্ধান মিলবেই। আলোর মধ্যে যে মুক্তি। আর এর জন্যই সুস্থ জীবনবোধসম্পন্ন মানুষের জয় হয়েছে। অলিম্পিকের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা কখনও কমেনি বরং বেড়েছে। অলিম্পিক পরিচিত হয়েছে সভ্য সমাজে আলোর দিশারী হিসেবে। স্বপ্ন, মনুষ্যত্ব আর মানবতায় অলিম্পিক অপরাজেয়।

অলিম্পিক অনেকগুলো খেলার একটি অপরূপ উৎসব। আর এই উৎসব প্রতি চার বছর পর পুরো বিশ্বকে এক স্থানে নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানায়। সারা বিশ্বের যুব সমাজ এবং অন্যরা চঞ্চল হয়ে উঠে।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় লালিত অলিম্পিক একদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কয়েক'শ বছর পর সেই অলিম্পিকের নব জন্ম দিয়েছেন মানব দরদী পিয়ের দ্য কুবারতিন। সারা জীবন এই ব্যক্তিত্ব মানুষকে ভালোবেসেছেন। মানুষের জন্য ভেবেছেন। আধুনিক অলিম্পিকের জন্ম দিয়ে কুবারতিন বর্তমান বিশ্বকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে গেছেন শিল্পবোধ, রুচি, সংস্কৃতি ও সহনশীল এক সভ্যতা, যা মানুষকে বেঁচে থাকাতে আগ্রহী করেছে, যা মানুষকে গত এক'শ পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করেছে। সভ্যতার ইতিহাসে অলিম্পিক আন্দোলন যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে।

আদর্শভিত্তিক এই আন্দোলন সেই শুরু থেকে বিশ্ব মানবতার সপক্ষে সুস্থ-সুন্দর, বন্ধুত্বপূর্ণ-শান্তিপ্রিয় এক সংঘবদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্নে কাজ করেছেন। খেলাধুলা অলিম্পিকের মুখ্য বিষয় হলেও এর আদর্শ এবং নীতি কিন্তু মোটেই গৌণ নয়। অলিম্পিক হলো 'গ্রেটেস্ট ইভেন্ট অন আর্থ'। অলিম্পিকে একদিকে নীতির মহিমা, অন্যদিকে আবার গতির কাব্য। শক্তি শৈলী ও বীরপনারও। অলিম্পিকের জনক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবারতিন শিক্ষাকে খেলাধুলার কাজে লাগাতে এবং খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষাকে সার্থক করতে চেয়েছেন। তিনি শুধু দেহের উৎকর্ষ নয়, মনের মধ্যেও আলো জ্বালাতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন খেলাধুলার অগ্রগতি দেশের যুবক-যুবতীর উদ্যম ও প্রাণশক্তির পরিচয়। কঠোর সাধনার সুফল।

প্রথম থেকেই অলিম্পিক চেয়েছে পৃথিবী সব মানুষকে এক সঙ্গে মিলেমিশে নিষ্কাম শৌর্যে শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের সাক্ষ্য দেবে। সখ্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথ প্রশস্ত করবে। লোভ-হিংসা-দ্বেষ-নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার মহামারীতে কলুষিত পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। মানব জাতির প্রগতির জন্য অতিক্রম করবে অনতিক্রম্য বাধা। খেলাধুলার মাধ্যমে পুরো বিশ্ব একত্রিত হবে। ঐক্যবদ্ধ হবে। এক মন এক প্রাণের অধিকারী হবে। যেখানে সবার পরিচয় এক। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে।

অলিম্পিকের মটো হলো 'সিটিয়াস-অলটিয়াস-ফর্টিয়াস'। অর্থাৎ দ্রুততর, উচ্চতর, শক্তিধর। বলা হচ্ছে আরও জোরে ছুটো, আরও উঁচুতে লাফাও আরও শক্তির পরিচয় দাও। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় অলিম্পিক দারুণভাবে সফল হয়েছে। মানব জাতির প্রগতির জন্য সব সময় অতিক্রম করা হচ্ছে অনতিক্রম্য বাধা। বিশ্ব মানব সমাজ ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে অনুশীলন, অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠা ও সাধনার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে কোনো বিরাম নেই। নেই থমকে থাকা। দেহ বিজ্ঞানীরা এখন বিস্ময়-বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে দেখছেন আর ভাবছেন, মানুষের ক্ষমতা আর কতদূর এগোবে? এই যে এগিয়ে চলা আর অসাধারণ সাফল্যের পেছনে আছে অলিম্পিকের অনুপ্রেরণা।

আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেবেন পাঁচজন ক্রীড়াবিদ। এর মধ্যে স্বীয় যোগ্যতায় যাচ্ছেন একজন ক্রীড়াবিদ। তিনি হলেন ১৮ বছরের আর্চার সাগর ইসলাম। বাংলাদেশ থেকে ক্রীড়াবিদরা নিয়মিতভাবে অংশ নিচ্ছেন সেই ১৯৮৪ সাল থেকে। সাগর দেশের তৃতীয় ক্রীড়াবিদ যিনি প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নেবেন স্বীয় যোগ্যতায়। এর আগে গলফার সিদ্দিকুর রহমান প্রথম এবং এরপর আর্চার রোমান সানা অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে। এবার সাগর ছাড়া বাকি আর চারজন ক্রীড়াবিদ অংশ নেবেন আইওসি এবং দু'টি আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের বদান্যতায় ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে শুটার রবিউল ইসলামকে ওয়াইল্ড কার্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি। বাকি তিনজন হলেন বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ইমরানুর রহমান দেশকে প্রতিনিধিত্ব করবেন ১০০ মিটার স্প্রিন্টে। তাকে ওয়াইল্ড কার্ড দিয়েছে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিশ্ব সংস্থা ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিকস। এ ছাড়া সাঁতারের আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ফিনা বাংলাদেশের দুই সাঁতার সামিউল ইসলাম রাফি ও সোনিয়া আক্তারকে 'ওয়াইল্ড কার্ড' দিয়ে অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। সামিউল অংশ নেবেন ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে এবং ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে। আর সোনিয়া আক্তার অংশ নেবেন ৫০ মিটার বাটার ফ্লাই ও ফ্রি স্টাইলে। দেশের মিডিয়া আর্চার সাগরকে নিয়েই বেশি উচ্ছ্বসিত। তিনি নিজেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পদক জয়ের কথা মিডিয়াতে বার বার বলেছেন।

পাঁচজন ক্রীড়াবিদ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করবেন প্যারিস অলিম্পিকে। সংশ্লিষ্ট খেলাগুলোর প্রয়োজনীয় কর্মকর্তারা তো অবশ্যই যাবেন এর বাইরে নিজ খরচে এবং অন্যভাবে বাংলাদেশ 'কন্টিনজেন্টে' আরও কতজন থাকবেন জানা যায়নি। গত ৬ জুলাই একটি দৈনিকে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উপমহাসচিব ও বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইন্তেখাবুল হামিদ অপু বলেছেন–'আমরা সব কিছুই শেষ মুহূর্তে এসে করি। 'সেফ দ্য মিসনের' নিয়োগটাও হয়েছে অনেক বিলম্বে।'

একনজরে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (পুরুষ)-২০২৪

আয়োজক দেশ	: যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সময়কাল	: ২-২৯ জুন, ২০২৪
অংশগ্রহণকারী দল	: ২০টি
মোট ম্যাচ	: ৫৫টি
থিম সং	: আউট অব দিস ওয়ার্ল্ড
উদ্বোধনী ম্যাচ	: যুক্তরাষ্ট্র বনাম কানাডা ভেন্যু : গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়াম, ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র
ফাইনাল ম্যাচ	: ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ভেন্যু : কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাউন, বার্বাডোজ, যুক্তরাষ্ট্র
চ্যাম্পিয়ন দল	: ভারত অধিনায়ক : রোহিত শর্মা পুরস্কার : ট্রফি ও ২ কোটি ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
রানার্সআপ দল	: দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক : এইডেন মার্কারাম পুরস্কার: ট্রফি ও ১ কোটি ২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
ম্যান অব দ্য ফাইনাল	: বিরাট কোহলি (ভারত) ফাইনাল ম্যাচে ৫৯ বলে ৭৬ রান
ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট	: যশপ্রীত বুমরা (ভারত) ১৫ উইকেট
সর্বাধিক রান সংগ্রাহক	: রহমানুল্লাহ গুরবাজ (আফগানিস্তান) মোট সংগ্রহ : ২৮১ রান
সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি	: ফজল হক ফারুকি (আফগানিস্তান) ও আর্শদীপ সিং (ভারত), উইকেট : ১৭টি
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ	: ২১৮- ওয়েস্ট ইন্ডিজ (প্রতিপক্ষ : আফগানিস্তান)
সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ	: ৩৯ উগান্ডা (প্রতিপক্ষ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর	: নিকোলাস পুরান ৯৮ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), প্রতিপক্ষ : আফগানিস্তান
হ্যাটট্রিক ৩টি	: প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া) ২টি, ক্রিস জর্ডান (ইংল্যান্ড) ১টি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে টানা দুই ম্যাচে হ্যাটট্রিকের রেকর্ড করেন প্যাট কামিন্স
সর্বাধিক মেডেন ওভার	: লোকি ফার্গুসন (নিউজিল্যান্ড) টি- টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক ম্যাচে ৪ ওভার মেডেন। মেডেন ওভারগুলোতে ফার্গুসন তুলে নেন ৩টি উইকেট
নবম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কিছু অর্জন	: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে একমাত্র বোলার হিসেবে সাকিব আল হাসান ৫০ উইকেট শিকারের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। নবম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উদ্বোধনী ম্যাচ সহ আম্পায়ের দায়িত্ব পালন করেছেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান : তাওহিদ হৃদয় (১৫৩ রান) এবং বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকার : রিশাদ হোসেন (১৪ উইকেট)
দশম (২০২৬ সাল) আসরের আয়োজক দেশ	: ভারত ও শ্রীলঙ্কা।

গ্রন্থনায় : মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

অলিম্পিকে নিজেদের ছাড়িয়ে যেতে চান ক্রীড়াবিদরা

ওমর ফারুক রুবেল

দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ বলা হয় অলিম্পিক গেমসকে। দুনিয়ার তাবত ক্রীড়াবিদদের লক্ষ্য থাকে এই গেমসে খেলার। ভালো খেলে পদক জেতার। সেখানে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা নিজেদের উন্নতি করাকেই মূল লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন অলিম্পিকের মঞ্চ হিসাবে। ১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক থেকেই অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। এরপর প্রতিটি আসরেই লাল সবুজের ক্রীড়াবিদরা অংশ নিয়েছেন, অংশ নেওয়ার জন্যই। ২৬ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিক গেমস। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই আসরে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করা স্বপ্নের মতো লাল সবুজের ক্রীড়াবিদদের কাছে। তাই এখানে খেলতে ওয়াইল্ড কার্ডই ভরসা বাংলাদেশের। তবে গত তিনটি আসরে দেশের তিনজন ক্রীড়াবিদ সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ২০১৬ রিও অলিম্পিকে গলফার সিদ্দিকুর রহমান, ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে আর্চার রোমান সানা এবং এবারের প্যারিস অলিম্পিক আরেক আর্চার সাগর ইসলাম। বাকিদের তাকিয়ে থাকতে হয়েছে ওয়াইল্ড কার্ডের দিকেই। প্যারিস অলিম্পিকে সাগর ইসলাম বাদে যাচ্ছেন আরও চার ক্রীড়াবিদ। যারা পেয়েছেন ওয়াইল্ড কার্ড। এরা হলেন- সাঁতারু সামিউল ইসলাম রাফি ও সোনিয়া খাতুন, অ্যাথলেট ইমরানুর রহমান ও শুটার রবিউল ইসলাম।

প্রথমবার অলিম্পিকে ভালো করার লক্ষ্য ইমরানুরের

অ্যাথলেট ইমরানুর

মাদার ইভেন্ট অব দ্য গেমস খ্যাত অ্যাথলেটিকস। এবারের প্যারিস অলিম্পিকের অ্যাথলেটিকসে খেলতে যাচ্ছেন দেশের দ্রুততম মানব ইমরানুর রহমান। প্রবাসী এই স্প্রিন্টার বর্তমানে রয়েছেন লন্ডনে নিজের বাড়িতে। সেখানে থেকেই অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সরাসরি লন্ডন থেকে প্যারিসে যাবেন খেলতে। ১৯৯৩ সালের ৫ জুলাই লন্ডনে জন্ম ইমরানুর রহমানের। নিজেকে তৈরি করেছেন ৬০ মিটার স্প্রিন্টের জন্য। যার প্রমাণ দেন গত বছর কাজাখস্তানের আস্তানায়। এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ৬০ মিটার স্প্রিন্টে ৬.৫৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণপদক জেতেন এই স্প্রিন্টার। যা বাংলাদেশের জাতীয় রেকর্ড। এ ছাড়া ২০২৩ এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অংশ নিয়ে ১০.২৫ সেকেন্ডের জাতীয় রেকর্ডও গড়েছিলেন। তবে ০.০২ সেকেন্ডের জন্য প্রতিযোগিতার পরের রাউন্ডে যেতে পারেননি। একই বছর চীনের হাংঝুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসেও খেলেন ইমরানুর। কিন্তু সেমিফাইনাল থেকেই বাদ পড়েন এই প্রবাসী স্প্রিন্টার। প্যারিসের ট্র্যাকেও ইমরানুর দৌড়াবেন ১০০ মিটার স্প্রিন্টে। এবারের আসরে তিনি এশিয়ান গেমসের চেয়ে আরও উন্নতি করতে চান। লন্ডন থেকে ইমরানুর রহমান বলেন, 'চীনে ১০০ মিটার স্প্রিন্টের সেমিফাইনালে খেলেছিলাম। কিন্তু ০.০২ সেকেন্ডের জন্য পরের রাউন্ডে যেতে পারিনি আমি। এবারের অলিম্পিকে আমার লক্ষ্য থাকবে সেই টাইমিংয়ে ছাড়িয়ে আরও ভালো টাইমিং করার।'

পদক জয়ের দুরূহ প্রত্যাশা সাগরের

আর্চার সাগর

অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে বাংলাদেশের তিনজন ক্রীড়াবিদ সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এর মধ্যে একজন আর্চার সাগর ইসলাম। এর আগে ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন গলফার সিদ্দিকুর রহমান এবং ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে খেলেছিলেন আরেক আর্চার রোমান সানা। তাদের কাতারে নাম লেখালেন সাগরও। তুরস্কের আনতালিয়ায় অনুষ্ঠিত কোটা টুর্নামেন্টে রুপা জিতে প্যারিস অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন সাগর। রিকার্ভ ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে তিনি ৬-০ সেটে হেরে যান উজবেকিস্তানের সাদিক আমিরখানের কাছে। পাঁচ সেটের খেলায় সরাসরি তিন সেট জেতায় আর বাকি ২ সেটের প্রয়োজন হয়নি। সাদিক এই টুর্নামেন্টে র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। তাই অলিম্পিকে পদক জয়ের প্রত্যাশা বহুগুনে বেড়ে গেছে তার। দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও তাইওয়ানের আর্চারদের রুখে দেওয়াটা দুরূহ হলেও প্রত্যয় নিয়ে সাগর বলেন, 'আমি জানি আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও তাইওয়ান। তারপরও দিনটি আমার হলে সবাইকে হারিয়ে দেশের জন্য পদক জিতে আনতে চাই।' এই আর্চার আরও বলেন, 'আমার স্কোর খুব ভালো। তুরস্কে যদি অন্যদের হারিয়ে রুপা জিততে পারি, তাহলে অলিম্পিকেও জেতা সম্ভব।'

শুটার রবিউলের প্রত্যাশা পূরণ

গত জানুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে গিয়ে অল্পের জন্য কোটা টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি শুটার রবিউল ইসলাম। মাত্র .৩ পয়েন্টের কারণে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল রাউন্ডে জায়গা করে নিতে পারেননি এই রাইফেল শুটার। তাই অলিম্পিকে সরাসরি খেলার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন রবিউল। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৬২৮ স্কোর করেছিলেন তিনি। যা ক্যারিয়ারের সেরা স্কোর। তবে দেশের রেঞ্জে সিলেকশনে তাঁর স্কোর ছিল ৬৩০। এই স্কোর করতে পারলেই প্যারিসে ভালো একটি অবস্থানে থাকতে পারবেন রবিউল। তিনি বলেন, 'জানুয়ারিতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে মাত্র .৩ স্কোরের জন্য ফাইনাল রাউন্ডে খেলতে পারিনি। সেই আক্ষেপে পুড়েছি অনেক দিন। অলিম্পিকে সুযোগ পেয়েছি। তাই দেশের জন্য ভালো কিছুর তাড়না রয়েছে আমার মধ্যে। আমি চেষ্টা করবো ভালো কিছু করার। দেশের রেঞ্জে ৬২৮ স্কোর

শুটার রবিউল

সাঁতারু সামিউল

সাঁতারু সোনিয়া খাতুন

করেছিলাম অনুশীলনে। সেটাকে ছাড়িয়ে যেতে চাই।'

টাইমিং কমানোই লক্ষ্য সামিউলের

প্যারিস অলিম্পিক গেমসে সুযোগ পেয়ে নিজের টাইমিংয়ের উন্নতি করতে চান সাঁতারু সামিউল ইসলাম রাফির। এক বছর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) বৃত্তি নিয়ে থাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন রাফি। এ বছরের আগস্টে শেষ হবে সেই সময়। তার আগেই অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে তার। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে দু'টি পদক রয়েছে সামিউল ইসলামের। একটি মালয়েশিয়ায় ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে রৌপ্য এবং অন্যটি থাইল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ব্রোঞ্জ। তবে জাতীয় পর্যায়ের ক্যারিয়ারে জিতেছেন ৭টি স্বর্ণ, রুপা ২টি ও ৩টি ব্রোঞ্জ। প্যারিসে রাফিউল খেলবেন ১০০ ফ্রি স্টাইলে। বাংলাদেশের মধ্যে এই ইভেন্টে সেরা টাইমিং ৫৩.১২ সেকেন্ড রয়েছে কেবল তারই। এবার অলিম্পিকে সেই টাইমিং আরও কমিয়ে আনতে চান রাফিউল। থাইল্যান্ড থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপে তিনি বলেন, 'অলিম্পিকে খেলা সব ক্রীড়াবিদদেরই প্রথম লক্ষ্য। আমিও সুযোগ পেলাম। তাই ক্যারিয়ারের সেরা টাইমিং করতে চাই। দেশে আমার ইভেন্টে সেরা টাইমিং ৫৩.১২ সেকেন্ড। প্যারিসে ওই টাইমিংয়ের চেয়ে আরও উন্নতি করতে চাই।'

নিজের উন্নতি করতে চান সোনিয়া খাতুন

রাফিউলের চেয়ে সাঁতারের ক্যারিয়ারটা আরও দীর্ঘ সোনিয়া খাতুনের। ২০১৩ সালে বিকেএসপিতে ভর্তি হন ঝিনাইদহের এই কন্যা।

২০১৯ সালে বিকেএসপি থেকে এইচএসসি পাশ করে এখন নৌবহিনীতে রয়েছেন। ক্যারিয়ারে ছয়টি সিনিয়র সাঁতারে খেলেছেন সোনিয়া। যেখানে ব্যক্তিগত ও দলীয় ইভেন্টে ৩৭টি স্বর্ণ জিতেছেন। এ ছাড়া সাতটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জও রয়েছে তার ঝুলিতে। এবারের প্যারিস অলিম্পিকের ওয়াইল্ড কার্ড পেয়েছেন ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে খেলার জন্য। জাতীয় পর্যায়ে এই ইভেন্টে তাঁর টাইমিং ৩০-১১ সেকেন্ড। অলিম্পিকে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চান সোনিয়া। তিনি বলেন, 'অলিম্পিক গেমসে এই টাইমিংয়ের উন্নতি করতে চাই। নিজের সেরাটা দিতে চাই। হয়তো পদক জিততে পারবো না, তবে ভালো টাইমিং করে দেশের মান রাখতে চাই।'

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন এবং কাবাডি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান এমপি। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি ও পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক ও পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান, দাবা ফেডারেশনের সহ-সভাপতি তফদার মো. রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শামীম।

অলিম্পিকে আমাদের যাওয়া-আসা

মোরসালিন আহমেদ

১৮৯৬ সালে গ্রিসের এথেন্স থেকে 'অলিম্পিক গেমস' শুরু হয়। কিন্তু 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' খ্যাত এ গেমসে বাংলাদেশ ১৯৭২, ১৯৭৬ ও ১৯৮০ এ তিনটি আসরে পর্যবেক্ষক দল পাঠালেও কোনো ক্রীড়াবিদ পাঠানো হয়নি। তবে ১৯৮৪ থেকে এ দেশের ক্রীড়াবিদরা বিশ্বের বৃহত্তম এ ক্রীড়া উৎসবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছেন। ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ২০২০ টোকিও দেখতে দেখতে ইতোমধ্যে ১০টি অলিম্পিক পার করেছেন দেশসেরা অ্যাথলেটরা। অথচ এখন পর্যন্ত একটি পদকও জিততে পারেননি। এমন কি হিট উতরিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে যেতে পারেননি। অপ্রিয় হলেও সত্যি, বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের জন্য অলিম্পিক এখনও অভিজ্ঞতা অর্জনের বড় মঞ্চ হয়েই রয়ে গেছে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দশটি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে দল পাঠালেও কখনোই শীতকালীন অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করেনি। আমাদের ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনের মান অলিম্পিক স্ট্যান্ডার্ড না হওয়ায় এখনও ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে।

২০১৬ রিওডি জেনেরিও অলিম্পিকে মার্চপাস্টে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট

তবে ২০১৬ রিওডি জেনেরিও অলিম্পিকে গলফার সিদ্দিকুর রহমান প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সরাসরি অলিম্পিক গেমসে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। এরপর ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে একই কৃতিত্ব দেখান আর্চার রোমান সানা। তিনি ২০১৯ সালে নেদারল্যান্ডসে আর্চারি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে রিকার্ভ এককে ব্রোঞ্জ পদক জিতে টোকিও অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। সবশেষ চলতি বছর তুরস্কে ২০২৪ ওয়ার্ল্ড কোটা টুর্নামেন্টের রিকার্ভ এককে রৌপ্যপদক জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসে আর্চার সাগর ইসলাম তৃতীয় অ্যাথলেট হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকে সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছেন। যদিও সিদ্দিকুর ও রোমান স্বপ্নের অলিম্পিকে খুব একটা ভালো করতে পারেননি। তবে সাগরকে নিয়ে সবাই এবার আশাবাদী। দেখা যাক উদীয়মান এই আর্চার দেশবাসীর প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পারেন। এই তিন অ্যাথলেটের বাইরে অবশ্য সবাইকে ওয়াইল্ড কার্ড নিয়েই অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৭ জন প্রতিযোগী অলিম্পিকে পাঠায়। এদিকে গত ৪০ বছর ধরে অলিম্পিকে যাওয়া-আসার মধ্যে 'অংশগ্রহণই বড় কথা' এমন প্রতিপাদ্যই আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে রয়েছে। অথচ অন্যসব দেশের খেলাধুলা যখন বিশ্বপরিসরে এগিয়ে যাচ্ছে তখনও আমরা শৌখিনতার জালে আবদ্ধ। তবে কালের আবর্তনে অলিম্পিক গেমস এমন একটি অবস্থানে পৌঁছে গেছে যে, আজ প্রায় প্রত্যেকটি দেশই এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। উল্লেখ্য প্রতি চার বছর পর পর বিশ্বের বৃহত্তম এই ক্রীড়া উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। তবে ২০২০ সালে টোকিও অলিম্পিক গেমস হওয়ার কথা থাকলেও বৈশ্বিক করোনাভাইরাসের কারণে এক বছর পিছিয়ে ওই আসরটি ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ২০২০ টোকিও অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের তালিকাসহ তাদের পারফরম্যান্স দেওয়া হলো।

২০তম অলিম্পিক গেমস ১৯৭২, মিউনিখ, পশ্চিম জার্মানি

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে কোনো দল পাঠায়নি। তবে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ) আহবায়ক কাজী আনিসুর রহমান। এই কৃতী ক্রীড়া সংগঠক ওই গেমসে পর্যবেক্ষক ছিলেন।

২১তম অলিম্পিক গেমস ১৯৭৬, মন্ট্রিল, কানাডা

১৯৭৮ সালেও মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ কোনো ক্রীড়াবিদ পাঠায়নি। কিন্তু ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। দলনেতা : কর্নেল আবদুর রহমান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। পর্যবেক্ষক : ফ্লাইট লে. অব. রুস্তম আলী এবং সুমিত রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিনিধি।

২২তম অলিম্পিক গেমস ১৯৮০, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

বাংলাদেশ ১৯৮২ সালে মস্কো অলিম্পিক গেমসেও কোনো ক্রীড়াবিদ পাঠায়নি। তবে মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাস ওই অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

২৩তম অলিম্পিক গেমস ১৯৮৪, লস অ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র

সেফ দ্য মিশন : মেজর জেনারেল কে এম আবদুল ওয়াহেদ। ম্যানেজার : প্রফেসর আবদুর রহমান। অ্যাথলেট ১ জন। সাইদুর রহমান ডন ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ১১.২৫ সে. সময় নিয়ে হিটে

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সরাসরি অলিম্পিক গেমসে খেলেন গলফার সিদ্দিকুর রহমান

৮ জনের মধ্যে অষ্টম এবং ২০০ মিটারে ২২.৫৯ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে সপ্তম হন।

২৪তম অলিম্পিক গেমস ১৯৮৮, সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া

সেফ দ্য মিশন : কর্নেল অব. ওবায়দুল্লাহ খান। অ্যাথলেট ৬ জন। শাহ জালাল মবিন ১০০ মিটারে ১০.৯৪ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে ষষ্ঠ। শাহ আলম ২০০ মিটারে ২২.৫২ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে অষ্টম। মিলজার হোসেন ৪০০ মিটারে ৪৮.৭৬ সে. হিটে ৭ জনের মধ্যে পঞ্চম ও ৮০০ মিটারে ১ মিনিট ৫১.১৬ সে. হিটে ৭ জনের মধ্যে ষষ্ঠ। কিন্তু শাহীন উদ্দিন চৌধুরী লং জাম্পে ডিসকোয়ালিফাইড হন। এ ছাড়া মবিন, শাহ আলম, মিলজার ও শাহীন ৪১০০ মিটার রিলে ৪১.৭৮ সে. হিটে ৭ দলের মধ্যে ষষ্ঠ হয়েছেন। এদিকে মো. বজলুর রহমান ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ১ মিনিট ১৪.৯৭ সে. সময় নিয়ে ৬২ জনের মধ্যে ৫৮তম ও মো. আবদুস সালাম ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে ১ মিনিট ০৩.৬৯ সে. সাঁতরিয়ে ৫১ জনের মধ্যে ৪৮তম হন।

২৫তম অলিম্পিক গেমস ১৯৯২, বার্সেলোনা, স্পেন

সেফ দ্য মিশন : সাদেক হোসেন খোকা, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। ম্যানেজার : আবদুল মান্নান। অ্যাথলেট ৬ জন। গোলাম আম্বিয়া ১০০ মিটারে ১১.০৬ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে ষষ্ঠ। শামসুদ্দিন চৌধুরী ২০০ মিটারে ২১.৮৮ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে ষষ্ঠ। মেহেদী হাসান ৪০০ মিটারে ৪৮.৬২ সে. হিটে ৭ জনের মধ্যে সপ্তম। এ ছাড়া আম্বিয়া, শামসুদ্দিন, মেহেদী ও শাহ জালাল মবিন ৪১০০ মিটার রিলে ৪২.১৮ সে. হিটে ৮ দলের মধ্যে পঞ্চম হয়েছেন। কাজী শাহানা পারভীন ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বাছাইপর্বে ৪৫ জনের মধ্যে ৪৩তম। মোখলেছুর রহমান ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ২ মিনিট ৫১.২১ সে. সময় নিয়ে ৫৪ জনের মধ্যে ৫২তম হন।

২৬তম অলিম্পিক গেমস ১৯৯৬, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র

সেফ দ্য মিশন : এএসএম শাহজাহান, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। ম্যানেজার : আখতার হোসেন খান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাথলেট ৪ জন। বিমল চন্দ্র তরফদার ১০০ মিটারে ১০.৯৮ সে. সময় নিয়ে হিটে ৮ জনের মধ্যে সপ্তম। নিলুফার ইয়াসমিন লং জাম্পে ৫.২৪ মিটার লাফিয়ে ৪৯ জনের মধ্যে ৩৬তম। কারার মিজানুর রহমান ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ১ মিনিট ১১.৪৭ সে. ৪৫ জনের মধ্যে ৪৪তম। সাইফুল আলম রিংকি ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বাছাইপর্বে ৪৪ জনের মধ্যে ৩৩তম হন।

দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে সরাসরি অলিম্পিক গেমসে অংশ নেন আর্চার রোমান সানা

২৭তম অলিম্পিক গেমস ২০০০, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া

সেফ দ্য মিশন : বীর বাহাদুর এমপি। ম্যানেজার : এসএম ইমতিয়াজ খান বাবুল।

অ্যাথলেট ৫ জন। ফৌজিয়া হুদা জুই ১০০ মিটারে ১২.৭৫ সে. হিটে ৯ জনের মধ্যে অষ্টম। মাহবুব আলম ২০০ মিটার স্প্রিন্টে দৌড় শেষ করতে পারেননি। ডলি আক্তার ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ডিসকোয়ালিফাইড। কারার সামেদুল ইসলাম ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ১ মিনিট ১৪.৯৩ সে. ৬৬ জনের মধ্যে ৬৪তম। সাবরিনা সুলতানা ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বাছাইয়ে ৪৯ জনের মধ্যে ৪৬তম এবং ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে বাছাইয়ে ৪২ জনের মধ্যে ৩৮তম।

২৮তম অলিম্পিক গেমস ২০০৪, এথেন্স, গ্রিস

সেফ দ্য মিশন : আবদুস সালাম। টিম লিডার : ফেরদৌস আরা খানম (শুটিং), মাহমুদ জামাল (সাঁতার ও অ্যাথলেটিকস। অ্যাথলেট ৪ জন। মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ১০০ মিটারে ১১.১৩ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে অষ্টম। ডলি আক্তার ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৩০.৭২ সে. ৭৩ জনের মধ্যে ৬১তম। জুয়েল আহমেদ ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ২৫.৪৭ সে. ৮৩ জনের মধ্যে ৬৩তম। আসিফ হোসেন খান ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বাছাইপর্বে ৪৭ জনের মধ্যে ৩৫তম।

২৯তম অলিম্পিক গেমস ২০০৮, বেইজিং, চীন

সেফ দ্য মিশন : মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন। জেনারেল ম্যানেজার : সদরউদ্দিন আহমেদ, যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এসএম ইসরাফিল (কোচ কাম ম্যানেজার, সাঁতার)। নজরুল ইসলাম রুমি (কোচ কাম ম্যানেজার, অ্যাথলেটিকস)। মোহাম্মদ শোয়েবুজ্জামান (কোচ কাম ম্যানেজার, শুটিং)। অ্যাথলেট ৬ জন। মোহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ১০০ মিটারে ১১.০৭ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে অষ্টম। নাজমুন নাহার বিউটি ১০০ মিটারে ১২.৫২ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে অষ্টম। ডলি আক্তার ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৩০.২৩ সে. ৯০ জনের মধ্যে ৭৩তম। রুবেল রানা ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ১ মিনিট ০৪.৮২ সে. ৪৫ জনের মধ্যে ৪৫তম। ইমাম হোসেন ১০ মিটার এয়ার রাইফেল

বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসে আর্চার সাগর ইসলাম তৃতীয় অ্যাথলেট হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকে সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছেন।

অলিম্পিক গেমসের মার্চপাস্টে জাতীয় পতাকা বহনকারী অ্যাথলেট

সাল	ক্রীড়াবিদ	ক্রীড়া	স্বাগতিক দেশ
১৯৮৪	সাইদুর রহমান ডন	অ্যাথলেটিকস	লস অ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র।
১৯৮৮	মো. বজলুর রহমান	সাঁতার	সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া।
১৯৯২	-	-	বার্সেলোনা, স্পেন।
১৯৯৬	সাইফুল আলম	রিক্সি শুটিং	আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র।
২০০০	সাবরিনা সুলতানা	শুটিং	সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।
২০০৪	আসিফ হোসেন খান	শুটিং	এথেন্স, গ্রিস।
২০০৮	রুবেল রানা	সাঁতার	বেইজিং, চীন।
২০১২	মোহাম্মদ মাহফিজুর রহমান	সাঁতার	লন্ডন, গ্রেট বৃটেন।
২০১৬	মো. সিদ্দিকুর রহমান	গলফ	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল।
২০২০	আরিফুর রহমান	সাঁতার	টোকিও, জাপান।

বাছাইপর্বে ৫১ জনের মধ্যে ৪৬তম। কিন্তু শারমিন আক্তার অংশ নেননি।

৩০তম অলিম্পিক গেমস ২০১২, লন্ডন, গ্রেট বৃটেন

সেফ দ্য মিশন : নূরুল ফজল বুলবুল, সভাপতি বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন। কর্নেল অব. মো. ওয়ালী উল্লাহ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অ্যাটাচি। মাহফুজা রহমান তানিয়া (কোচ, সাঁতার)। নিশিথ দাস (কোচ, আর্চারি)। জিওফ্রে মাইকেল করিগান (কোচ, জিমন্যাস্টিকস)। মো. শোয়েবুজ্জামান (কোচ, শুটিং)। মো. মিজানুর রহমান (কোচ, অ্যাথলেটিকস)। অ্যাথলেট ৫ জন। মোহন খান ১০০ মিটারে ১১.২৫ সে. হিটে ৭ জনের মধ্যে পঞ্চম। মো. ইমদাদুল হক মিলন রিকার্ভ এককে রাউন্ড অব ৬৪, হিটে বাদ। শারমিন আক্তার রত্না ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বাছাইয়ে ৫৬ জনের মধ্যে ২৭তম। মোহাম্মদ মাহফিজুর রহমান সাগর ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ২৪.৬৪ সে. ৫৮ জনের মধ্যে ৩৯তম। কাজী সাইক সিজার ফ্লোর এক্সারসাইজে ৭০ জনের মধ্যে ২৯তম, প্যারালাল বারে ৭১ জনের মধ্যে ২৭তম ও হরাইজন্টাল বারে ৭০ জনের মধ্যে ৫০তম হন।

৩১তম অলিম্পিক গেমস ২০১৬, রিওডি জেনেরিও, ব্রাজিল

সেফ দ্য মিশন : লে. জেনারেল অব. আবু তায়েব মুহাম্মদ জহিরুল আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. ফখরুদ্দিন হায়দার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অ্যাটাচি। নিশিথ দাস (কোচ, আর্চারি)। মোহাম্মদ রফিজ উদ্দিন (দলনেতা, সাঁতার)। মো. শাহ আলম (দলনেতা, অ্যাথলেটিকস)। একেএম আবদুল্লাহ হিল বাকী (দলনেতা, গলফ)। জোহারী বিন আবু বকর (ক্যাডি, গলফ)। কাভস জন ক্রিসটেনসেন (কোচ, শুটিং)।

অ্যাথলেট ৭ জন। শ্যামলী রায় রিকার্ভ একক র‌্যাঙ্কিং রাউন্ড ৫৩তম রাউন্ড অব ৬৪ বাদ। শিরিন আক্তার ১০০ মিটারে ১২.৯৯ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে পঞ্চম। মেসবাহ আহমেদ ১০০ মিটারে ১১.৩৪ সে. হিটে ৭ জনের মধ্যে চতুর্থ। সিদ্দিকুর রহমান গলফে ৬০ জনের মধ্যে ৫৮তম। সোনিয়া আক্তার ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ২৯.৯৯ সে. ৮৮ জনের মধ্যে ৬৯তম। আবদুল্লাহ হেল বাকী ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বাছাইপর্বে ৫০ জনের মধ্যে ২৫তম। মোহাম্মদ মাহফিজুর রহমান সাগর ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ২৩.৯২ সে. ৮৫ জনের মধ্যে ৫৪তম।

৩২তম অলিম্পিক গেমস ২০২০, টোকিও, জাপান

কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। সেফ দ্য মিশন : শেখ বসির আহমেদ, সহসভাপতি বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। দলনেতা : কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. ফখরুদ্দিন হায়দার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাটাচি। ডাক্তার শফিকুর রহমান (কোভিড-১৯ লিয়াজো অফিসার)। মার্টিন ফ্রেডরিক (কোচ, আর্চারি)। গোলাম শফিউদ্দিন খান শিপলু (কোচ, শুটিং)। নিবেদিতা দাস (কোচ, সাঁতার)। আবদুল্লাহ কাফি (কোচ, অ্যাথলেটিকস)। অ্যাথলেট ৬ জন। রোমান সানা রিকার্ভ একক র‌্যাঙ্কিং রাউন্ড ১৭তম রাউন্ড অব ৩২ বাদ। দিয়া সিদ্দিকী রিকার্ভ একক র‌্যাঙ্কিং রাউন্ড ৩৬তম রাউন্ড অব ৬৪ বাদ। রোমান-দিয়া রিকার্ভ মিশ্র র‌্যাঙ্কিং রাউন্ড ১৬তম রাউন্ড অব ১৬ বাদ। মোহাম্মদ জহির রায়হান ৪০০ মিটারে ৪৮.২৯ সে. হিটে ৮ জনের মধ্যে অষ্টম। জুনায়না আহমেদ ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ২৯.৭৮ সে. ৮১ জনের মধ্যে ৬৮তম। আরিফুর ইসলাম ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ২৪.৮১ সে. ৭৩ জনের মধ্যে ৫১তম। আবদুল্লাহ হেল বাকী ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বাছাইয়ে ৪৭ জনের মধ্যে ৪১তম।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ১১তম বোর্ড ডাইরেক্টর্স মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করছেন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী এবং বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান এমপি

পর্দা উঠার অপেক্ষায় প্যারিস অলিম্পিক

আনওয়ার আহমেদ মুন

অলিম্পিক হলো বিশ্বের সবথেকে পুরোনো, বৃহৎ এবং সৌহার্দ্যের প্রতিযোগিতা। আইফেল টাওয়ারের পাদদেশে বসতে যাচ্ছে অলিম্পিকের ৩৩তম আসর। ২০২৪ অলিম্পিকের ভেন্যু হিসেবে ২০১৭ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসকে বেছে নেওয়া হয়। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো অলিম্পিকের আয়োজক শহর হতে যাচ্ছে প্যারিস। এর আগে ১৯০০ ও ১৯২৪ সালে অলিম্পিক আয়োজন করেছিল শহরটি। একশ বছর পর আবারও আয়োজক হয়েছে প্যারিস। ইতোমধ্যেই ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে অলিম্পিকের। প্যারিস জুড়ে চলছে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

এর আগে লন্ডন ২০১২ সালে প্রথমবারের মতো একটি শহর হিসেবে তিনবার অলিম্পিক আয়োজকের তকমা পেয়েছিল।

আগামী ২৬ জুলাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারিস অলিম্পিক শুরু হবে। যদিও খেলা শুরু হয়ে যাবে তারও দু'দিন আগে। ২৪ জুলাই ফুটবল, রাগবি সেভেন, হ্যান্ডবল ও আর্চারির নানা ইভেন্ট শুরু হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সাড়ে ১০ হাজার ক্রীড়াবিদ ৩২টি প্রতিযোগিতাপূর্ণ খেলায় অংশ নেবে। ৪৮টি ডিসিপ্লিনে মোট ৩২৯টি ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। প্যারিস অলিম্পিক গেমস চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত।

বিশ্বের ফ্যাশন রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক গেমসের ৯৫ শতাংশ ভেন্যুই আগে থেকে ছিল কিংবা অস্থায়ীভাবে নির্মিত। শুধু অ্যাকুয়াটিক সেন্টারটি নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে টোকিও অলিম্পিক গেমস কিংবা কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের মতো মেগা বাজেট লাগছে না প্যারিসের।

এবারের আসর আয়োজন করতে খরচ হবে মোট ৯.৭ বিলিয়ন ডলার। যা ২০২১ টোকিও অলিম্পিক, ২০১৬ রিও অলিম্পিক ও ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকের চেয়ে কম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আগামী ২৬ জুলাই ফ্রান্সের সেইন নদীর তীরে বসবে এ প্রতিযোগিতার ভিন্নধর্মী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্যারিসের কেন্দ্রে অবস্থিত সেইন নদীতে নৌকায় চড়ে ছয় কিলোমিটারের মতো এলাকা ঘুরে বেড়াবেন অ্যাথলিটরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সব মিলিয়ে ১৮০টি নৌকা থাকবে, যার মধ্যে ৯৪টিতে থাকবে ক্রীড়াবিদ। অলিম্পিক ইতিহাসে আগের সব অনুষ্ঠানই গেমসের মূল অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছে। এবারই প্রথম মূল স্টেডিয়ামের বাইরে হতে যাচ্ছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

২০২৪ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজক দেশ এবং শহরের সংস্কৃতি, ক্রীড়াবিদদের কুচকাওয়াজ এবং অলিম্পিক কলড্রনের আলোকসজ্জার একটি শৈল্পিক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। প্যারিসের ঠিক উত্তরে সেন্ট ডেনিস অঞ্চলে অবস্থিত ফ্রান্সের জাতীয় স্টেডিয়াম 'স্তাদ দ্য ফ্রান্স' এবারের অলিম্পিকের মূল ভেন্যু। এখানেই হবে সমাপনী অনুষ্ঠান।

এ ছাড়া অলিম্পিকের জন্য ১৫টি ও প্যারালিম্পিকের জন্য ১১টি সিটি সেন্টার রয়েছে। প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) ফুটবল ক্লাবের হোম ভেন্যু 'দ্য পার্ক দেস প্রিন্সেস'-এ অলিম্পিক গেমসের সব ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া টেনিস ও বক্সিংয়ের সব খেলা হবে ফ্রেঞ্চ ওপেনের ভেন্যু রোলাঁ গাঁরোয়। সাইক্লিং অনুষ্ঠিত হবে পন্ত ডি'ইয়েনায়। আর ম্যারাথনের শুরু ও সমাপ্তি হবে হোটেল ডে ভিলা অ্যান্ড লা ইনভালিদেস।

বিস্ময়কর হলেও সত্য- প্যারিস অলিম্পিকের সার্ফিং খেলা অনুষ্ঠিত হবে ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার দ্বীপ তাহিতিতে, যেটি প্যারিস থেকে ১০ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। তাহিতি প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ, যা ফ্রান্সের অধিভুক্ত অঞ্চল।

প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য সর্বমোট ৩ লাখ ২৬ হাজার টিকিট বিক্রি ও উপহার হিসেবে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমেইন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এর আগে কোনো গেমসে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সম্পৃক্ততা ছিল না। গত মার্চের শুরুতে প্রথমবারের মতো আয়োজক ফ্রান্সের পক্ষ থেকে আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টিকিটের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

এ সম্পর্কে সিনেট অধিবেশনে এক প্রশ্নের জবাবে ডারমেইন বলেছেন, 'সেইন নদীতে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাধারণ দর্শকদের জন্য ১ লাখ ৪ হাজার টিকিট বিক্রি করা হবে। এরপর বিনামূল্যে প্রায় দুই লাখ ২২ হাজার টিকিট বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উপহার হিসেবে দেয়া হবে।' ডারমেইন ধারণা করছেন আরও প্রায় দুই লাখ মানুষ বিভিন্ন ভাবে আশেপাশের বিল্ডিং থেকে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবে। এ ছাড়া পুরো প্যারিস শহর জুড়ে বাড়তি ৫০ হাজার মানুষ ফ্যানজোনে বসে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারবেন।

গেমস ভিলেজ

যেকোনো অলিম্পিকেই মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে 'গেমস ভিলেজ'। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উত্তরে নব নির্মিত হয়েছে এবারের গেমস ভিলেজ। প্যারিস অলিম্পিকে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তাদের জন্য ভিলেজ বানানো হয়েছে। এই ভিলেজের আয়তন প্রায় ৭০টি ফুটবল মাঠের সমান।

গ্রিসে জ্বললো প্যারিস অলিম্পিকের মশাল

শুরু থেকে চলে আসা নিয়ম মেনে অলিম্পিকের জন্মভূমি গ্রিসে জ্বালানো হয়েছে অলিম্পিক মশাল। প্যারিস অলিম্পিকের ১০০ দিনের ক্ষণ গণনা শুরু হয় মশাল প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। গ্রিস প্রদক্ষিণ করে মশাল যাবে ২০২৪ অলিম্পিকের আয়োজক দেশ ফ্রান্সে।

প্রাচীন অলিম্পিকের জন্মস্থান অলিম্পিয়ায় শিখা প্রজ্বালনের আয়োজন দেখতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ স্টেডিয়ামে জড়ো হন। এ স্টেডিয়ামেই খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সালে প্রাচীনতম অলিম্পিক গেমস আয়োজনের রেকর্ড পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত একটি কোরিওগ্রাফিক ইভেন্টে হেরা মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে প্রাচীন পুরোহিতদের পোশাক পরা অভিনেত্রীরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিক থেকে এ ধরনের কোরিওগ্রাফিক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এবারের অলিম্পিক মশাল রিলের প্রথম রানার হলেন অলিম্পিকে স্বর্ণপদক বিজয়ী রোয়ার স্টেফানোস এনটুসকোস।

মশাল রিলের প্রথম ধাপে ৬০০ জনেরও বেশি বিখ্যাত অ্যাথলিট ও সাধারণ জনগণের হাতে ১১ দিন ধরে মশালটি গ্রিসে পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করে। মশালটির ভ্রমণ শেষ হয় এথেন্সের কেন্দ্রে অবস্থিত প্যানাথিনাইক স্টেডিয়ামে। ১৮৯৬ সালে আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এ স্টেডিয়ামেই হয়েছিল। এখানেই ২৬ এপ্রিল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মশালটি প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজকদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

অলিম্পিক শিখার পরিক্রমার সমাপ্তি প্যারিসে

ফ্রান্সের নানা প্রান্তে চলছে অলিম্পিক শিখার পরিক্রমা। টর্চ রিলেতে এই শিখা নিয়ে ছুটবেন অন্তত হাজার দশেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অলিম্পিকস উদ্বোধনের আগে তা পৌঁছুবে প্যারিসে। চিরাচরিত রীতি মেনে স্টেডিয়ামে হয় অলিম্পিকসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সেটা প্যারিসে কেমনভাবে হবে তা নিয়ে জল্পনা থাকলেও সেইন নদীতে আয়োজন করা হচ্ছে ৬ কিলোমিটার-ব্যাপী জমকালো রিভার প্যারেডের। এই রিভার প্যারেড শেষ হবে আইফেল টাওয়ারের পাদদেশে।

আইফেল টাওয়ারে অলিম্পিক রিং

অলিম্পিক মানেই চিরাচরিত পাঁচটি রিংয়ের সিম্বল। একটা পতাকার উপর ৫টা রিং। আর এই পাঁচটা রিং আলাদা আলাদা রঙের। সেই অলিম্পিক রিং গত ৭ জুন প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে তোলা হয়। এদিন প্যারিস অলিম্পিক আয়োজকরা আইফেল টাওয়ারে এই রিংগুলি ঝুলিয়ে দেন। গ্রীষ্মকালীন গেমস শুরু হওয়ার ৫০ দিন আগে তারই উদযাপন হলো ফ্রান্সের রাজধানীতে। পাঁচটি রিং-এর কাঠামো দৈর্ঘ্যে ৯৫ ফুট ও উচ্চতায় ৪৩ ফুট। এগুলি রিসাইকেলকৃত ফরাসি স্টিল দিয়ে তৈরি। প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে চারটি ক্রেন ব্যবহার করে প্রায় ৩০ জন শ্রমিক ১৩৫ বছরের পুরোনো আইফেল টাওয়ারের দক্ষিণ পাশে এটি স্থাপন করেছেন। সেইন নদী থেকে এটি দেখা যাবে।

অলিম্পিক পদকে আইফেল টাওয়ারের ধাতু

প্যারিস অলিম্পিকের পদকগুলোতে থাকছে আইফেল টাওয়ারের ধাতু। আইফেল টাওয়ার থেকে নেওয়া স্টিলের টুকরোগুলিও প্যারিস অলিম্পিকের পদকের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সোনা, রুপো বা ব্রোঞ্জ তিন ধরনের পদকেই থাকবে আইফেল টাওয়ারের ধাতু। গেমস আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পদক বিজয়ীরা আইকনিক আইফেল টাওয়ারের একটি টুকরো ঘরে নিয়ে যাবেন। কয়েক মাস আগেই প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজকদের দ্বারা প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা যায় যে পদকটির একটি ষড়ভুজ আকৃতির অংশ রয়েছে যা আইফেল টাওয়ারের টুকরো দিয়ে তৈরি।

অলিম্পিকের কেন্দ্র মঞ্চ 'আইফেল টাওয়ার'

স্থানীয়ভাবে আইফেল টাওয়ারের ডাকনাম 'লা

ডেম দে ফের' (ফরাসি ভাষায় 'আয়রন লেডি')। যেহেতু এবারের অলিম্পিক বসছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। সেহেতু এবারের অলিম্পিকের কেন্দ্র মঞ্চ হবে আইফেল টাওয়ার। এবার অলিম্পিকে বেশির ভাগ খেলাই হবে প্যারিস প্রাণকেন্দ্রের বিভিন্ন ভেন্যুতে। বিশেষ করে, 'আয়রন লেডি' খ্যাত আইফেল টাওয়ারের পায়ের কাছে বিচ ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো প্রাইজমানি

অলিম্পিক গেমসের প্রাচীন বা আধুনিককালের কোনো সময়েই পদকজয়ীরা কোনো প্রাইজমানি পান না। তবে, এবারই প্রথমবারের মতো দেয়া হবে প্রাইজমানি। তবে সব খেলায় নয়! শুধুমাত্র অ্যাথলেটিকসের খেলাগুলোয় প্রাইজমানি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিকস। তারাই প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন হিসেবে অলিম্পিকে প্রাইজমানি দিতে চলেছে। বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের সর্বোচ্চ সংস্থাটি প্যারিস অলিম্পিকের জন্য মোট ২৪ লাখ ডলার প্রাইজমানির ঘোষণা দিয়েছে। তাঁরা জানিয়েছে, প্যারিস অলিম্পিকের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ৪৮টি ইভেন্টের সোনাজয়ী অ্যাথলেটদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার ডলার করে দেওয়া হবে। রিলেতে পুরো দল মিলেও পাবে ৫০ হাজার ডলার, যা অ্যাথলেটরা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেবেন। তবে প্যারিসের রৌপ্য ও ব্রোঞ্জজয়ী অ্যাথলেটদের কোনো অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে না। আগামী ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক থেকে তাদেরও অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ব অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সেবাস্টিয়ান কো।

রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলিটরাও থাকবেন!

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোয় রাশিয়া ও তাদের মিত্র দেশ বেলারুশ অলিম্পিকে নিষিদ্ধ। তবে তাদের অ্যাথলিটরা নিরপেক্ষ হিসেবে অংশ নিতে পারবেন। তবে প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারা অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি। এমনকি পদক জিতলে তাদের দেশের জাতীয় সংগীত বাজবে না কিংবা উড়বে না জাতীয় পতাকা।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা

অলিম্পিক গেমসের নিরাপত্তা দিতে ২০ হাজার সৈন্য ও ৪০ হাজার পুলিশ নিয়োগ করতে চলেছে ফ্রান্স সরকার। এ ছাড়া অন্য দেশ থেকে আরও দুই হাজারের মতো সৈন্য ও পুলিশ নিরাপত্তার কাজে যুক্ত হবে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রায় ১০ লাখ মানুষ তল্লাশির আওতায় থাকবে। অ্যাথলেট, অলিম্পিক ভেন্যুর নিকটবর্তী বাসাবাড়ি, মেডিকেল স্টাফ ও

ভলান্টিয়ারদের দেহ নিয়মিত তল্লাশি করা হবে। ড্রোন আক্রমণের শঙ্কায় অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দর্শক উপস্থিতি কমিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রথমে ছয় লাখ দর্শককে নদীর তীর থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগের সুযোগ দেয়ার কথা ছিল। যদিও এখন সেই সুযোগ পাবেন তিন লাখ আমন্ত্রিত অতিথি।

উষ্ণতম অলিম্পিকের রেকর্ড গড়বে প্যারিস!

২০২৪-এ প্যারিস অলিম্পিকের দিন যত এগিয়ে আসছে, ইউরোপের আকাশে তত কড়া হচ্ছে রোদের তেজ। ইতোমধ্যেই লন্ডনের তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। জুনের মাঝামাঝি যেটা যথেষ্ট অস্বাভাবিক। মাঝের এই এক মাসেরও বেশি সময়ে ইউরোপের তাপমাত্রা আরও অনেকটা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকই 'উষ্ণতম অলিম্পিকস'-এর তকমা পেয়েছে।

চার বছর আগে ওই সময়ে টোকিওর গড় তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করেছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৭০ শতাংশ। চার বছর পরে এবার কি 'উষ্ণতম অলিম্পিক' তকমা চলে যাবে প্যারিসের মাথায়? সেই আশঙ্কা রয়েছে পুরোমাত্রায়। আর কেনই বা করবেন না? ২০২২ এবং ২০২৩-এ পর পর দুবছরই তীব্র গরমে ভুগেছে ফ্রান্স-সহ গোটা দক্ষিণ ইউরোপ। সুতরাং ২০২৪-এর জুনের পরিস্থিতি আগাম আতঙ্ক তৈরির জন্য যথেষ্ট। এমন পরিস্থিতিতে প্যারিস অলিম্পিকের নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা প্রকৃতিই। ফলে, এবারের অলিম্পিকে খেলোয়াড়দের আসল লড়াই হবে ক্রমাগত বদলাতে থাকা আবহাওয়ার বিরুদ্ধেই!

প্যারিস অলিম্পিকে খেলবেন না মেসি

বর্তমানে তো বটেই ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি। দেশের জার্সিতে জেতেননি এমন কোন ট্রফি বাকি নেই তাঁর ক্যাবিনেটে। দেশের হয়ে অলিম্পিক গেমসে সোনা, কোপা আমেরিকা জয়ের পর সবশেষ জিতেছেন বিশ্বকাপ ফুটবলের শিরোপা। আর্জেন্টিনার হয়ে সমস্ত সম্মান জয়ের পরেও এখনও তাঁর খেলার খিদেটা অটুট। ফলে খেলাটাকে পুরো দমে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এখনও অবসর নেওয়ার কোনো পরিকল্পনাই তাঁর নেই। ফলে কোনো অঘটন না ঘটলে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। তবে এইসবের মাঝেই স্বয়ং মেসি জানিয়ে দিলেন তিনি খেলবেন না প্যারিস অলিম্পিকে।

তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'বয়স বেড়েছে, ফলে প্রতিটি টুর্নামেন্টে খেলার মতো বয়সে এখন আর তিনি নেই। পাশাপাশি তিনি নিশ্চিত করে দিয়েছেন আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে তিনি নামবেন। সেইমত নিজেকে প্রস্তুত করছেন। ফলে, প্যারিস অলিম্পিকে দেখা যাবে না আর্জেন্টাইন গ্রেট লিওনেল মেসিকে।

টেনিসে জুটি বাঁধবেন মহারাজ-যুবরাজ

প্যারিসে অলিম্পিক গেমসের অন্যতম আকর্ষণ লন টেনিস বিভাগটি। প্যারিসে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট ফরাসি ওপেনের আসর প্রতি বছর নিয়ম করে অনুষ্ঠিত হয়। এই ওপেনের বৈশিষ্ট্য হল লাল সুড়কির ক্লে কোর্ট। এবার প্যারিস অলিম্পিক গেমসেও লন টেনিসের খেলা হবে এই কোর্টেই। আর এই কোর্টের রাজা যদি কেউ হয়ে থাকেন তিনি নিঃসন্দেহে রাফায়েল নাদাল। আর বর্তমানে এই কোর্টের যুবরাজ তাঁর স্বদেশীয় নবীন তারকা কার্লোস আলকারাজ। আসন্ন প্যারিস অলিম্পিক গেমসে স্পেনের হয়ে পুরুষ ডাবলস বিভাগে খেলতে জুটি বাঁধবেন এই দুই তারকা। দেশকে পদক এনে দিতে কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করবেন তারা।

প্লাতিনির বিশ্বকাপ সন্ধ্যায়

দিলু খন্দকার

একটি বিশ্বকাপ ফুটবলের শেষ দৃশ্য মঞ্চায়নের আগেই শুরু হয়ে যায় পরবর্তী বিশ্বকাপ আয়োজনের তৎপরতা। বিশ্বকাপ ফুটবলের আকর্ষণ আর আমেজ ফুটবলপ্রিয়দের স্মৃতিতে রয়ে যায় অনেক অনেক দিন। মনে পড়ে বিশ্বকাপ ফুটবলের সোনালি দিনগুলোর কথা। টুকরো টুকরো সোনালি স্মৃতি। যা মনের অনুভূতির রঙিন মহলটা রাঙিয়ে তোলে, যার উত্তেজনা-উন্মাদনা অকৃত্রিম, অদ্বিতীয়। সে আকর্ষণ অনুভূত হয় সব সময়। যার সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা মেলা ভার। বিশ্বকাপ ফুটবল কথাটি উচ্চারিত হবার সাথে সাথে মনের গভীরের রঙমহলখানি রঙিন এক প্রশান্তিতে ভরে যায়। চার বছর পর পর জগৎজুড়ে ফুটবলের মাদকতা ঢেলে দিয়ে তামাম দুনিয়ার মানুষকে মাতোয়ারা করে উন্মাদনায় ভাসিয়ে বিদায় নেয় বিশ্বকাপ। বছর বছর সে স্মৃতি লালন করে স্বাদ আহ্লাদ নিংড়ে নেয় ফুটবলপ্রিয়রা।

সেদিন, তখনো আমেরিকা বিশ্বকাপ শেষ হয়নি। বিশ্বকাপ ফুটবলের শেষ অংক মঞ্চস্থ হয়নি। মারাদোনার আর্জেন্টিনা, ক্লিন্সমানের জার্মানি, গিওর্গে হাজির রোমানিয়া, স্তোয়চকভের বুলগেরিয়া, টমাস ব্রোলিনের সুইডেন বিশ্বকাপের পাঠ চুকিয়ে ঘরে ফিরে গেছে, শূন্য হাতে। রোমারিওর ব্রাজিল আর রবার্তো বাজ্জোর ইতালি খেলবে ফাইনাল। লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল আর ইউরোপীয় ঘরানার ইতালি, দুই দেশের সামনে রয়েছে চারবার বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি। আর লস অ্যাঞ্জেলেসের পাসাডেনার ওই ফাইনালকে ঘিরে বাস্কেটবল আর বেসবলের দেশ আমেরিকা থেকে শুরু করে বাংলাদেশসহ তামাম দুনিয়া অপেক্ষার প্রহর গুনেছে। নিউজার্সির জায়ান্ট স্টেডিয়ামে ইউরোপীয় ঘরানার দুই প্রতিনিধি ইতালি ও বুলগেরিয়ার মধ্যকার সেমিফাইনাল খেলাটি কভার করে পাড়ি জমালাম লস অ্যাঞ্জেলেসে। টাওয়ার এয়ার লাইন্সের নিউ ইয়র্ক-লস অ্যাঞ্জেলেস ফ্লাইটের টিকিট কিনেছি প্রায় একমাস আগে। এয়ার টিকিট একটু আগে কাটা গেলে কম প্রাইসে কেনা যায়। তাছাড়া বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য লস অ্যাঞ্জেলেস যাবার প্লেনের টিকিটের চাহিদা এবং প্রাইস বাড়বে। কথাটা জানা ছিল। সে সুযোগটা নিয়েছি। নিউ ইয়র্ক-লস অ্যাঞ্জেলেস টাইম ডিফারেন্স তিন ঘন্টার। আবার আকাশ পথে পাঁচ ঘন্টার ফ্লাইট। আমাদের ফ্লাইট ছিল খুব সকালে। একটু আগে এসে গিয়েছি। বিমান বন্দর, লাউঞ্জে দেখা মিললো এক সময়ের নন্দিত ফুটবলার এনায়েতুর রহমান খানের। টাওয়ার এয়ার লাইন্সের বিশাল প্লেনে এলাম, লস অ্যাঞ্জেলেসে। প্রায় ছয়-সাতশ যাত্রী নিয়ে প্লেনটি পাঁচ ঘন্টা টানা এয়ারে ভেসে ভেসে আমাদের নিয়ে এলো, সিনেমার শহরে। লাগেজ নিতে গিয়ে দেখা রওশন জামিল চৌধুরীর সাথে। একই প্লেনে এসেছি অথচ দেখা হয়নি। বিশ্বকাপ ভাবনায় বিভোর সবাই।

মিশেল প্লাতিনি

লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন এলাম তখন সকাল এগারটা। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ফ্রান্স বিশ্বকাপ নিয়ে মিশেল প্লাতিনির সংবাদ সম্মেলন। জানা ছিল। মিশেল প্লাতিনি ১৯৮২ আর ১৯৮৬ বিশ্বকাপ ফুটবল মাতিয়েছেন ফ্রান্সের জার্সি গায়ে। আবার জুভেন্টাসের হয়ে ইতালিয়ান ফুটবল মাতিয়েছেন। মাঝ মাঠের জমিটার দখল নিয়ে অসাধারণ ফুটবল খেলে বেড়িয়েছেন মিশেল। এই ফুটবলারের সাথে কথা বলব আর তাঁর অটোগ্রাফ নেবো এমন ভাবনা ছিল অনেক দিন থেকেই। আর লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে ফ্রান্স পার্টিতে গিয়ে সে স্বপ্ন পূরণের সুযোগটা কাজে লাগাব এমন চিন্তা ছিল। আর তাই বারবার ঘড়ি দেখছিলাম। আমাদেরকে নেওয়ার জন্য লস অ্যাঞ্জেলেস বিমানবন্দরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এসেছিলেন। ওদের গাড়িতে পৌঁছে গেলাম, ডাউন টাউনে ইন টাউনি হোটেলে। আমি আর বাংলাবাজারের মতিউর রহমান চৌধুরী এখানে অস্থায়ী আবাস গড়ে তুললাম। ডাউন টাউনের এই হোটেলটি আবার বিশ্বকাপ ফুটবলের মিডিয়াচেন ভুক্ত, তামাম দুনিয়ার অ্যাক্রিডিয়েটেড সাংবাদিকদের থাকার জন্য। এই হোটেল ঘিরে মিডিয়া শাটল পাসাডেনার রোজ বোল স্টেডিয়ামে আসা-যাওয়া করে। সাংবাদিকদের নিয়ে যায় স্টেডিয়ামে, আবার ম্যাচ শেষে নিয়ে আসে। পোলিশ, বলিভিয়া, জার্মানি, আর্জেন্টাইন আর ইংলিশ সাংবাদিক এসে উঠেছে এই হোটেলে। আবার অনেক ফুটবল অনুরাগীও উঠেছে এখানে। ফাইনালের আগে আর পরে তিন দিন থাকবো হোটেলে। বিশ্বকাপের অ্যাক্রিডিয়েটেড জার্নালিস্টদের জন্য কিছুটা ছাড় দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নিউইয়র্ক থেকে বুক করেছি। এক্ষেত্রে ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

ঘানার দুই সাংবাদিক রুম বুক করেছিল। কিন্তু কেন যেন ওরা ফাইনাল কভার না করেই দেশে ফিরে যাচ্ছে। আর যাবার আগে ওদের বুকিং বিক্রি করে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কে আমাকে আগেই জানিয়ে রাখায় 'তিন দিনের জন্য প্রায় সাড়ে চারশ মার্কিন ডলার দিয়েছি এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ওই হোটেলে ফোন করে রিজার্ভেশনের বিষয়টা কনফার্ম করে আমাদের নামে চেঞ্জ করে নিয়েছি, যাতে কোনো ঝামেলা না হয়।

প্রবাসীদের সাথে এলাম, ইন টাউনি হোটেলে। গাড়ি পার্কিং প্লেসে রেখে সবাই এলাম রিসিপশনে। নাম বলতেই তৎপর রিসিপশনিস্ট রিজার্ভেশনবুক পরখ করে দোতলার একটা রুমের চাবি তুলে দিলো আমার হাতে। পাশে মতিউর রহমান চৌধুরী।

জিজ্ঞেস করলো, সবাই থাকবে ওই এক রুমে? জানালাম, না, তা হবে কেন? আমরা দুই সাংবাদিক থাকব। ওরা আমাদের ড্রপ করতে এসেছে।

রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেমে এলাম লবিতে। হোটেল থেকে মিডিয়া শাটল নিয়ে যাবে রোজ বোল স্টেডিয়ামে। ঘড়ির কাটা ধরে সাংবাদিকপূর্ণ মিডিয়া শাটল, লস অ্যাঞ্জেলেসের নজরকাড়া রাস্তা ধরে ছুটে চললো পাসাডেনার উদ্দেশ্যে। শহরের সুন্দর রাস্তা ধরে চলে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর পাসাডেনায় নিয়ে এলো। উঁচু নিচু পাহাড়ে ঘেরা পাসাডেনা। পুরোনো হলেও বেশ সুন্দর এই রোজ বোল স্টেডিয়াম। এই

লেখককে দেওয়া প্লাতিনির অটোগ্রাফ

স্টেডিয়ামে বসছে আমেরিকা বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল। ভাবা যায়, বিশ্বকাপের ক'মাস আগে এই শহরে হয়ে গেছে ভয়াবহ ভূমিকম্প। তাতে বড়সড় ক্ষতি হয়েছে এই শহরের। তার চিহ্নও রয়ে গেছে। এমনকি ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের আসর বসেছিল এই শহরে । অলিম্পিকের মূল ভেন্যু কলাসিয়াম স্টেডিয়াম, ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শহর জুড়ে ভূমিকম্পের ছাপ রয়ে গেছে। কলাসিয়াম স্টেডিয়াম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় কাজ করার সময়ে ভূমিকম্পের খবরটি ইত্তেফাক স্পোর্টসে রিপোর্ট করেছি।

বিশ্বকাপের অপরাপর স্টেডিয়ামের মতো এখানেও নিরাপত্তার ঘেরাটোপ অতিক্রম করে মিডিয়া সেন্টারে জায়গা নিয়ে বসে গেলাম ডেসপাস তৈরির জন্য। দেখা মিললো সংবাদের রওশন জামিল চৌধুরী, আনন্দবাজারের রূপক সাহা, স্টেটসম্যানের শ্যাম সুন্দর ঘোষ, বর্তমানের রাতুল ঘোষ আর আর্জেন্টাইন সার্জেই লেভনস্কির। সবাই জানালো, ডেসপাস শেষ করে প্লাতিনির প্রেস মিটে যাবে। একটু পরপর ভলানটিয়াররা জানিয়ে যাচ্ছিল প্রেস মিটের জন্য মিডিয়া শাটল যাবে। আবার নামিয়ে দিয়ে যাবে। প্রায় দেড় দু'ঘন্টা কাজ করে ডেসপাস তৈরি হয়ে গেলো। ভলানটিয়ারদের পিছু নিয়ে শাটলের জন্য এসে দাঁড়ালাম অনেক সাংবাদিক। তিন চারটি গাড়ি প্রায় একই সাথে রাস্তায় পড়ল, বেভারলি হিলসের উদ্দেশ্যে। লস অ্যাঞ্জেলেস শুধু নয় আমেরিকার সব থেকে কস্টলি এলাকা এই বেভারলি হিলস। আর এখানেই থাকেন হলিউডের সব নামী তারকারা। আমেরিকার ধনাঢ্য বিত্তবানরা। সেখানেই প্রেস মিটের আয়োজন করেছেন মিশেল প্লাতিনি।

লস অ্যাঞ্জেলেসের সুন্দর রাস্তা ধরে প্রায় ঘণ্টাকাল চলার পর পাসাডেনা থেকে এসে দাঁড়ালাম বেভারলি হিলসে। ফ্রান্স বিশ্বকাপ ফুটবল ১৯৯৮কে ঘিরে এই আয়োজন, ফ্রান্স ৯৮ পার্টি। আয়োজক নন্দিত ফুটবলার মিশেল প্লাতিনি। বেভারলি হিলসের সিটি হলের সবুজ চত্বর জুড়ে পড়ন্ত বিকেলের মিষ্টি রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে। ফ্রান্স উৎসবের ঢেউ আরও রঙিন করে তুলতে আয়োজনে কোনো কিছু অপূর্ণতা রাখেননি মিশেল।

আমেরিকা বিশ্বকাপ ফুটবল কভার করতে আসা তামাম দুনিয়ার প্রিন্ট আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, ফটো সাংবাদিক, ক্যামেরাপারসন, সাথে ফরাসি ক্রীড়ামন্ত্রী মাদাম মিশেল আলিয়ে মারিয়া, ফুটবল নক্ষত্র মিশেল প্লাতিনি, ফিফা প্রেসিডেন্ট জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ, ফিফা জেনারেল সেক্রেটারি শেফ ব্লাটার, আমেরিকান ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি অ্যালান রদেনবার্গ, সিটি মেয়র, সব হেভিওয়েট অতিথিবৃন্দ।

আয়োজনের মূল কার্যক্রম তখনো শুরু হয়নি। প্রবেশ পথে ফরাসি সুনয়নারা স্বাগত জানাচ্ছেন অতিথিদের। প্রবেশ পথের শুরুতে টেবিলে সাজানো বিখ্যাত ফরাসি শ্যাম্পেইন আর তা দিয়ে অতিথিদের গলা ভেজানোর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তরুণীরা। কোকের গ্লাস হাতে পা বাড়ালাম অনুষ্ঠান কেন্দ্রে। পা এগুতেই দেখা মিললো অনুষ্ঠানের মধ্যমণি মিশেল প্লাতিনির। সহকর্মীদের কিছু একটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মিশেল।

সম্ভাষণ জানালাম আর অটোগ্রাফের জন্য ফ্রান্স পার্টির আমন্ত্রণ পত্রটা বাড়িয়ে দিয়েছি। জানালাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি। সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের একজন এই মিশেল। ফ্রান্সের জার্সি গায়ে আর ইতালীয় ফুটবলে জুভেন্টাসের হয়ে মাঝ মাঠের জমানো তাঁর অনন্য ফুটবল শৈলীর দ্যুতি ছড়ানো খেলা টেলিভিশনে দেখেছি। সেই প্লাতিনিকে দেখে এবং কথা বলার সুযোগ পেয়ে ভীষণ খুশি। আরও বেশি খুশি হলাম মিশেল হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে আটোগ্রাফ দিলেন। জানালেন ফিরে আসছেন,

তারপর কথা বলবেন। প্লাতিনির হাত থেকে অটোগ্রাফ দেওয়া কার্ডটা হাতে নিয়ে দেখছি আর ভাবছি, প্রথমবার বিশ্বকাপের মতো মেগা স্পোর্টস ইভেন্ট কভার করতে এসে মারাদোনা, প্লে, প্লাতিনি, ববি চার্লটনের মতো হেভিওয়েট ফুটবলারদের সাথে কথা বলেছি। অটোগ্রাফ নিয়েছি। এটা ভাবতে ভাবতে কেমন এক অনাবিল আনন্দে নেচে ওঠে মন। সত্যি আমি ভীষণ ভাগ্যবান।

প্লাতিনি ফিরবেন। তাঁর অপেক্ষায় ওখানেই দাঁড়িয়ে। অনুষ্ঠানের চার পাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভক্তরা। শুরু হলো অনুষ্ঠান। মিশেল শুরু করলেন ফরাসি ভাষায়। এক ফরাসি সুন্দরী তাঁর ইংরেজি ভাষান্তর করছিলেন। মিশেল বললেন, বিশ্বকাপ ফুটবলের নজরকাড়া আয়োজন করে ফুটবল দুনিয়ার বাহবা কুড়িয়েছে আমেরিকা। আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, কাজ কঠিন করে দিয়েছে। তাছাড়া এবারের বিশ্বকাপে খেললো চব্বিশ দেশ। আমাদের বিশ্বকাপ আয়োজন করতে হবে বত্রিশ দেশ নিয়ে। আমাদের আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে। প্রথমবার বিশ্বকাপ ফুটবলের মতো বড় আসর আয়োজন করছি আমরা। আর সে আয়োজন সুন্দর করে তুলতে সরকার সব ধরনের সহায়তা করছে। আমরা দশটি শহরকে প্রাথমিকভাবে বেছে নিয়েছি। যেখানে বিশ্বকাপের খেলা আয়োজন করবো। সে শহরগুলো হচ্ছে- প্যারিস, লিয়ঁ, মার্সেই, বোর্দু, সাঁ, অ্যাতিয়েন, নঁত, তুলুস, লঁস, মপেলিয়েঁ। পাশাপাশি আমরা এই শহরে নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ আর পুরোনো স্টেডিয়াম সংস্কার করার কাজ করছি। সব কিছুই করা হচ্ছে ফ্রান্সের ঐতিহ্য আর সুনামের কথা মাথায় রেখে। পালাক্রমে নৃত্য চললো। ছোট ছোট করে বক্তৃতা করলেন প্লাতিনি, ফরাসি ক্রীড়ামন্ত্রী, ফ্রান্স বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটির দু-তিন কর্তা। এক সময় তা শেষ হলো। বিকেলের পরিশ্রান্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে তলিয়ে গেলে সন্ধ্যার অন্ধকার সরিয়ে বেভারলি হিলসের সিটি হলের সবুজ চত্বর আলো ঝলমলে করে তুললো নানান রংয়ের আলো। মায়াবী সে আলোয় আরও রঙিন হয়ে উঠলো ফ্রান্স পার্টি। আর ফরাসি মিউজিকের সাথে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ফুটবল নিয়ে সুন্দর নাচের ছন্দে মোহিত করে রাখলো। সাথে বিটের সুরের মূর্ছনায় আর স্যাম্পেনের গ্লাসে আলতো চুমুক অনেকের মাঝেই নীলাভ মাদকতা ছড়িয়েছে। এমন সময় নামমাত্র ড্রেসে এক ঝাঁক ফরাসি সুন্দরী ডান্স ফ্লোরে এলো। মুহূর্তেই যেন বিটের মায়াবী সুর আমন্ত্রিতদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। চারপাশে ভিড় বাড়তে শুরু করে। ডান্সারদের পারফরম সহজে সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ফ্রান্স বিশ্বকাপ চার বছর পর মাঠে গড়াবে। কিন্তু তা নিয়ে পড়েছে প্লাতিনি আর তার সাংগঠনিক কমিটি। আয়াজনে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে চান না প্লাতিনি। আর তার শুরু এই বেভারলি হিলসের রঙিন উৎসব থেকে। অবকাশ পাওয়া গেলো। মিশেল প্লাতিনি ফাঁকায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন পারফরমারদের। কাছে গিয়ে বললাম, আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন মাঝ মাঠের শৈল্পিক ফুটবলার। ছোট করে প্রশ্ন রেখেছি, ইতালি আর আমেরিকা বিশ্বকাপে ফ্রান্স কোয়ালিফাই করেনি। কথাটা কেড়ে নিলেন মিশেল। বললেন, ফ্রান্স টানা দু'টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি। কোয়ালিফাই করতে পারেনি। এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে? তার প্রমাণ মিলবে আগামী বিশ্বকাপে। নিজেদের মাঠে বিশ্বকাপ। আয়োজক দেশ হিসেবে নাম লেখাবে ফ্রান্স। তবে মাঠের পারফরম্যান্সে চমকে দেবে ফুটবল দুনিয়াকে। আর মাঠের পারফরম্যান্সে আমরা প্রমাণ করবো ফুটবল শক্তিতে পিছিয়ে নেই ফ্রান্স। তার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছি। তা থেকে আশা করছি আয়োজক হিসেবে পাশাপাশি মাঠের ফুটবলে আমরা নিরাশ করবো না।

বিদায় নিলেন প্লাতিনি। চেয়ে আছি প্লাতিনির চলে যাওয়া পথের দিকে। আর তন্ময় হয়ে ভাবছি, কি অসাধারণ এক স্মৃতি, ভালো লাগার অপূর্ব এক মুহূর্ত আমার জন্য।

দিনগুলো কখন যেন রাত হয়ে যায়

● দুলাল মাহমুদ ●

৪৭ বছর আগে শ্রাবণের এক মেঘলা দিনে আত্মপ্রকাশ করে পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকা। সেই মেঘ যে কেটে গেছে, তা বলা যাবে না। কখনো হয়তো বৃষ্টি হয়ে ঝরেছে। কখনো কখনো থমথম করেছে। কখনো কখনো দুইয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে টানাপড়েন। মেঘ-রোদের লুকোচুরি খেলার মতো করে এগিয়ে চলছে এই ক্রীড়া ম্যাগাজিনটি। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই পথ চলা। তবে যে সিস্টেমে পত্রিকাটি এগিয়েছে, তাতে বোধকরি যথেষ্ট গলতি রয়ে যায়। যে কারণে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করতে বরাবরই হিমসিম খেয়ে আসতে হচ্ছে। একটা চাহিদা বা হুজুগ থেকে তাৎক্ষণিক উদ্যোগে 'ক্রীড়াজগত' প্রকাশিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিল, সে বিষয়গুলো নিয়ে আর ভাবা হয়নি। বোধকরি মনোভাবটা ছিল এমন, পত্রিকা যেহেতু প্রকাশিত হয়েছে, যেভাবে চলছে চলুক, ভবিষ্যতে যা হবার হবে। যে বা যারা পত্রিকাটির লোকবল, নিয়োগবিধি, কার্যপদ্ধতি, বেতনস্কেল নির্ধারণ করেন, হয় তারা পত্রিকা পরিচালনা সম্পর্কে ধারণা রাখতেন না কিংবা রাখলেও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেননি। সে সময় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার স্ট্রাকচার কিংবা সরকারি অন্যান্য পত্রিকার ফরমেশন অনুসরণ করলেই প্রকৃত ধারণা পাওয়া যেত। এই প্রকাশনাটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার হলেও চাইলেই যখন-তখন সব কিছু বদলে ফেলা যায় না। প্রতিষ্ঠানটিকে মেনে চলতে হয় সরকারি বিধি-বিধান। একবার কোনো পদ-পদবি বা কাঠামো সৃষ্টি করা হলে, তা আর সহসা পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না। পত্রিকার নিয়মিত ও নির্ঝঞ্ঝাট প্রকাশনা এবং মেধাবী ও সৃজনশীলরা যাতে এই প্রকাশনায় জড়িত হতে পারেন, শুরুতেই সে বিষয়ে কার্যকর ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারতো। পরবর্তীকালে বিধি-বিধান পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হলেও উপেক্ষিত থেকে যায় 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার বিষয়টি। এ বিষয়টি উত্থাপনের কারণ, প্রায়শই এ নিয়ে নানান জনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অনেকেই মনে করেন, সম্পাদক চাইলেই সব কিছু হয়ে যায়। আদতে তা নয়। প্রাতিষ্ঠানিক সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে সম্পাদককে কাজ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সম্পাদকের কিছুই করণীয় নেই। তবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন যে চাকরিবিধি প্রক্রিয়াধীন আছে, তাতে কিছু পরিবর্তন হলেও হতে পারে।

একটি ক্রীড়া ম্যাগাজিন প্রকাশ করা অত্যন্ত জটিল, সংবেদনশীল এবং সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা এবং কার্যকরভাবে সব কিছুর সংস্থান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকা প্রকাশনার কয়েকটি ধাপ আছে। মোটামুটিভাবে যে বিষয়গুলো জড়িয়ে থাকে, তা হচ্ছে, ধারণাগত উন্নয়ন, বাজার গবেষণা, বিষয়বস্তু তৈরি, ডিজাইন ও লেআউট, সম্পাদনা ও সংশোধনী, মুদ্রণ, বিতরণ, বিপণন ও প্রচার, বিক্রয় ও গ্রাহক বৃদ্ধি এবং প্রতিক্রিয়া ও মূল্যায়ন। প্রতিটি ধাপই একটি সফল প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ব্যত্যয় হলে প্রকাশনার ক্ষেত্রে সংকট ও সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেজন্য পুরো প্যাকেজটি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করতে হলে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, পর্যাপ্ত ও দক্ষ এবং মেধাবী জনবল,

যথাযথ বেতন ও অবকাঠামো, জ্ঞানভিত্তিক চর্চার পরিসর ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকাটা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেলে একটা হযবরল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কাজগুলো মোটেও সাবলীল নয়। অন্য আর দশটা কাজের সঙ্গে পত্রিকার কাজকে মেলানো যাবে না। পত্রিকা একটি সৃজনশীল মাধ্যম। এই মাধ্যমে কাজ করতে হলে থাকতে হয় সৃজনশীল মন, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্পষ্ট ধারণা। এর অর্থ হলো, কাজের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা, নতুন উদ্ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটাতে হয়। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হয়ে উঠে কল্পনাশক্তি, অনুধ্যান ও গভীর চিন্তা। মূল বিষয় হচ্ছে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ। যেখানে জ্ঞানের অনুশীলন ও বিকাশ নিয়ে কাজ করা হয়, সেটাকে মোটেও হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। এই চর্চা ও পরিশীলন প্রসারিত না হলে পত্রিকা একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে আটকে যায়। আর যা হোক, সৃজনশীল কাজের ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজি চলে না।

পাঠকদের চাহিদা অনুসারে আকর্ষণীয়, মানসম্মত ও নিয়মিতভাবে পত্রিকা যদি প্রকাশ না করা যায়, তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। সেটা করতে হলে নির্বিঘ্নে, নিরিবিলিতে ও নির্ভাবনায় কাজ করার সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। সেজন্য পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে যে কুশীলবরা থাকেন, তারা যাতে আন্তরিক, নিষ্ঠা ও ভালোবাসা নিয়ে কাজ করতে পারেন, সেই আবেগ, সেই তাগিদ, সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করাটা অপরিহার্য। কাজের পরিবেশ এবং সাবলীলভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকাটা অপরিহার্য। বিদ্যুতের ক্ষণিকের ধাক্কায় যদি কম্পিউটার অচল হয়ে যায় কিংবা নেটওয়ার্ক চলে যায়, তাহলে কাজের গতি মন্থর হয়ে পড়লে পিছিয়ে পড়তে হয়। কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকতে হয়। তখন উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যায়। হারিয়ে যায় লেখা বা কাজের মুড। মাথার মধ্যে দুঃশ্চিন্তার মেঘ নিয়ে আর যা হোক, সৃজনশীল কাজ করা যায় না। তবে এই প্রকাশনার সঙ্গে যারা জড়িয়ে থাকেন, তাদের যদি ইচ্ছে, নিবেদন, কাজের আনন্দ ও ত্যাগ স্বীকারের মনোবৃত্তি না থাকে, তাহলে সৃজনশীল কাজে যুক্ত না হওয়াটাই সমীচীন। করণিক মনোভাব দিয়ে সৃজনশীল হওয়া যায় না। শুধু তাই কেন, নিজের কাজের প্রতি সম্মান ও আনন্দ না থাকার অর্থ হচ্ছে নিজেকে তো বটেই, সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে এক রকম ধোঁকা দেওয়া।

দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর পাক্ষিক ক্রীড়াজগত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সঞ্চিত হয়েছে নানান রকম অভিজ্ঞতা। এরমধ্যে রয়েছে অম্ল-মধুর, সুখ-দুঃখের সম্মিলন। তবে এই কাজটাকে থ্যাংকসলেস জব হিসেবে অভিহিত করা যায়। আপনি যতই মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেন না কেন, কারো কাছ থেকে ধন্যবাদ বা প্রশংসা পাওয়া দুষ্কর। যেন প্রতি পক্ষে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা খুবই মামুলি ব্যাপার। ধন্যবাদ বা প্রশংসা

পেলেই বড় কিছু হয়ে যাবে, এমন নয়। কিন্তু যারা কাজ করেন, তারা এতে অনুপ্রাণিত হন। সেটাকেই মনে করেন কাজের স্বীকৃতি। অথচ পান থেকে চুন খসলেই কৈফিয়ত বা ধিক্কার জানাতে একদণ্ড বিলম্ব হয় না। আবার অনেকের মনোভাব এমন, একজন সম্পাদকের কাছে যেন ম্যাজিক থাকে। তার কাছে লেখা বা ছবি পৌঁছালে তিনি তুড়ি বাজালেই চোখের পলকে পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে যায়। এক একটি সংখ্যা প্রকাশের যে ধকল এবং মানসিক যন্ত্রণা, তা সবার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এমনকি স্বল্পশিক্ষিত এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন, তারাও এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। সবাই যে সব বিষয়ে ধারণা রাখবেন, এমনটা ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু কিছু কমনসেন্স তো থাকার কথা। আবার অনেকে এ বিষয়ে না জেনেই জ্ঞান দান করেন। দীর্ঘ বছর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে তাদের পাণ্ডিত্য গলাধঃকরণ করতে হয়।

তবে সম্পাদক তো আর সর্বজ্ঞানী নন। যতটা সম্ভব তাকে হতে হয়, জ্যাক অফ অল ট্রেডস মাস্টার অফ নান। দিন-দুনিয়ার খোঁজ-খবর না রাখলে তো আপনাকে পিছিয়ে পড়তে হয়। বিষয় খেলাধুলা হলেও লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে জগতের তাবৎ বিষয়। স্মার্ট, তথ্যবহুল ও পাঠকপ্রিয় লেখা লিখতে হলে সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা প্রাসঙ্গিক। চট করেই কোনো বিষয় নিয়ে লেখা হয়ে যায় না। তার জন্য চিন্তাভাবনা করতে হয়।

সম্পাদক হিসেবে প্রতিটি সংখ্যার বিষয় নির্বাচন, লেখকদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া, প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ, কভার নির্ধারণ, লেখা সম্পাদনা, রিপোর্টিং, মেক-আপের কাজ তত্ত্বাবধান করা এবং সম্পাদকীয় লেখার পাশাপাশি বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, সার্কুলেশন, বিতরণসহ এক গাদা কাজের তদারকি করতে হয়। লেখকদের কাছ থেকে সময়মতো লেখা পাওয়ার তাগিদ তো আছেই। অনেক সময় প্রুফরিডিং ও বানান বা ব্যাকরণগত ত্রুটির জন্য নিবন্ধগুলি পরীক্ষা এবং লেখা শৈলী, উপযুক্ত ভাষা ও শব্দ সংখ্যা নির্ধারণ করতে হয়। শুধু একটি শব্দ ভুল করলে বা যুৎসই না হলে হইচই বেধে যেতে পারে। নিবন্ধগুলির সত্য-মিথ্যা এবং নাম, তারিখ বা যে তথ্য উল্লেখ করা হয়, তা যাচাই করতে হয়। কোনো লেখা অন্যত্র ছাপা কিংবা কপি করে পাঠানো হয়েছে কি না, সেটা নির্ধারণ করা একটি মস্ত চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে কেউ কেউ অনলাইন মিডিয়া থেকে কপি করলে সেটা পরীক্ষা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য কোন লেখকের লেখার মান ও রচনাশৈলী কেমন, সেটুকু জানা থাকলে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

প্রতিটি সংখ্যা নির্ধারিত তারিখে প্রকাশ করার একটা চাপ থাকে। কখনো কখনো ছুটিছাটার কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ করতে হয়। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিটি সংখ্যা সময়মতো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে ঈদসহ নানান ছুটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপর্যাপ্ত ও অনভিজ্ঞ লোকবল, নানান রকম সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম করোনাকাল। তখন অফিস-আদালত বন্ধ করে দেওয়া হয়। পত্রিকা বিতরণ করা যায়নি। এজন্য কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণেও আফসোস রয়ে গেছে। এ ছাড়া প্রতি সংখ্যায় মিটিং, প্রেসের বিল, লেখক বিল, কর্মরতদের হাজিরা ও ছুটি, বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা ও সই করা, নানান জনের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। এই কাজ করতে করতে দিনগুলো কখন যেন রাত হয়ে যায়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় অফিসের সময়সূচি সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। কিছু দিন আগে ছিল বিকেল চারটা পর্যন্ত। এই সময়সূচি অনুসরণ করে কাজ শেষ করা কখনো সম্ভব হয় না। অফিসে সন্ধ্যা বা রাত পর্যন্ত থাকার পর বাসায় গিয়েও কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। লেখকদের তাগিদ এবং কভার ও ইনারের রঙিন পৃষ্ঠার ছবি সরবরাহ বা ফাইনাল করার সিদ্ধান্ত দিতে হয়। সম্পাদক হিসেবে আসলেই সার্বক্ষণিক কর্মরত থাকতে হয়।

এ তো গেলো, পত্রিকার প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজের অসম্পূর্ণ সূচিপত্র। এর বাইরে খেলোয়াড়, সংগঠক, লেখক, সাংবাদিক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহকসহ নানান জনের সঙ্গে কথা বলা, বিভিন্ন জনের বায়নাক্কার নিষ্পত্তি, পুরানো পত্রিকা ঘেঁটে তথ্য সরবরাহ, বক্তব্য বা প্রতিবেদন লেখা, অফিসের আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম সভায় যোগদান করতে হয়। এমনকি পত্রিকা প্রকাশের সময় ঘনিয়ে আসলেও কিছু করার থাকে না। অন্যদের পারপাস সার্ভ করে তবেই কাজে মনোনিবেশ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কেউই ছাড় দিতে রাজি নয়। তখন চাপ আরও বেড়ে যায়। অনেক সময় কথা বলতে বলতে লিখতে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে মনোনিবেশ করতে হয়। একই সঙ্গে একাধিক কাজ করলে তার একটা ঝুঁকি রয়ে যায়।

পত্রিকার প্রয়োজনেই অফিসে আগতদের ন্যূনতম পক্ষে এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়নের দাবি রাখে। সম্পাদক পদবিটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও কাউকে অফিসিয়ালি এক কাপ চা খাওয়ানোর সুযোগ নেই। কাজের প্রয়োজনে প্রতিদিনই কতজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। কিন্তু সেটা করতে হয় নিজের মোবাইল থেকে। রীতি মেনে একটি ফোনও করা যায় না। ঐতিহ্যগতভাবে, একজন সম্পাদকের কাজ বেশিরভাগ অফিসভিত্তিক। কিন্তু কাজ ও অফিসের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। সেটাও বেসরকারি পরিবহনে। 'ক্রীড়াজগত' খেলার পত্রিকা হওয়ায় সম্পাদককে প্রকাশনার স্বার্থে ক্রীড়াঙ্গনের নাড়ীনক্ষত্র জানতে হয়। এ কারণে ক্রীড়াবিদ, সংগঠকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ, অন্ততপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খেলা দেখা, ক্রীড়া বিষয়ক বিভিন্ন আয়োজনে উপস্থিত থাকটা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়া যায় না। প্রায় ২৮ বছর আগে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলাম, তার ব্যাপ্তি ও প্রসার তেমন একটা ঘটেছে বলে মনে হয় না। সমুদ্র দেখার সুযোগ না হওয়ায় কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকতে হয়েছে। তাহলে জানাশোনার পরিধি বিস্তৃত হবে কীভাবে? একজন সম্পাদককে আপটুডেট এবং কাজের দক্ষতা ও জ্ঞানার্জনের জন্য নিয়ত লেখাপড়ার মধ্যে থাকা এবং দেশবিদেশে পেশাগত বিভিন্ন কোর্সে অংশ নেওয়া অত্যাবশ্যক। যদিও সেই সুযোগ হয় না। নিজের উপার্জিত অর্থে কয়টি বইপত্র কেনা সম্ভব? বিদেশের কোনো কোর্সে বেতনের টাকা দিয়ে কি আর অংশ নেওয়া সম্ভব? অনেকেই প্রশ্ন করেন, অলিম্পিক, বিশ্বকাপ, এশিয়ান গেমস এমনকি বিদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত এসএ গেমসে সম্পাদক হিসেবে আপনাকে কখনো দেখা যায়নি। পত্রিকার ক্রেডিবিলিটির জন্যও তো আন্তর্জাতিক গেমস কভার করা উচিৎ। জবাবে বলতে হয়, কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত, সেটা নির্ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার নসিবে যদি না থাকে, তাহলে আপনি আপনি কীভাবে আসবে? তাছাড়া বিদেশের মাটিতে গেমস বা ক্রীড়া বিষয়ক কোনো অনুষ্ঠান কভার করা একটা গৌরব ও সম্মানের ব্যাপার। তা কভার করার জন্য যে মানদণ্ড ও যোগ্যতা লাগে, সেটা কি আমার আছে?

তবে যা-ই হোক, সম্পাদক হিসেবে সীমিত জ্ঞান, সীমিত বিদ্যাবুদ্ধি ও সীমিত জানাশোনা নিয়ে নিয়মিতভাবে 'ক্রীড়াজগত' প্রকাশ করে যাচ্ছি। প্রতিটি সংখ্যা সময়মতো প্রকাশ করাটাকে যে ব্রত ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি, তা থেকে কখনো পিছপা হইনি। এজন্য অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু পত্রিকার প্রকাশনাকে ব্যাহত হতে দেওয়া হয়নি। পত্রিকা প্রকাশনা একটি টিমওয়ার্কের কাজ। কোথাও ঘাটতি রয়ে গেলে নির্ধারিত সময়ে পত্রিকা বাজারজাত করা অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে কাজ করতে গিয়ে অন্যদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হয়। এ ছাড়া তো গত্যন্তর নেই। তবে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে যখন এক একটি সংখ্যা পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হই, তারচেয়ে আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তি আর কীসে আছে? সেই আনন্দ আর আত্মতৃপ্তিই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

হকি অঙ্গনেই ইউসুফ আলীর ৫০ বছর

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

খেলা এমন একটা জিনিস- যা দেখতে সবার ভালো লাগে। চোখ ও মনকে তৃপ্ত করে। ইন্দ্রিয় সুখানুভূতি অনুভূত হয়। শুধু তাই নয়, এক সময় নিজেরও খেলার প্রবল ইচ্ছা জাগে। সেই ইচ্ছা থেকে মোহাম্মদ ইউসুফ আলী একদিন নিজেও খেলতে নামেন। খেলার অদ্ভুত এক আমেজ তাঁকে গ্রাস করে। খেলার নেশা এক দারুণ নেশা। কেউ কেউ বলেন, খেলার নেশা নাকি জুয়া, মদে'র চেয়েও কঠিন। এ নেশার শেষ ফল হলো একজন ভালো ও দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিতি পাওয়া। তার চেয়ে বড় পাওয়া হলো খেলোয়াড়ি জীবনে পরম তৃপ্তি। খ্যাতিমান খেলোয়াড় হওয়ার পরিতৃপ্তিটাই আসল কথা। মাঠে সবাই খেলেন। কেউ যশস্বী বা দিকপাল খেলোয়াড় হন। কেউ-বা মাঝারি মানের খেলোয়াড়, আবার কেউ সাদামাটা খেলোয়াড় হন। টিম জিতলে সকলে তৃপ্ত হন। সকলের মন এক আলাদা অনুভূতি ও অপার আনন্দে ভরে ওঠে। টিমের সমর্থকরা আনন্দে আপ্লুত হন। মিডিয়ার শিরোনাম হলে অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে যায় মন। এ বিষয়টি তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে।

মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

আদি নিবাস ফরিদপুরে হলেও পুরান ঢাকার বাসিন্দা হিসেবে ইউসুফ আলীর পরিবার পরিচিত। ঢাকার সাতরওজা-চকবাজার এলাকার 'আনন্দ কনফেকশনারি' পরিবারের ছেলে ইউসুফ আলীর হকির সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। মাহুতটুলী এলাকা ও আরমানিটোলা হাইস্কুল হকির ব্রিডিং গ্রাউন্ড বা 'আঁতুড় ঘর'- একথা সর্বজন স্বীকৃত। আরমানিটোলা স্কুলে লেখাপড়া করতে গেলে অন্য কোনো খেলায় খেলোয়াড় না হলেও হকি খেলোয়াড় হতেই হবে। ইউসুফ আলীর নিজেরও হকি খেলোয়াড় হওয়ার ঝোঁক ছিল। হকির গোলকিপার হওয়াটা তাঁর পক্ষে ছিল অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা। হকি খেলা হচ্ছিল স্কুল মাঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী এক টিমের গোলকিপার মাঠে না আসায় খেলা শুরু হতে পারছিল না। খেলা দেখতে আসা ইউসুফ আলী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গোলকিপার হিসেবে খেলার অভিপ্রায় জানালে তাঁর হকি খেলোয়াড়ি জীবনের সূত্রপাত হয়। ঘটনাক্রমে সে ম্যাচে ভালো খেলায় টিমে তাঁর স্থান পাকা হয়ে যায়। তাঁর খেলার সুনাম ছড়ালে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়ে পরিণত হন। ভালো একজন হকি খেলোয়াড় হতে হলে তাঁকে অন্তহীন প্র্যাকটিস করতে হবে, এটা তিনি অনুধাবন করতে পারেন। এই দীক্ষা দিয়েছেন জাতীয় হকি দলের প্রশিক্ষক আব্দুস সালাম ও এহতেশাম সুলতান। বিরামহীন অনুশীলনে একজনের দক্ষ বা সম্পূর্ণ পরিণত খেলোয়াড় হওয়া সম্ভব হয়। ইউসুফ আলীর জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর সাতরওজা এলাকায় কোনো মাঠ না থাকায় আরমানিটোলা স্কুল মাঠে প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। হকি লিগের প্র্যাকটিসের জন্য আসতে হয়েছে পল্টনে।

১৯৭৪ সালে বাঁ থেকে দাঁড়ানো নাঈম, শিবলী, সালাউদ্দিন, কবির, মুক্তা, নেসার, টুটুল। বাম থেকে চেয়ারে বসা আব্দুল মালেক, কাজী আনিসুর রহমান, সোহরাব হোসেন, শামসুদ্দোহা, সাইফুদ্দিন আহমেদ, #। বাঁ থেকে বসা আব্দুল হামিদ, মুকুল, ইউসুফ, ভুলু পাঠান, সানি, মঞ্জুর আহমেদ।

লিগের নিচের সারির টিম হওয়ায় বড় টিমগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর শৌর্যমণ্ডিত নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পাওয়া কম বড় কথা নয়। বড় টিমের হয়ে খেলার প্রস্তাব আসলেও ইউসুফ তা পায়ে মাখেননি। বরং যে আজাদ স্পোর্টিং তাঁকে প্রথম খেলার সুযোগ দিয়েছে, সেই ক্লাবকে তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। ষাটের দশকে রাজনীতির অগ্নিঝরা দিনগুলোর সাথে পুরো পরিবার জড়িয়ে গেলে তাঁর লেখাপড়ার ক্ষতি ছাড়া লাভ তেমন কিছু হয়নি। সরকারের বিষ নজরে পড়লেও বড় ধরনের কোন বিপদ আসেনি। তবে পুরোনো সেই রাজনীতির দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনো তাঁর মন কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। নশ্বর জীবনের এ স্মৃতি এখনো বুকে জমে আছে। ঢাকা কলেজের ভালো ছাত্র হলেও গ্র্যাজুয়েশন লাভ না করা তাঁর জীবনে বড় ধরনের এক আক্ষেপ। খেলাধুলার প্রতি ভীষণভাবে ঝুঁকে যাওয়ায় লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ কমে যায়। ক্লাবের হয়ে খেলার সাথে সাথে ক্লাবের সাংগঠনিকতার সঙ্গে কখন যে জড়িয়ে গেছেন, বুঝতে পারেননি। নতুন বছরের টিম কীভাবে করতে হবে, সে জন্য ক্লাব কর্মকর্তা ও সতীর্থদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে হয়েছে। আর এর কোন ফাঁকে 'আনন্দর ইউসুফ আলী' 'হকির ইউসুফ আলী'তে পরিণত হয়েছেন, কেউ বুঝতে পারেননি। নতুন এ

১৯৭৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগিতায় উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি হকি ফেডারেশনের সভাপতি মঞ্জুরুল করিমের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

পরিচয় ইউসুফকে যাই হোক অখুশি করেনি। সংগঠক হিসেবে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন মাহমুদুর রহমান মোমিন, এমএ হামজা, আবু মোহাম্মদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ, রণজিত দাস প্রমুখ।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়াও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, বুয়েট পরিবারের ছেলেদের নিয়ে গঠিত শিশু কিশোর সংঘের সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখা ষাটোর্ধ্ব ইউসুফ আলী শুধু আনন্দিতই নয়, বেশ পরিতৃপ্তও। আট ভাই ও তিন বোনের সপ্তম

১৯৭৬ সালে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড দল। বাঁ থেকে দাঁড়ানো মিতু, মঞ্জুর, মনির, তামিম, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, দেহলভী, কাদরী (পুতু), নাদিম, জহির। বাঁ থেকে চেয়ারে বসা রতন, আব্দুর রশীদ (সহকারী শারীরিক শিক্ষা অফিসার), আব্দুস সালাম (কোচ), মোবারক সরকার (শারীরিক শিক্ষা অফিসার), নেসার উদ্দিন, আশিকুল্লাহ আয়েশ, ইন্তেখাব আলম। বাঁ থেকে বসা মান্নান, #, #, কাদরী (চালকু)।

ইউসুফ পারিবারিক ব্যবসায়ে সম্পৃক্ততা কম থাকায় হকি খেলায় গভীরভাবে তাঁর জড়িয়ে পড়া সম্ভব হয়েছে।

খেলার জগতে কালক্ষেপণ হয় ঠিকই, তবে এখানে প্রাপ্ত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে যে অনাবিল আনন্দ পাওয়া গেছে, তার সাথে ইউসুফ আর কারো তুলনা করতে চান না। আজাদ স্পোর্টিং-এর হকি সেক্রেটারি, হকি ফেডারেশনের সদস্যপদ তাঁকে খুশি করেছে ঠিকই- কিন্তু কতটুকু তাঁর দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছেন- সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

সংগঠক হিসেবে তরুণ খেলোয়াড়দের দিকে বাড়তি দৃষ্টি দিয়ে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে বেশ ভালোই লেগেছে ইউসুফ আলীর। তরুণ খেলোয়াড়দের সঠিক গাইডেন্স দিয়ে তাদের ভালো খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করেন। এছাড়া খেলোয়াড়দের প্রয়োজনে যে কোনো সময় এগিয়ে যেতে দ্বিধা করেননি। যত কিছুই করুন, ইউসুফের কাছে তাঁর পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই তাঁর পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন।

ভবিষ্যত কী হবে? কেউ বলতে পারে না। ইউসুফও বলতে পারবেন না। আজাদ স্পোর্টিং-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক ৫০ পেরিয়েছে। অর্থাৎ হকির সাথেও তাঁর সম্পর্ক প্রায় অর্ধশতাধিক বছর। একদিন আজাদ স্পোর্টিংয়ে খেলতে এসে খেলোয়াড় থেকে সংগঠকে পরিণত হয়েছেন। আসলে ক্রীড়াবিদরা খেলাধুলার রাষ্ট্রদূত- সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ইউসুফ আলীর জীবনে এটা কম বড় পাওনা নয়। খেলার অঙ্গন তাঁকে দিয়েছে মানসিক আনন্দ, পরিতৃপ্তি। এটাই তাঁর জীবনের পরম পাওয়া।

ব্যবসার পাশাপাশি ইউসুফ আলীর পরিবারের সংস্কৃতির প্রতি টান রয়েছে। তাঁর দুই সন্তান মোহাম্মদ রায়হান আলী ও রায়না জাহানের সংস্কৃতির দিকে আগ্রহ দেখে তাদের ভর্তি করে দিয়েছেন 'ছায়ানট'-এ। ছেলেমেয়ের ইচ্ছা বা আগ্রহের বিরুদ্ধে না গিয়ে সত্যিকার অর্থে ভালো কাজ করেছেন ইউসুফ।

'আনন্দ' কনফেকশনারি ঢাকার একটি অভিজাত বেকারি। বলতে গেলে এটা একটা ব্র্যান্ড নেম। সফল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হলেও তাদের দান-ধ্যান-খয়রাতের সুনাম আছে। ব্যবসায়ী হলেও মানসিক ঔদার্য থাকলে খেলা ও সংস্কৃতি চর্চা করা যায়, ইউসুফ আলী তা দেখিয়ে দিয়েছেন। খেলা ও সংস্কৃতির সাথে বিত্ত বৈভবের কোনো বিরোধ নাই। বরং তা একে অন্যের পরিপূরক। ক্রীড়াঙ্গন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে ঐশ্বর্যশালী করে তুললে এর ব্যাপ্তি ও পরিধি আরও বাড়তে পারে, আনন্দ পরিবার তথা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর কাছে সেই প্রত্যাশা করাই যায়।

২০০১ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৬ এ এইচ কাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ হকি দল। বাঁ থেকে দাঁড়ানো সাইদি, বাচ্চু, ইয়ামিন, রাজীব, কাওসার আলী (সহকারী কোচ), মনোয়ার ইসলাম (ম্যানেজার), মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সহকারী ম্যানেজার), নুরুল ইসলাম (কোচ), শিশির। বাঁ থেকে বসা শওকত, রাহুল, হাবুল, সুমন, শাকিল, সারোয়ার, তুহিন, মোকছেদ, শাহিন

২০০৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ এইচ কাপ অনূর্ধ্ব-২১ বাংলাদেশ হকি দল। বাঁ থেকে দাঁড়ানো জিমি, দিনার, তুহিন, ইমেন, গ্রুপ ক্যাপটেন শাহজাহান সরকার (ম্যানেজার), কামার ইব্রাহিম, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সহকারী ম্যানেজার), রাজন, তানজিম, তুর্য, মাকসুদ, হাবুল। বাঁ থেকে বসা শাকিল, শুভ, তাবিবে নুর, চয়ন, চন্দন, বিপ্লব, মনসুর, জাহিদ হোসেন, রাহুল।

২০০৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত সপ্তম এশিয়া কাপে বাংলাদেশ হকি দল। বাঁ থেকে দাঁড়ানো জিমি, প্রিন্স, টিটু, তুহিন, মাহবুব হারুন (কোচ), মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (ম্যানেজার), আকিল (সহকারী ম্যানেজার), আব্দুল্লাহ পিরু (সহকারী কোচ), ইয়ামিন, চয়ন, ইশা, দিনার। বাঁ থেকে বসা পিন্টু, হাসান, শুভ, জাহিদ হোসেন, শাকিল, কুটি, রাজন, রানা।

২০১২ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হকি লিগে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ হকি দল। বাঁ থেকে রানা, জিমি, কৃষ্ণ, জাহিদ, রাজু (সহকারী কোচ), হারুন (কোচ), মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, পান্নু (সহকারী ম্যানেজার), সেলিম (আম্পায়ার), চয়ন, বিপ্লব, পিন্টু। বাঁ থেকে বসা সারোয়ার, খোরশেদ আলম, তাপস বর্মণ, কৌশিক, নান্নু, চন্দন, জাহিদ, অসিম, নিলয়।

মো. মনির উদ্দিন

বিদেশি কোচদের দিকে না ঝুঁকে দেশি কোচদের ঠিকমতো কাজে লাগানো হচ্ছে না কেন, নানা সময় এমন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় বিসিবিকে। অতঃপর প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ক্রিকেটাঙ্গনে যখন স্থানীয় কোচদের নিয়ে তুমুল আলোচনা, ঠিক তখনই দেশের সাবেক ক্রিকেটারদের কোচ হিসেবে ক্রিকেটার গড়ার

বিসিবির কোচ হিসেবে নিয়োগ পেলেন তিন সাবেক ক্রিকেটার

দায়িত্ব দিয়েছে বিসিবি। ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের সবশেষ সভায় বাংলাদেশ দলের সাবেক তিন ক্রিকেটার রাজিন সালেহ আলম, তুষার ইমরান ও তারেক আজিজ খানকে বিসিবির কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাজিন ও তুষার ব্যাটিং কোচ এবং তারেক পেস বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন। মূলত বাংলাদেশ ক্রিকেটের শীর্ষ পর্যায়ে স্থানীয় কোচের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টার অংশ হিসেবেই তাঁদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। বিসিবি বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর আগে থেকেই অবশ্য তাঁরা বিসিবি হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) বিভাগে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের হয়ে ৩টি টি-টোয়েন্টি (৯.০০ গড়ে ২৭ রান) খেলা সাবেক ডানহাতি মারকুটে ব্যাটসম্যান ৩৭ বছর বয়সী নাদিফ চৌধুরীকে মাসে ৬০ হাজার টাকা বেতনে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২০০৪ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে ২টি ওয়ানডে ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া সাবেক অধিনায়ক রাজিনের সঙ্গে বিসিবির চুক্তির মেয়াদ আপাতত তিন মাস, দিনপ্রতি সাড়ে সাত হাজার টাকা করে ধরা হয়েছে তাঁর বেতন। ওই হিসেবে তিনি মাসে পাবেন ২ লাখ ২৫ হাজার টাকার মতো। রাজিন স্বল্প মেয়াদের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেও দীর্ঘ মেয়াদেই ব্যাটিং কোচ হিসেবে তুষার ইমরানকে এবং পেস বোলিং কোচ হিসেবে তারেক আজিজকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দু'জনের সঙ্গেই তিন বছরের জন্য চুক্তি করা হয়েছে, তাঁরা প্রতি মাসে বেতন পাবেন ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা করে। উভয়েই গত মৌসুমে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দল শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার এলেন বিসিবির কোচিং প্যানেলে।

রাজিন সালেহ

এর মধ্যেই রাজশাহীতে বিসিবি হাই পারফরম্যান্স বিভাগের ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন রাজিন। দলের সঙ্গে এইচপি দলের এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরেও যাচ্ছেন তিনি। ডানহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে ২০০৩ থেকে ২০০৮ সময়কালে বাংলাদেশের হয়ে ৪৩টি ওয়ানডে (৪৩ ইনিংসে ২৩.৯২ গড়ে ১০০৫ রান, সর্বোচ্চ ১০৮*) ও ২৪টি টেস্ট (৪৬ ইনিংসে ২৫.৯৩ গড়ে ১১৪১ রান, সর্বোচ্চ ৮৯) খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে রাজিন সালেহর। ব্যাট-প্যাড তুলে রাখার পর কোচিংয়ের সঙ্গে জড়ানো রাজিনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিই করতে চেয়েছিল বিসিবি। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে লম্বা সময়ের জন্য চুক্তিতে যাননি তিনি। এ ব্যাপারে রাজিন বলেন, 'বিসিবি চেয়েছিল লম্বা সময়ের জন্য। কিন্তু সিলেটে আমার

তুষার ইমরান, রাজিন সালেহ ও তারেক আজিজ খান বিসিবির কোচিং প্যানেলে দায়িত্ব পেয়েছেন

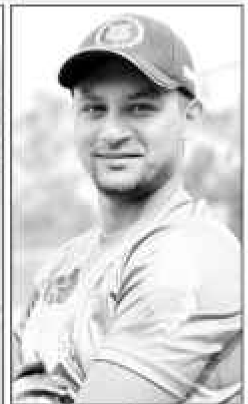

নাদিফ চৌধুরীকে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের নির্বাচক করা হয়েছে

পরিবার আছে, আমি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও কাজ করতে চাই। তবে আমি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় বিসিবির সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত আছি।' বিপিএলের গত দুই আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্বপালন করা রাজিনের অধীনে সবশেষ বিসিএল প্রথম শ্রেণির সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পূর্বাঞ্চল এবং রানার্সআপ হয়েছে লিস্ট 'এ' সংস্করণে।

তারেক আজিজ খান

৪১ বছর বয়সী তারেক আজিজ খান ছিলেন ডানহাতি পেসার। বাংলাদেশের জার্সি গায়ে ২০০২-২০০৪ সময়কালে ১০টি ওয়ানডে (৩২.৬১ গড়ে ১৩ উইকেট) ও ৩টি টেস্ট (২৬১ গড়ে ১ উইকেট) খেলেছেন তিনি। রাজিনের মতো তারেকও এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। গত ২২ জুন থেকে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ টাইগার্সের ক্যাম্পে পেসারদের সঙ্গে কাজ করছেন দেশের তিনি। জাতীয় দল থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকেই কোচিং পেশায় যুক্ত রয়েছেন তারেক আজিজ। কাজ করেছেন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব একাডেমি ও সিটি ক্লাব একাডেমিতে। এ ছাড়াও ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব শেখ জামালের বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করে আসছেন নিয়মিত। এ বছর নতুন প্রতিষ্ঠান পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন হেড অফ ক্রিকেটের দায়িত্বে। তবে বিসিবিতে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় ছেড়েছেন পিকেএসপি। বিসিবিতে যোগ দেয়া প্রসঙ্গে তারেক আজিজ বলেন, 'বাংলাদেশ দলে যখন খেলেছি সব সময় চেয়েছি দেশের জন্য ভালো কিছু করার। যখন থেকে কোচিং পেশায় এসেছি চেষ্টা করে গেছি তরুণ ক্রিকেটার তৈরি করতে। আমার মনে হয় বিসিবি ভালো জায়গা কাজ করার জন্য। আশা করি নতুন পেসার তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারবো।'

তুষার ইমরান

৪০ বছর বয়সী সাবেক স্টাইলিস্ট ব্যাটসম্যান তুষার বাংলাদেশ দলের হয়ে ২০০১-২০০৭ সময়কালে ৪১টি ওয়ানডে (৪০ ইনিংসে ১৪.৩৫ গড়ে ৫৭৪ রান, সর্বোচ্চ ৬৫) ও ৫টি টেস্ট (১০ ইনিংসে ৮.৯০ গড়ে ৮৯ রান, সর্বোচ্চ ২৮) খেলেছেন। এরপর নাম লেখান কোচিংয়ে। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক বছর তিনেক আগে ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর পর ক্রিকেট প্রশিক্ষকের ভূমিকায় নেমেছেন। গতবার বিপিএলে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন। এর আগের মৌসুমে তিনি সিলেট স্ট্রাইকার্সের ব্যাটিং কোচের ভূমিকায় বেশ প্রশংসিত হয়েছিলেন। এরপর নতুন প্রতিষ্ঠান পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। বিসিবির অফার পেয়ে তিনিও তারেক আজিজের মতো পিকেএসপি ছেড়েছেন। দীর্ঘমেয়াদে ব্যাটিং কোচ হিসেবে বিসিবিতে নিয়োগ পাওয়ার পর পাইপলাইন সমৃদ্ধ করতে তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে কাজ করবেন তিনিও।

রিফাতের কাছে জিয়ার ছবিই এখন শুধুই স্মৃতি

● মোরসালিন আহমেদ ●

গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান ও গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত-বিন-সাত্তার চৌষট্টি খোপের দাবার জমিনে এক অপরের চীরপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু দাবা বোর্ডের বাইরে ছিলেন জিগরেদোস্ত। প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে শোকে কাতর রিফাত। তাঁর কাছে জিয়ার ছবিগুলো এখন জমিয়ে রাখা স্মৃতি। এক প্রশ্নে রিফাত বলেন, জিয়ার সঙ্গে আমার এতো এতো স্মৃতি- একটার সঙ্গে আরেকটা আলাদা করা মুশকিল। আমরা ছিলাম চল্লিশ বছরের বন্ধু। একই সালে আমাদের জন্ম, একই স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্টে ভর্তি, ও এক সঙ্গে দাবা বোর্ডে দাপিয়ে খেলা, দেশের প্রতিনিধিত্ব করা। দাবা বোর্ডে অনেকটা আবাহনী-মোহামেডানের ময়দানী লড়াইয়ের মতো। পারিবারিকভাবে অনেকটা পিঠাপিঠি ভাইয়ের মতো। আমরা ছিলাম এক অপরের পরিপূরক।

স্মৃতির ঝাপি মেলে রিফাত বলেন, বাটা স্কুল

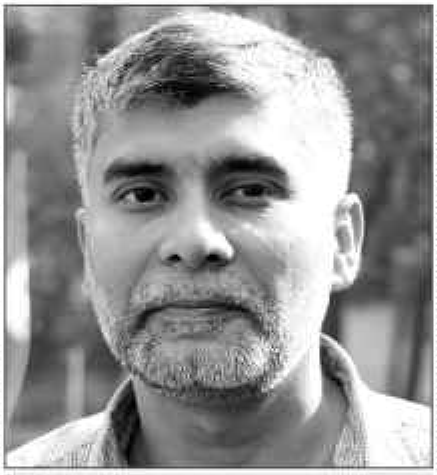

রিফাত বিন-সাত্তার

অনেক অনুযোগ ছিল- কেনো আমি দাবায় সিরিয়াস হচ্ছি না। প্রায় বলতো, তুমি তো আমার চেয়েও মেধাবী। রিফাত সিরিয়াস হও, একটু সিরিয়াস হও। ওর' ধারণা ছিল আমি সিরিয়াস হলে জিয়ার থেকেও ভালো খেলব।

জাতীয় দলে ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আমি আর জিয়া এক সঙ্গে দাবা অলিম্পিয়াড খেলেছি। এর মধ্যে দলে অনেকে এসেছেন গেছেন কিন্তু আমি-জিয়া ছিলাম পারমানেন্ট। এক সঙ্গে খেলাধুলা কিংবা পড়াশোনাই নয়, পারিবারিক দিক থেকেও সর্ম্পকটা দারুণ ছিল। আন্টি-আংকেল (জিয়ার আব্বা-আম্মু) আমাকে সন্তানের মতো দেখতেন। আমি একবার ১৯৮৯ সালে একা দুবাই খেলতে গিয়েছিলাম। সেখানে আংকেল চাকুরি করতেন। প্রতিদিন উনি ভেন্যুতে এসে খোঁজখবর নিতেন। যেটা পছন্দ করতাম সেটি কিনে দিতেন। আবার আমাকে নিয়ে দুবাই শহর ঘুরিয়ে দেখাতেন। আরেকটি স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। সেটি হচ্ছে জিয়া কোনো খেলায় ভুল কিংবা খারাপ খেললে আংকেল খুব বকাঝকা করতেন। উনিও একসময় (পয়গাম উদ্দিন আহমেদ) জাতীয় দাবাড়ু ছিলেন। আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। আমিও খারাপ খেললে বলতেন, এই রিফাত এভাবে খেললে কেনো? উনার মতো অভিভাবকদের জন্যই কিন্তু আজ আমরা ভালো

টুর্নামেন্টে ১৯৮৩ অথবা ১৯৮৪ সালে ওর' সঙ্গে পরিচয় হয়। আমার এক বছর পর সম্ভবত জিয়া দাবায় আসে। ওর' সঙ্গে আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনেক মিল রয়েছে। যেমন ১৯৭৪ সালের ১ মে জিয়ার জন্মদিন। একই বছরের ২৫ জুলাই আমার জন্মদিন। স্কুল জীবনে আমরা সেন্ট যোসেফে পড়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নৃ-বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। দাবা জগতেও এমন সাদৃশ্য মিল রয়েছে। জাতীয় সাব জুনিয়রে ১৯৮৬ সালে আমি প্রথম চ্যাম্পিয়ন হই। ১৯৮৭ সালে ওই আসরে প্রথমবারের মতো জিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়। আবার জিয়া ১৯৮৭ সালে জাতীয় জুনিয়রে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়। ওই আসরে আমি ১৯৮৮ সালে চ্যাম্পিয়ন হলাম। এরপর জিয়া ৮৮ সালে প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হলো। আমি জাতীয় দাবায় প্রথম চ্যাম্পিয়ন হই ৯১ সালে।

শুধু তাই নয়, আমি ১৯৮৯ সালে এবং এক বছরের ব্যবধানে জিয়া ১৯৯০ সালে ফিদেমাস্টার হলো। শুধু কি তাই! ১৯৯৩ সালে আমরা একই বছরে আন্তর্জাতিকমাস্টার হলাম। কী দারুণ মিল! অথচ দাবা বোর্ডে আমরা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও এক সঙ্গে প্র্যাকটিস করতাম।

জিয়া প্রসঙ্গে রিফাত বলেন, ও' ভীষণ হাসিখুশি স্বভাবের ছিল। ওর' সবচেয়ে বড় গুণ ছিল সবার খোঁজ-খবর রাখতো। জিয়া যখন ২০০২ সালে গ্র্যান্ডমাস্টার হলো, তখন আমি পড়াশোনায় সিরিয়াস। গ্র্যান্ডমাস্টারও হইনি। এ নিয়ে জিয়ার

দেশকে সাফল্য এনে দিতে পারবো। তাই গ্র্যান্ডমাস্টার হতে ভীষণভাবে তাগিদ দিত। ওর' কাছে দাবার অনেক খুঁটিনাটি ওপেনিং, ডিফেন্স, অ্যান্ড গেম, নানারকম কৌশলসহ অনেক কিছু শিখেছি। আমি যাতে দ্রুত গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারি তাই ও' দাবার বইপত্র দিয়ে সিরিয়াস হতে বলতো। শেষ পর্যন্ত ২০০৬ সালে গ্র্যান্ডমাস্টার হলাম।

স্মৃতির নোঙর ফেলে রিফাত বলেন, এক সঙ্গে দেশ-বিদেশ অনেক টুর্নামেন্ট খেলেছি। ১৯৮৬ সালে প্রথম বিভাগ দাবা লিগে এক সঙ্গে পূবরীর হয়ে খেলেছি। এরপর ১৯৮৭ সালে জিয়া বিমানে গেলে আমি পরের বছর ১৯৮৮ সালে বিমানে আসি। ২০১০ সাল পর্যন্ত আমরা একই দলে খেলেছি। বিমানকে বহুবার শিরোপা জিতিয়েছি। রিফাত জানান, জিয়া প্রায় বলতো, রিফাত বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের রোল অব অনারে একবার তুমি চ্যাম্পিয়ন, আরেকবার আমি চ্যাম্পিয়ন। আবার আমাদের মধ্যে যখন খেলা পড়ছে তখন একবার তুমি জিতছো পরেরবার আমি জিতছি। আশির দশকের পুরোভাগ নিয়াজ (গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ) ভাইয়ের ছিল। কিন্তু নব্বই দশকটা ছিল আমার আর জিয়ার। শুরুর দিকে আমারই জয় বেশি ছিল। শেষের দিকে ও' বেশি জিতেছে। আমরা দাবার একটি ভালো জুটি ছিলাম। দাবা বোর্ডে আমরা এক অপরের সঙ্গে চীরপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেও ব্যক্তিগত সর্ম্পককে কখনও চিড় ধরেনি।

খেলোয়াড় হতে পেরেছি।

স্মৃতি হাতরে রিফাত বলেন, এখনও কলকাতা যাবার স্মৃতি মনে পড়লে হেসে উঠি। ১৯৮৯ সালে আমি, জিয়া আর শিপলু (সৈয়দ রুহুল কবির শিপলু) টেলিগ্রাফ দাবা টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছিলাম। এর আগে জিয়া-শিপলু এক সঙ্গে বিদেশে গেলেও ওদের সঙ্গে আমি প্রথম যাচ্ছি। বাসার সবাই এয়ার পোর্ট এসে বিদায় দিয়ে গেলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে বিমান ফ্লাই করলো না। ফ্লাইট ক্যান্সেল। পরের দিন সিডিউল। বিমানের লোক জাকারিয়া হোটেলে উঠালেন। সেখানে গিয়ে বাসায় ফোন করলাম। সবাই ভাবলো কলকাতায় পৌঁছে গেছি। আমরা যে দেশে আছি বুঝলো না। তখন জিয়া-শিপলু বললো, তুমি একটা কুফা! আগে এমন হয়নি। তুমি আমাদের সঙ্গে প্রথম যাচ্ছো বলেই এই কুফা লেগেছে। তোমার জন্য আজ যেতে পারলাম না। অসংখ্যবার দেশে যেমন এক অপরের বিপক্ষে লড়েছি, তেমননি বিদেশের মাটিতে আমরা দেশের জন্য খেলেছি। দেশের বাইরে রুম পার্টনার থাকতাম। এক সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতাম। সেই ছোট থেকে দাবায় বেড়ে উঠা পর্যন্ত কিংবা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে ওর' কোনো বন্ধু ছিল না। যেটাকে বন্ধুত্ব বোঝাতো। আমারও বন্ধু ছিল না। তাই দুই জনের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশি গাঢ় হয়েছিল। সে অর্থে জিয়া তো প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে স্মৃতি।

রাজীবের আফসোস চোখের সামনে এমন ঘটে গেল

● মোরসালিন আহমেদ ●

গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান যেদিন (৫ জুলাই) দাবা বোর্ডে খেলতে খেলতে পরপারে চলে গেলেন সেদিন গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীবের সঙ্গে খেলছিলেন। ম্যাচে তিনি খানিকটা সুবিধাজনক পজিশনে ছিলেন। কিন্তু খেলাটা আর শেষ করতে পারেননি। তার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন দেশের দাবাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবার অন্যতম এই কিংবদন্তি। সবকিছু রাজীবসহ সতীর্থদের চোখের সামনে ঘটলো। কিন্তু শত চেষ্টা করে তাঁকে বাঁচানো গেলো না। এক প্রশ্নে রাজীব বলেন, ওই দিন জাতীয় দাবার দ্বাদশ রাউন্ডের খেলা ছিল। আমাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করছে কে শিরোপা লড়াইয়ে এগিয়ে যাবে। আমরা উভয়ে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র হয়ে শিরোপার জন্য লড়ছিলাম। তাই দু'জনেই সিরিয়াস হয়ে খেলছিলাম। জিয়া ভাই চাল দেওয়ার পর আমার পালা। তাই পাল্টা চাল দেওয়ার জন্য ভাবছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি চেয়ারে বসা জিয়া ভাই টেবিলের এক সাইডে কাত হয়ে যাচ্ছেন। আমি মনে করেছিলাম হয়তো পানির বোতল বা কিছু একটা নিচ্ছেন। তারপর দেখি পড়ে গেলেন। এই দেখে দ্রুত আমিসহ অন্যরা উঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। এ রকম একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটবে- এটা ছিল এক অকল্পনীয় ঘটনা। যা আমাকে আজীবন কষ্ট দেবে। আমার কাছে অদ্ভুত লাগলো আমি আমার প্রথম ন্যাশনালে জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেছিলাম। আবার জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে শেষ ম্যাচটিও সেই কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেছিলাম।

রাজীব অপর প্রশ্নে বলেন, আমি যখন ১৯৯৫ সালে ন্যাশনালে কোয়ালিফাই করি তখন প্রথম রাউন্ডে জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে খেলা পড়েছিল। তখন উনি আন্তর্জাতিকমাস্টার। খুবই স্ট্রং প্লেয়ার। অন্যদিকে আমি একেবারে নবীন। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলছিলাম। শুধু তাই নয়, উনাকে হারিয়ে দিয়ে আমি নিজেই অবাক হয়েছি জিয়া ভাইকে হারিয়েছি! এই জয়টা আমার ক্যারিয়ারে ফোকাস ফেলে। পত্র-পত্রিকা, টিভি চ্যানেলগুলো ফলাও ভাবে প্রচার করে। রাতারাতি সবার নজরে পড়ে গেলাম। দাবায় এগিয়ে যাবার মতো একটা কনফিডেন্স তৈরি হলো। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমার পথ চলা শুরু। এটি ছিল খুবই ইতিবাচক দিক। কিন্তু

এনামুল হোসেন রাজীব

যে জিয়া ভাই আমার স্বপ্নের ছিল, সেই জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে যে দাবা বোর্ডে এভাবে খেলার সময় সম্পর্ক ছিন্ন হবে- তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এ কথা ভাবতেই আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। দশ দিন হয়ে গেলো। এখনও স্বাভাবিক হতে পারছি না। চোখের সামনে এ কি হয়ে গেলো! আমরা কিছুই করতে পারলাম না। উনাকে খুব মিস করছি।

জাতীয় পর্যায়ে দীর্ঘ দিন ধরে এক অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে খেলা, আবার দেশের প্রতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা- এ সময় জিয়া আর রাজীব হয়ে উঠেছিলেন সাফল্যের অন্যতম কারিগর। জিয়া প্রসঙ্গে রাজীব স্মৃতির পাখা মেলে বলেন, যখন বিদেশে যেতাম তখন খেলাটাই আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়াতো। আজ কার সঙ্গে খেলা, কাল কার সঙ্গে খেলবো- এসব নিয়ে দু'জন পরিকল্পনা করতাম। গেম অ্যানালাইসিস করতাম। ম্যাচ শেষে রুমে ফিরে আবার অ্যানালাইসিস করে দেখতাম কার কোথায় ভুল হয়েছে। কোথায় আমরা মিস করেছি। জিয়া ভাই খুব মজার মানুষ ছিলেন। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন। অন্যকে উজ্জীবিত রাখতেন। উনি খুব জোরে জোরে হাসতেন। উনার দেখাদেখি আমরাও হাসতাম। এখন এসব খুব মিস করব। সবশেষ চীনের হাংজু এশিয়ান গেমসে ২০২৩ সালে আমি তাঁর রুমমেট ছিলাম। তখন উনার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। পারফরম্যান্স করতে পারছিলেন না। তাই মনটা খারাপ ছিল। তারপরও আমার খেলা নিয়ে, দলের পজিশন নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। তাঁর মধ্যে সবসময় পজিটিভ কাজ করতো।

সবশেষ রাজীব বলেন, আমরা পাঁচ জন গ্র্যান্ডমাস্টার। আমি আর জিয়া ভাই প্রফেশনালভাবে নিয়েছিলাম। জিয়া ভাই দাবা ছাড়া কিছু বুঝতেন না। দাবাই ছিল উনার ধ্যান-জ্ঞান-ভবিষৎ। ভালো চাকুরি পেয়েও দাবাকে ভালোবেসে, দাবাকে বিশ্বপরিসরে মেলে ধরতে, দেশকে সাফল্য উপহার দিতে শতভাগ প্রফেশনাল হয়ে উঠেছিলাম। আমি তাই করেছি। দাবায় যেভাবে সময় দিচ্ছি, দিয়ে যাচ্ছি- সেটা অন্য কোথাও সিকিভাগ দিতাম তাহলে অনেক কিছু করতে পারতাম। কারণ দাবা হচ্ছে পড়াশোনা নির্ভর মেধা ও মননশীল খেলা। এর পেছনে প্রচুর শ্রম দিতে হয়, সময় ব্যয় করতে হয়। একজন গ্র্যান্ডমাস্টার পরপারে চলে গেলেন। আমরা এখন চার জনে পরিণত। সিরিয়াস বলতে কেবল আমিই। নিয়াজ (গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ) ভাই খেলাটা এখন এনজয় করছেন। বোর্ডে আছেন বড্ড আয়েসিভাবে। অপর দুই গ্র্যান্ডমাস্টারের মধ্যে রাকিব (গ্র্যান্ডমাস্টার মোল্লা আবদুল্লাহ আল রাকিব) তো বেশ কয়েক বছর ধরে বোর্ডে ফিরছেন না। এককথায় স্বেচ্ছায় নির্বাসনে। অন্যদিকে রিফাত (গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত-বিন-সাত্তার) ভাই মাঝে মধ্যে খেলায় মন দিলেও চাকুরি নিয়ে ব্যস্ত। দেশের দাবাটা এখন কোন পথে ভাবা যায়! যারা সিরিয়াস দাবাড়ু ছিলেন, আজ তারা কোথায়? কিংবা দাবার ভবিষৎ প্রজন্মকে কি খুব একটা সিরিয়াস বলা যায়?

রাজীব আরও বলেন, অপ্রিয় হলেও সত্যি আমাদের এই দুদর্শা দেখে দাবায় কেউ ক্যারিয়ার গড়তে সাহস পান না। দাবা খেলে জীবনটা শেষ করে দিচ্ছি। দেশকে সাফল্য এনে দিচ্ছি। আমরা কী পাচ্ছি! দাবায় আর্থিক নিশ্চয়তা নেই। এগিয়ে যাবার সুযোগ নেই। পাশে এসে দাঁড়ানোর কেউ নেই। এখনও সবকিছু নিজেকেই নিজের দেখভাল করতে হচ্ছে। টুর্নামেন্ট কম। স্পন্সরের অভাব। বিদেশে যেতে হলে স্পন্সর না পেলে নিজের ঘাটের টাকা খরচ করে যেতে হচ্ছে। এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়া গ্র্যান্ডমাস্টার নেই। আমরা যে, কীভাবে কষ্ট করে গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব পেয়েছি কেউ কোনো দিন জানতে চাননি। পরিবারের খোঁজ নেননি। জিয়া ভাই মারা যাবার পর সবার এখন টনক নড়েছে। সবাই যে আশ্বাস দিচ্ছেন সেটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার। কারণ আমরা বাঙালি জাতি। আবেগপ্রবণ জাতি। অল্পতেই সবকিছু ভুলে যাই!

অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমানোর আগে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনে বাংলাদেশ এইচপি দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা

বাংলাদেশ এইচপি দলের অস্ট্রেলিয়া সফর

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

বাংলাদেশ ২০০০ সালে টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পর পেরিয়ে গেছে প্রায় দুই যুগ। দীর্ঘ এই সময়ে কেবল একবারই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০০৩ সালে অজিদের দেশে গিয়ে স্টিভ ওয়াহর দলের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পথে খালেদ মাহমুদ সুজনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ডারউইনে প্রথম ম্যাচ হেরেছিল ইনিংস ও ১৩২ রানে এবং কেয়ার্নসে দ্বিতীয় টেস্টে পরাজিত হয়েছিল ইনিংস ও ৯৮ রানের ব্যবধানে। ওই সফরে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশকে ৩-০ তে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এরপর বাংলাদেশ আর একবারই দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়া সফরের সুযোগ পেয়েছে। ২০০৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরের ওই সিরিজে ছিল শুধুই তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ, যেখানে ৩-০ ব্যবধানে শেষ হাসি হেসেছিল অজিরা। কেন বাংলাদেশকে খেলতে ডাকে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) তা নিয়ে নানা গুঞ্জন প্রচলিত আছে। কারো মতে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স আশানুরূপ না হওয়ায় আগ্রহ দেখায় না অজিরা আবার কেউ মনে করেন আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে না দেখেই ঘরের মাঠে টাইগারদের বিপক্ষে খেলতে রাজি হয় না অস্ট্রেলিয়া। অবশ্য এফটিপি অনুযায়ী ২০২৭ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গিয়ে দুটি টেস্ট খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশের এবং তার আগের বছর (২০২৬ সালে) বাংলাদেশে এসে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া।

সর্বশেষ ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে খেলেছে বাংলাদেশ। জাতীয় দল না হোক তাতে কী, এবার অন্তত এইচপি দলের হলেও তো বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের দীর্ঘদিন পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলার সুযোগ হতে যাচ্ছে। প্রায় পাঁচ সপ্তাহের লম্বা সফরে লঙ্গার ভার্সন, পঞ্চাশ ওভার ও কুড়ি ওভার; তিন সংস্করণেই ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের তারকারা, প্রতিপক্ষ হিসেবে বিগ ব্যাশের দলগুলির পাশাপাশি থাকছে 'পাকিস্তান শাহিনস' কেতাবি নামধারী পাকিস্তান 'এ' দলও। গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে আপাতত বাংলাদেশ জাতীয় দলের ব্যস্ততা নেই। নেই ঘরোয়া ক্রিকেটও। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভারতের মাটিতে যে সিরিজ খেলার কথা ছিল সেটিও দুই বোর্ডের সম্মতিতে আগামী বছর পর্যন্ত পেছানো হয়েছে। লম্বা বিরতিতে বিশেষ করে পাইপলাইনে থাকা ক্রিকেটারদের পরিচর্যায় মনোযোগী হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলেছে হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) ও বাংলাদেশ টাইগার্স দলের ক্যাম্প। এইচপি ক্যাম্প চলেছে প্রধান কোচ ছাড়াই, যেটি পরিচালনা করেছেন বোলিং কোচ কোরি কলিমোর। এই উইন্ডিজ কোচকেই এবারের সফরে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এমনিতে বাংলাদেশ 'এ' ও এইচপি দলের পর্যাপ্ত সিরিজ ও সফর না থাকা নিয়ে দেশের ক্রিকেটে আলোচনা আছে বরাবরই। ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মানের এত পার্থক্য যে, হুট করে মানিয়ে নিতে পারেন না ক্রিকেটাররা। এইচপি ও 'এ' দলের সিরিজ সাধারণত এই ব্যবধান কিছুটা হলেও ঘোচাতে সহায়তা করে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটে এখানে ঘাটতি রয়ে যায় বরাবরই। অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে তো এসব দলের সফর হয়ই না। সেদিক থেকে এবার প্রশংসনীয় পদক্ষেপই নিয়েছে বিসিবি।

মূলত জাতীয় দল, 'এ' দল, বাংলাদেশ টাইগার্স ও এইচপি স্কোয়াড থেকে বাছাই করে দল সাজিয়েই অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তিন সংস্করণের জন্য গড়া হয়েছে ১৫ সদস্যের আলাদা আলাদা স্কোয়াড। চার দিনের ম্যাচের দলের অধিনায়ক করা হয়েছে মাহমুদুল হাসান জয়কে, পঞ্চাশ ওভারের দলকে নেতৃত্ব দেবেন আফিফ হোসেন ধ্রুব এবং টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডের 'নেতা' করা হয়েছে সাড়ে চার বছর আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের কান্ডারি আকবর আলীকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা থাকা বেশ ক'জন খেলোয়াড় আছেন তিন ফরম্যাটের দলেই। এছাড়াও উঠতি কিছু প্রতিভাবান ক্রিকেটারের পাশাপাশি রয়েছেন এ বছর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলা কয়েকজন ক্রিকেটারও। সব মিলিয়ে তিন দলে সুযোগ হয়েছে মোট ২২ জনের। এর মধ্যে তিন সংস্করণের দলেই জায়গা পেয়েছেন ৬ জন- বাঁহাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান পারভেজ হোসেন ইমন, সর্বশেষ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলে আসা ডানহাতি ব্যাটসম্যান আরিফুল ইসলাম, বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান এবং তিন তরুণ পেসার মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, রিপন মন্ডল ও মারুফ মৃধা। এছাড়া গত ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও কদিন আগে শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলে আসা বাঁহাতি ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম আছেন সীমিত ওভারের দুই দলেই। গত বিপিএল ও পরে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখানো অভিজ্ঞ বাঁহাতি পেসার আবু হায়দার রনিও সাদা বলের দুই সিরিজেই রয়েছেন। উঠতি লেগ স্পিনার ওয়াসি সিদ্দিককেও রাখা হয়েছে রঙিন পোশাকের উভয় দলে। পাকিস্তানের বিপক্ষে আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় দুই ম্যাচের অ্যাওয়ে টেস্ট সিরিজকে সামনে রেখে প্রস্তুতির জন্য টেস্ট দলের তিন ব্যাটসম্যান মাহমুদুল হাসান জয়, সাদমান ইসলাম ও শাহাদাত হোসেন দীপুকে চারদিনের ম্যাচের দলে রাখা হয়েছে। পূর্ব সূচি অনুযায়ী ১৩ জুলাই অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করেছে এইচপি দল। লম্বা এই সফরে বিভিন্ন প্রতিপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশ এইচপি দলের ২টি চার দিনের, ২টি একদিনের এবং অন্তত ৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে।

অস্ট্রেলিয়ায় উড়ে যাওয়ার পর একদিন বিশ্রামে থেকে এইচপি দলের খেলোয়াড়রা ১৬ জুলাই প্রথম দিনের অনুশীলন সেশন করবেন রাতে ফ্লাডলাইটের আলোয়। পরের দুই দিন দিনের অনুশীলন হবে দিনের আলোয়। ১৯ জুলাই ডারউইনের মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হবে বাংলাদেশ এইচপি ও পাকিস্তান 'এ' দল তথা পাকিস্তান শাহিনসের মধ্যকার চার দিনের প্রথম ম্যাচ। এরপর ২৬ থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত একই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে লাল বলের দ্বিতীয় ম্যাচ। চার দিনের ম্যাচের সিরিজ শেষে দুই দিন বিশ্রাম পাবে এইচপি দল। তারপর পাকিস্তান শাহিনস, নর্দান টেরিটোরি ও বাংলাদেশ এইচপিকে নিয়ে

শুরু হবে সিঙ্গেল লিগ পদ্ধতির ট্রায়াঙ্গুলার ওয়ানডে সিরিজ। ১ আগস্ট প্রথম ম্যাচে এইচপির প্রতিপক্ষ নর্দান টেরিটোরি। ৪ আগস্ট পরের ম্যাচে নর্দান টেরিটোরি খেলবে পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে। ৬ আগস্ট শেষ ম্যাচে পাকিস্তান শাহিনসের মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ এইচপি।

সবশেষ ৯টি দলকে নিয়ে ৯ থেকে ১৮ আগস্ট নর্দান টেরিটরি আয়োজন করবে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। যেখানে সেমিফাইনাল ও ফাইনালের আগ পর্যন্ত কমপক্ষে ৬টি কুড়ি ওভারের ম্যাচ খেলবে এইচপি স্কোয়াড। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ৯টি দল হলো- পাকিস্তান শাহিনস, বাংলাদেশ এইচপি, নর্দান টেরিটরি, পার্থ স্করচার্স, মেলবোর্ন রেনেগেডস, মেলবোর্ন স্টার্স, তাসমানিয়ান টাইগার্স, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স ও এসিটি কোমেটস। উল্লেখ্য, টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ নামের এই টুর্নামেন্ট ২০২৩ সালে ৬ দল নিয়ে হলেও এবার হচ্ছে ৯ দলের। পাকিস্তানের দলটি গত বছরও এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে রানার্সআপ হয়েছিল। আগামী ১১ আগস্ট মেলবোর্ন রেনেগেডস, ১২ আগস্ট তাসমানিয়ান টাইগার্স, ১৪ আগস্ট অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, ১৫ আগস্ট এসিটি কমেটস, ১৬ আগস্ট পাকিস্তান শাহিনস ও ১৭ আগস্ট পার্থ স্করচার্সের বিপক্ষে লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচটি খেলবে বাংলাদেশ এইচপি। ১৮ আগস্ট দুটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে একইদিনে। সকালে পাশাপাশি দুই মাঠে সেমিফাইনালের পর বিকেলে ফাইনাল হবে ডিএক্সসি এরিনাতে। ৩৫ দিনের সফর শেষে ১৯ আগস্ট দেশের উদ্দেশ্যে ফ্লাইটে চড়বে বাংলাদেশ এইচপি টিম।

এইচপি স্কোয়াডে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন যাঁরা...

চার দিনের ম্যাচের দল : মাহমুদুল হাসান জয় (অধিনায়ক), সাদমান ইসলাম অনিক, পারভেজ হোসেন ইমন, অমিত হাসান, শাহাদাত হোসেন দীপু, আরিফুল ইসলাম, মাহিদুল ইসলাম অংকন, আইচ মোল্লা, রাকিবুল হাসান, শেখ পারভেজ রহমান জীবন, হাসান মুরাদ, রেজাউর রহমান রাজা, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, রিপন মন্ডল, মারুফ মৃধা।

৫০ ওভারের ম্যাচের দল : আফিফ হোসেন ধ্রুব (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, জিশান আলম, পারভেজ হোসেন ইমন, শামীম হোসেন পাটোয়ারি, আরিফুল ইসলাম, আকবর আলী, ওয়াসি সিদ্দিকি, রাকিবুল হাসান, শেখ পারভেজ রহমান জীবন, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, আবু হায়দার রনি, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, রিপন মন্ডল, মারুফ মৃধা।

টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দল : আকবর আলী (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, জিশান আলম, পারভেজ হোসেন ইমন, আফিফ হোসেন ধ্রুব, শামীম হোসেন পাটোয়ারি, আরিফুল ইসলাম, ওয়াসি সিদ্দিকি, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, আবু হায়দার রনি, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, রিপন মন্ডল, মারুফ মৃধা।

ব্যয়বহুল সফর, তবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ...

সম্প্রতি বোর্ডের এক মিটিংয়ের পর যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী এবং বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান বলেছেন, তাঁর জানামতে এইচপি দলের এবারের সফরটি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম ব্যয়বহুল সফর, 'ডারউইনে আমাদের হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) দল সফর করবে। ১৪ জুলাই থেকে ১৯ আগস্ট এটা একটা লম্বা সফর এবং খুবই ব্যয়বহুল সফর। বোর্ডের আমাদের জানা মতে, সবচেয়ে ব্যয়বহুল সফরগুলির একটা হতে যাচ্ছে, এত লম্বা সময়ে এত দূরে..., এই ধরনের এত বড় টুর্নামেন্ট আমরা আগে কখনও (অংশগ্রহণ) করিনি।'

বিসিবির হাইপারফরম্যান্স বিভাগের প্রধান নাইমুর রহমান দুর্জয় বলেছেন, 'আমরা নর্দান টেরিটরি ক্রিকেট এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বিসিবির এইচপি দলকে মর্যাদাপূর্ণ টপ এন্ড সিরিজে খেলার আমন্ত্রণ জানানোয়। এ সুযোগ নিঃসন্দেহে আমাদের খেলোয়াড়দের অমূল্য অভিজ্ঞতা দেবে। উচ্চমানের একটি প্রতিযোগিতায় খেলার অভিজ্ঞতাও পাবে দলটি।'

ব্যাটিং কোচ হিসেবে সম্প্রতি বিসিবির সঙ্গে তিন মাসের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া সাবেক খেলোয়াড় রাজিন সালেহ এইচপি দল নিয়ে রাজশাহীতে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে অনুশীলন করেছেন। তিনি এইচপি দলের অস্ট্রেলিয়া সফরকে শেখা ও উন্নতির সুযোগ হিসেবে দেখে বলছিলেন, 'এটা আন্তর্জাতিক সফরের মতোই মনে হচ্ছে। ওখানে অনেক ভালো ভালো ক্রিকেটাররা খেলবে। পাকিস্তান (এ) দল আসছে। ওই দলে অনেক ভালো ভালো বোলাররা আছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ভালো ভালো বোলারদের বিপক্ষে খেলতে হবে। আমি মনে করি এটা ইতিবাচক দিক। আমরা যাচ্ছি খেলার উন্নতির জন্য।'

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে এইচপি দলের আনুষ্ঠানিক ফটোশুটের পর এইচপির প্রধান ও বিসিবি পরিচালক নাঈমুর রহমান দুর্জয় সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য এটা একটা বড় সুযোগ। এখানে কিছু জাতীয় দলের খেলোয়াড়ও নেওয়া হয়েছে। কারণ, ২০২৭ সালে আমাদের যে অস্ট্রেলিয়া সফর আছে, ওই খেলাটাও ডারউইনে হবে। এটা তাদেরও একটা প্রস্তুতি।'

এইচপি দল নিয়ে নির্বাচক হান্নান সরকার বিসিবির এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া সফর আমাদের যেকোনো পর্যায়ের দলের জন্যই একটা বড় সফর। অনেক দিন ধরে বাংলাদেশ দলের সেখানে খেলার সুযোগ হচ্ছে না। আমাদের অন্য দলগুলোও সুযোগ পাচ্ছিল না। সেদিক থেকে এটা অনেক বড় সুযোগ। সফরে আমরা তিনটি সংস্করণেই খেলছি।'

এইচপি দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সূচি...

১৯-২২ জুলাই : প্রথম চার দিনের ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান শাহিনস

২৬-২৯ জুলাই : দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান শাহিনস

১ আগস্ট : ওয়ানডে ম্যাচ, প্রতিপক্ষ নর্দান টেরিটরি

৬ আগস্ট : ওয়ানডে ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান শাহিনস

১১ আগস্ট : টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, প্রতিপক্ষ মেলবোর্ন রেনেগেডস

১২ আগস্ট : টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, প্রতিপক্ষ তাসমানিয়ান টাইগার্স

১৪ আগস্ট : টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, প্রতিপক্ষ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স

১৫ আগস্ট : টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, প্রতিপক্ষ এসিটি কমেটস

১৬ আগস্ট : টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান শাহিনস

১৭ আগস্ট : টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পার্থ স্করচার্স

এইচপি দলের অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী এবং বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান এমপি

ঘরোয়া নারী হকি জাগরণের এক রূপকারের গল্প

● মোরসালিন আহমেদ ●

ধর্মীয় অনুশাসনে বেড়ে উঠা রক্ষণশীল সমাজের মেয়েরা স্বাধীনতার পর যখন কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে সত্তর দশকে বিভিন্ন খেলাধুলায় একটু আধটু করে মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়ানো শুরু করেছিলেন তখন থেকেই এদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারী জাগরণের পথ সুগম হয়েছিল। বিশেষ করে মেয়েদের হাফ প্যান্ট পরে খেলা সেসময় যখন কল্পনাও করা যায়নি, তখন গুটিকয়েক বাঙালি মেয়ে সে পথ দেখিয়ে ছিলেন। ঘরোয়া হকিও এর বাইরে ছিল না। নারী হকি প্রচলনে কোচ আবদুস সালাম, নুরুল ইসলাম নান্না, বশির আহমেদ, প্রতাপ শংকর হাজরা, আবদুল রাজ্জাক সোনা মিয়া, এহতেশামুল সুলতান প্রমুখরা ক্রীড়াঙ্গনে নারী হকিটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেসময় কিছু মুক্তমনা মেয়ে সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে দারুণ সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাজী নাসিমা, জেনি, ঝুনঝুন, নাহিদা, মিউরেল, শাহীন, কস্তুরী, লাভলী, আফসানা, মালা, খুকী, পুতুল, কলিন্স। এসব দুরন্ত মেয়েদের দিয়েই এদেশে নারী হকি শুরু। কিন্তু পরবর্তীতে সাংগঠনিক দুর্বলতা, অর্থের অভাব আর উদ্যোগের কারণে আশি দশকের শুরুতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল নারী হকি।

মো. তারিকউজ্জামান নান্নু

এরপর বহু বছর কেটেছে। কেউ নারী হকি ফের শুরু করার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন না। প্রায় চার দশক পর কোচ সালাম, নান্না, সোনা মিয়া, বশির আর এহতেশামুলদের দেখানো পথ অনুসরণ করে এগিয়ে এলেন ক্রীড়া পরিদপ্তরের এক তরুণ অফিসার মো. তারিকউজ্জামান নান্নু। যিনি একসময় ঢাকার মাঠে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের হয়ে দাপিয়ে খেলেছেন। ২০০১ সালে নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি যখন ঢাকায় বদলি হয়ে আসলেন, তখন নারী হকি নিয়ে কাজ করার সুপ্তবাসনা জাগ্রত হয়। সেই ভাবনা থেকে নান্নুর শুরু। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, ঢাকায় আসার পর ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসূচির মধ্যে ছেলেদের হকি অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর ধানমন্ডি কামরুন নেসা গভর্ণমেন্ট গার্লস হাই স্কুল ও ধানমন্ডি গভর্ণমেন্ট গার্লস হাই স্কুল- এই দু'টি স্কুল দিয়ে ২০০৪ সালে মেয়েদের হকি প্রশিক্ষণ শুরু করেন। এরপর সিদ্ধেশ্বরী ভিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়। এ তিনটি স্কুলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে একসময় উপলব্ধি করেন ঢাকার বাইরের জেলা শহরগুলো ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তখন নান্নু ক্রীড়া পরিদপ্তরের ৬৪ জেলায় যেসব অফিস রয়েছে সেখান থেকে বেছে বেছে কিছু জেলায় মেয়েদের হকি কার্যক্রম শুরু করেন। এর মধ্যে যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ছিল অন্যতম।

অপর প্রশ্নে নান্নু বলেন, ক্রীড়া অফিসার থেকে পর্যায়ক্রমে যখন ক্রীড়া পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক প্রশাসনের দায়িত্ব পেলেন তখন তাঁর কাজের পরিধি বেড়ে যায়। ফলে মেয়েদের হকি নিয়ে কাজ করা সহজ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে জেলা পর্যায় দ্রুতসময়ে এর প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। সবার সহযোগিতায় জেলায় জেলায় এর চর্চা বেড়ে গেল। জেলা পর্যায় শুরু করার পর একসময় উপলব্ধি করলেন তাদের নিয়ে জাতীয় পর্যায় একটা বিশেষ ক্যাম্প করা দরকার। কারণ জেলা পর্যায় মেয়েরা কেমন খেলছে, কী শিখেছে তা পরখ করে দেখতে এবং উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তর ওইসব প্রতিভাবানদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। ফলে ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ এই ৩ বছর ক্রমান্বয়ে ৫৫ থেকে ৬০ জনকে মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এসময় নান্নু স্বয়ং কোচিং করিয়েছেন। পাশে পেয়েছেন হেদায়তুল ইসলাম খান রাজীব, জামাল হায়দার, হাসান রনিকে। ফিটনেসের জন্য ছিলেন ফিজিও রাহুল দেব নাথ। মাঝে মাঝে প্রতাপ শংকর হাজরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখতেন, সেই সঙ্গে নানারকম উপদেশ দিতেন। বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষে মেয়েরা জেলায় ফিরে যাতে বসে না থেকে তাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে পারেন সেসব বিষয়ে টিপস দিয়ে দেওয়া হতো।

হকি অন্তপ্রাণ নান্নু নারী হকি জাগরণ প্রসঙ্গে বলেন, স্কুল পড়ুয়া মেয়েরা যখন একটি পর্যায় চলে এলেন তখন তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রর্দশনী ম্যাচের আয়োজন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেই চিন্তা-ভাবনা থেকে ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে ২০১৮ সালে কলকাতা ওয়ারিয়র্স টিমকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঢাকায় তিনটি আমন্ত্রণমূলক প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করি। যেখানে আমাদের মেয়েরা 'ঢাকা একাদশ' নামে খেলে তিনটি ম্যাচই জিতে যায়। এটাই ছিল নারী হকিতে নিজ মাঠে প্রথমবার কোনো দেশের সঙ্গে মেয়েদের খেলা। এরপর ২৫ জনের একটি দল বাছাই করে এইজভিত্তিক দল গড়ার মতো একটা পর্যায় পৌঁছে গেলাম। এরই মধ্যে আবার বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন ২০১৯ সালে মেয়েদের হকি দল গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, সিঙ্গাপুরে নারী এএইচএফ কাপ জুনিয়র টুর্নামেন্ট খেলার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন ফেডারেশন ও ক্রীড়া পরিদপ্তর যৌথভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এরপর এএইচএফ কাপে

অংশগ্রহণের লক্ষ্যে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সাবেক কোচ অজয় কুমার বানসালকে উপদেষ্টা কোচ হিসেবে আনা হয়। উনার মাধ্যমে ইন্ডিয়ার একটি হকি অ্যাকাডেমিকে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য ঢাকায় আনা হয়। এটি ছিল বিদেশি কোনো দলের দ্বিতীয় সফর। ২০১৯ সালে তাদের সঙ্গে সিরিজের ৫টি ম্যাচই হারলাম। শেষ ম্যাচটা ১-০ গোলে পরাজিত হলাম। সেখান থেকে মেয়েরা একটা আত্মবিশ্বাস পেল। এরপরই প্রথমবার বিদেশের মাটিতে সিঙ্গাপুরে এএইচএফ কাপ খেলতে গেলাম। সেখানে ৬ দেশের মধ্যে পঞ্চম হলাম। একমাত্র শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় পেলাম। এটিই ছিল আন্তর্জাতিক নারী হকিতে বাংলাদেশের প্রথম জয়।

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সদস্য নান্নু অকপটে স্বীকার করেন আর্থিক সংকটের কারণে পরপর দু'টি নারী এএইচএফ কাপ মিস করলেও ২০২৩ সালে ওমানে ফাইভ এ সাইড হকি টুর্নামেন্টে গেলাম। জুনিয়র টিমই মূলত সিনিয়র টিম হিসেবে অংশগ্রহণ করে। জুনিয়ররা এখানে খুব একটা কিছু করতে না পারলেও টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতা হিসেবে অর্পিতা পাল ২০টি গোল এবং ৩টি ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন আইরিন আক্তার রিয়া। অর্পিতা-রিয়াসহ অনেকেই সেই টুর্নামেন্টে নজর কাড়েন। তখনই মনে হয়েছে নারী হকিতে আমাদের একটা সম্ভাবনা রয়েছে। এ বছর এএইচএফ কাপে রানার্সআপ হওয়া প্রসঙ্গে নারী হকির এ কারিগর জানান, ধারণা ছিল ভালো করতে পারব। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন কিংবা রানার্সআপের চিন্তা কখনও ছিল না। তবে এশিয়া কাপে কোয়ালিফাই করবো এমনটা ধারণা ছিল। এ সাফল্যের মূল চাবিকাঠিই ছিল বিকেএসপিতে রেগুলার ট্রেনিং, তাদের টেকনিক, ট্যাকটিস, স্ট্যামিনা, ফিটনেস ও টিম স্পিড। আজ বিকেএসপির ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া যেমন জাতীয় পর্যায়ের যেকোনো দল গঠন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি করে আমরা যদি ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ে অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা না করতাম তাহলে হকির মেয়েরা বেরিয়ে আসতেন না। আমাদের এসব মেয়েদের নিয়েই বিকেএসপি ২০২০ সালে নারী হকি অন্তর্ভুক্ত করে।

আজ আন্তর্জাতিক আঙিনায় নারী হকি যে সম্ভাবনার বার্তা ছড়াচ্ছে, যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে তা ২০০৪ সালেই এটির ভিত তৈরি করেছিল ক্রীড়া পরিদপ্তর। এটি যখন হাঁটি হাঁটি পা করে এগোচ্ছিল, তখন ২০১২ সালে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক খাজা রহমত উল্লাহ প্রথম ইউসিবি হকি টুর্নামেন্ট করে মেয়েদের হকির সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। এরপর ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৬-২০১৯ চার বছর ঢাকায় যে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল সেটি ছিল এক মাইল ফলক। যেখান থেকে নতুন নতুন সম্ভাবনায় খেলোয়াড় বেরিয়ে এসেছিলেন। শুধু জেলা পর্যায়ের হকি নিয়ে বসে থাকতে চাননি

নান্নু। তিনি যখন শীতকালীন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কমিটির সদস্য তখন মেয়েদের হকিটাও এতে অন্তর্ভুক্ত করতে অবদান রাখলেন। ফলে ২০১৬ সাল থেকে এখন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি ক্রীড়ায় নারী হকি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে স্কুল পর্যায় আজকাল মেয়েদের হকি চর্চা বেড়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টিতে সহায়তা করছে।

নারী হকি জাগরণের অন্যতম কারিগর নান্নু কথা প্রসঙ্গে জানান, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস কালেও নারী হকি নিয়ে কাজ করেছেন। ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে বিকেএসপিতে 'কমিউনিটি কোচেস কোর্স' আয়োজন করেছিলেন। প্রশিক্ষণার্থীদের করোনা টেস্ট করিয়ে ২০২০ সালে কোর্সটি হয়েছিল। এশিয়ান হকি ফেডারেশনের কোচেস অ্যাডুকেয়ার মো. কাওসার আলী, মালয়েশিয়ান কোচ গোপীনাথন কৃষ্ণমূর্তি, ফিজিও রাহুল দেব নাথ ও ডাক্তার ফারজানা আক্তার ভূঁইয়া বিভিন্ন সেসনে ক্লাস নিয়েছেন। কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল নিজ জেলায় ফিরে দল গঠন করতে হবে। তারা ১৩টি জেলাতে ১৩টি স্কুল দল গঠন করেছিলেন। মূলত যারা ২০১৯ সালে খেলেছিলেন এমন সিনিয়রদের নিয়ে কোর্সটি হয়েছিল। এর ফলে ১৩টি জেলায় ২০ জন করে

হলেও এখন ২৬০ জন রয়েছেন। ফেডারেশনের মাধ্যমে ২০২০ সালে ওয়ালটন ডেভেলপমেন্ট কাপ টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলাম। শুধু তাই নয়, ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস ও ২০২৩ সালে শেখ কামাল বাংলাদেশ যুব গেমসে নারী হকি থাকায় জেলা পর্যায় এখন নারী হকি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং এর প্রচার প্রসার ঘটছে। এ সম্ভাবনাকে ধরে রাখতে পারলে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এদেশের নারী হকি।

পারিবারিক দিক দিয়ে মো. তারিকউজ্জামান নান্নুর পুরো পরিবারটাই একটি ক্রীড়া পরিবার। সেজ ভাই মো. শফিকউজ্জামান তাৎকালীন চ্যাম্পিয়ন বিজেএমসি ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর ছেলে মো. আশিকউজ্জামান জাতীয় হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন। বর্তমানে তিনি জুনিয়র হকি দলের প্রধান কোচ। এ ছাড়া নান্নুর অপর দুই ভাই মো. ইমামুজ্জামান ও মো. এনামউজ্জামান জেলা পর্যায় হকি খেলেছেন। নান্নু নিজেও মোহামেডান হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ক্লাবটি ১৯৯২ সালে শিরোপাও জিতেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করা নান্নু নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক ছিলেন। এমনকি তাঁর কোচিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে জাতীয় হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে হকির বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শেষ করে এখন পুরোদস্তর একজন দেশবরেণ্য সংগঠকে পরিণত হয়েছেন। ১৯৯৪ সালে ক্রীড়া পরিদপ্তরে কর্মময় জীবন শুরু করেন ২০২২ সালে অবসরে যান এই কৃতী অফিসার। দীর্ঘ দিন ধরে নারী হকি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত মো. তারিকউজ্জামান নান্নু বলেন, বর্তমান দলটি নিয়ে আরও কাজ করতে হবে। ট্যাকনিক্যাল দিকগুলো আরও উন্নত করতে হবে। দ্রুতসময়ে মেয়েদের হকি লিগ মাঠে গড়াতে পারলে ও জাতীয় নারী হকি প্রতিযোগিতা শুরু করতে পারলে সেখান থেকেও উদীয়মান, সম্ভাবনাময় ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় পাব। যা নারী হকিকে এগিয়ে নেবে। নারী হকির একটা পাইপলাইনে দাঁড়িয়ে যাবে। ভবিষ্যতে দারুণ একটি দল গঠনে সহায়তা হবে।

বেদনার রঙ হলুদ!

রফিকুল ইসলাম কামাল

এক.

জোগো বনিতো কিংবা সাম্বার ছন্দ। উন্মাতাল মানুষ। রিওডি জেনিরো ছাড়িয়ে হলুদ উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া দুনিয়া। যে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে ভেসে বেড়ায় ফুটবল, স্বপ্ন, আবেগ কিংবা বেঁচে থাকার রসদ! সবুজ মাঠে দুরন্ত গোলকে বাধা পড়া হলুদিয়া বাসনা। আহা, কী নান্দনিক! কী অপূর্ব!

এই-ই তো ব্রাজিলের ফুটবল। আমাজন পাড়ের দেশ তো এই এক ফুটবল দিয়েই একই হৃদয়িক বন্ধনের সুঁতোয় বেঁধেছে লক্ষ কোটি প্রাণ। যে প্রাণ সতত জেগে ওঠে জোগো বনিতো কিংবা জিঙ্গার তালে তালে। কিন্তু সময় আর অপেক্ষা বলে যে কিছু আছে! শৈল্পিকতা, নান্দনিকতা জায়গা নিয়েছে তাই সময়ের গহীন গহ্বরে। অপেক্ষার বাহনের চাকায় ধরেছে জং। ব্রাজিলের ফুটবল ঘিরে এখন কেবলই দীর্ঘশ্বাস, বেদনার নীল কষ্ট। সেই বেদনা এতোই তীব্র যে, শাশ্বত নীলকে ছাড়িয়ে কেবল ব্রাজিলের জন্য বেদনার রঙ হয়ে যায় হলুদ!

দুই.

ব্রাজিলে ফুটবলের ইতিহাস অনেক পুরনো, প্রায় ১৩০ বছরের। সময় নিয়ে বিতর্ক আছে, তবে চার্লস মিলারের অবদান নিয়ে দ্বিমত নেই কারো। বিলেত থেকে ফুটবলে স্নাতক পাস করে ১৯৮৪ সালে ব্রাজিলে ফেরা মিলার হয়ে আছেন দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির ফুটবল জাগরণের পথিকৃৎ হয়ে। বিলেত থেকে ফেরা মিলারের ফুটবলে ব্রিটিশ-দর্শন থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রাজিলিয়ানরা সেই দর্শন, ধারাকে উড়িয়ে দিয়ে ফুটবল খেলাকে নিজেদের মতো গড়ে নেয়। এক্ষেত্রে দাসপ্রথারও অবশ্য দারুণ ভূমিকা ছিল। একসময় ব্রাজিল ছিল সবচেয়ে বেশি দাস রফতানি করা দেশ। এই কলঙ্ক থেকে ১৮৮৮ সালে 'মুক্তি' মেলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পর্তুগিজভাষী রাষ্ট্রের; সেবার দেশটি থেকে বিলুপ্ত হয় দাসপ্রথা। মুক্ত দাসেরা ছড়িয়ে পড়লেন সবখানে। তাদের মন-মননে জায়গা করে নিল ফুটবল। বহু পথঘাট মাড়িয়ে কৃষ্ণাঙ্গ, দরিদ্র শ্রেণি যখন স্বীকৃত ফুটবলে জায়গা করে নিল, কিংবা তাদেরকে জায়গা করে দিতে কর্তাব্যক্তিরা বাধ্য হলেন, তখন তাদের ফুটবল আর প্রচলিত ফুটবলে রাজ্যের ব্যবধান দেখল দুনিয়া। নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সাম্বা আর জিঙ্গার মিশ্রণে ব্রাজিলের নিম্নবিত্ত শ্রেণি যে ফুটবলের প্রদর্শন করতে লাগলো, তা যেন অর্কেস্ট্রার মোহিত সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করলো। যে মায়াজালে আটকে গেল গোটা দেশ; দিকে দিকে শোনা গেল ফুটবলের জয়গান। নিজেদের যাতনা, কষ্ট, বঞ্চিত থাকার হাহাকার সব যেন ফুটবল গোলকে কিক মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলো ব্রাজিলিয়ানরা। নৃত্যের সালসা আর শারীরিক কসরত যোগ করে ফুটবলকে নবরূপ দিল ব্রাজিল। সেই রূপ গোগ্রাসে উপভোগ করতে লাগলো গোটা দুনিয়া।

তিন.

ফুটবল ব্রাজিলিয়ানদের কাছে নিছকই একটি খেলা নয়। বরঞ্চ তাদের কাছে ফুটবলে খাওয়া, ফুটবলে ঘুম; ফুটবলে হাসা, ফুটবলে কাঁদা তথা খেলাটি একেবারেই জীবনঘনিষ্ঠ। কিংবা জীবনেরই অন্য নাম! শর্ত আছে অবশ্য–হতে হবে নান্দনিক, শৈলী, ধ্রুপদি ফুটবল।

ব্রাজিলিয়ানরা শৈল্পিক ফুটবলকে পূজো দিয়েছে সর্বদা। তাদের কাছে মন্ত্র যেন একটাই–সাম্বার ঝড়ে প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করো, জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ো! ফ্রিদেনরিচ, ডমিঙ্গোস, লিওনিদাস, গারিঞ্চা, পেলে, জিকো, সক্রেটিস, রোমারিও, রোনালদো, রিভালদো, রোনালদিনহোরা যুগে যুগে সেই মন্ত্রেই সঁপেছেন প্রাণ। রূপকথার সৌন্দর্য নিয়ে যেন তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়তো ফুটবল। তাঁদের পায়ের কারুকাজেই দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ দেশটি পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। শতদল ফুটিয়ে ব্রাজিলের ফুটবলকে তাঁরাই নিয়ে গেছেন হিমালয়সম উচ্চতায়। কিন্তু পরের গল্পে কেবলই হাহাকার! সেই ২০০২ বিশ্বকাপ জয়ের পর পেরিয়ে গেছে প্রায় দুই যুগ; পাঁচটি বিশ্বকাপ আসর। একেকটি বিশ্বকাপ এসেছে, ব্রাজিলিয়ানদের হলুদ কান্না মিশে গেছে বেদনার নীল রঙে।

এমন নয় যে ওই কিংবদন্তিদের পরের ধাপে আর সেরকম তারকা পায়নি ব্রাজিল। যে দেশের রক্তে-নৃত্যে ফুটবল, সে দেশে তারকা ফুটবলারের অভাব থাকে কী করে! কাকা, রবিনহো, নেইমাররা এসেছেন, কিন্তু কেটে যাওয়া সুরের সুঁতো আর জোড়া দিতে পারলেন কই তাঁরা! হালের ভিনিসিয়ুস, রদ্রিগো, এনদ্রিক, রাফিনিয়াদের কথাই যদি বলা হয়, সবুজ গালিচায় হলুদ জার্সিতে ফুল আর ফুটে না! বিশ্বকাপ বহুদূর, কোপা আমেরিকায়ও ব্রাজিলকে এখন খুঁজে নিতে হয় কেবল জার্সি দেখে! সবুজের ক্যানভাসে শিল্পের শৈল্পিকতা যেন অতীতের মরচে পড়া গল্প!

চার.

ব্রাজিলের ফুটবল লিগ একসময় দুনিয়াসেরা ছিল। এখন সেই ভিত নড়বড়ে। সেরার মর্যাদা তো সেই কবেই হারিয়ে বসেছে। নাড়ির টান ভুলে গেলে পথ তো বেঁকে যাবেই! গেলবার ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে গিয়েছিল ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্স। সেখানে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে উড়ে যেতে হয়েছে চার গোল খেয়ে। ব্যবধানটা স্পষ্ট। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটির ফুটবলের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাও ছিল অবিশ্বাস্য পর্যায়ের। ভাবা যায়, কোচ নিয়ে পর্যন্ত সংকটে পড়ে গিয়েছিল ব্রাজিল! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে ছিল নিয়ন্ত্রক ফেডারেশনের অনিয়ম, দুর্নীতি।

ব্রাজিলের ফুটবল এখন নেতার অভাবেও ধুঁকছে। অতীতে দেখুন আর বর্তমানে তাকান। বিস্তর ফারাক সহজেই বোঝা যায়। কোনো এক তারকাকে ঘিরে একতাবদ্ধ দলের ঝাঁপিয়ে পড়ার বিষয়টি যেন আর নেই ব্রাজিলে। নেইমার ছিলেন, কিংবা আছেন। কিন্তু তিনিও নিজের খামখেয়ালিপনায় নষ্ট করছেন অমিয় প্রতিভা। সঙ্গে চোট নামক শত্রুর সঙ্গে নিত্য বাস তাঁর। ফলত নেই দলে। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র থাকলেও দলকে একই সুঁতোয় বেঁধে ফেলার কাজটা তিনি করতে পারছেন কই!

এবারের কোপা আমেরিকা শুরু হওয়ার আগে নিজের দল নিয়ে চূড়ান্ত হতাশা গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেননি ব্রাজিল কিংবদন্তি রোনালদিনহো। তিনি বলেছিলেন, 'এই দলে সবকিছুরই অভাব আছে। দৃঢ়তার অভাব, মনের আনন্দে খেলার অভাব, নিবেদনের অভাব।' জহুরির চোখ ঠিকই ধরতে পেরেছে সমস্যা কোথায়। মনের আনন্দে খেলে যাওয়া ফুটবলার এখন কোথায় ব্রাজিলের? লাগামহীন ইউরোপমুখীতা, অর্থের ঝনঝনানি ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারদেরও শিকড়ের টান ভুলিয়ে দিয়েছে। সাম্বার স্বাতন্ত্রতা পেছনে ঠেলে অঙ্কুরেই ইউরোপের দিকে ছুটছেন এনদ্রিকরা। স্কাউটরা (প্রতিভাবান ফুটবলার খুঁজে বের করেন যারা) বাজপাখির চোখ নিয়ে তাকিয়ে, যেই কোনো কিশোর ফুটবলার ঝলক দেখালো, খবর পৌঁছে যায় ইউরোপের ক্লাবগুলোর কাছে। ডলারের ঠেলায় সেই প্রতিভা আর ব্রাজিলের থাকছে না। শিল্পের মর্যাদা হারিয়ে যাচ্ছে শক্তিনির্ভর ফুটবলে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ নাকি ঘুরে দাঁড়ায়। ব্রাজিলের ফুটবলও আক্ষরিক অর্থেই সে অবস্থানে এখন। ব্যর্থতার বিচ্যুতি, হারিয়ে যাওয়া সেলেসাও, সমালোচনার সাগর পেরিয়ে তাদের তো আর পেছন ফেরার সুযোগ নেই! ব্রাজিলের ফুটবলের এখন লক্ষ্য একটাই–ঘুরে দাঁড়াও! আর যদি তা না হয়, তবে কোটি হৃদয়ের বেদনাপ্লুত হলুদিয়া পাখি হয়তো আর উড়বেই না।

আব্দুল খালেক চৌধুরী ঃ সব্যসাচী এক খেলোয়াড়

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

পঞ্চাশ দশকে আজাদ স্পোর্টিং-এর তুখোড় ফুটবলার ভিক্টোরিয়ার হাড় কাঁপানো ফাস্ট বোলার আব্দুল খালেক চৌধুরী বেশ পরিণত বয়সে (৯০) মারা গেছেন। মৃত্যুকালে বিধবা স্ত্রী ছাড়া এক ছেলে ও মেয়ে রেখে গেছেন। আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছাড়াও ফুটবলের দুর্ধর্ষ ফুলব্যাক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। প্রতিপক্ষের আক্রমণের সময় তার ঘাড় সমান উঁচু রিটার্ণ ভলি ছিল ফুটবল অনুরাগীদের দর্শনীয় দৃশ্য। সুদেহী খালেক চৌধুরী ছিলেন তুখোড় এক ফাস্ট বোলার। যার প্রাণবন্ত ব্যাটিং সে সময়ের দর্শকদের উন্মাতাল করে তুলতেন। তার ফাস্ট বোলিং অ্যাকশন বা ভঙ্গি ছিল ইংল্যান্ডের সে সময়ের ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যানের অনুরূপ। তার সময়ে খালেক চৌধুরী ছিলেন ইংল্যান্ডের ইয়ান বোথাম বা দক্ষিণ আফ্রিকার মাইক প্রক্টর- যারা তাদের আগুনঝরা ব্যাটিং বা বোলিং দ্বারা যে কোনো খেলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। ব্যাটিং এর সময় তার ইনিংসের চার বা ছক্কা দেখা ছিল দর্শকদের কাছে বাড়তি পাওনা। তার আগুনঝরা বোলিং-এর মুখোমুখি হতে চাইতো না কোনো ব্যাটসম্যান। ফুটবল বা ক্রিকেট দুটোতেই তার আক্রমণাত্মক খেলা দর্শকের চোখে তাকে প্রিয় করে তুলেছিল। খালেক চৌধুরীর ৫ না ৬ ভাই হকি, ফুটবল, ক্রিকেট বা টেনিস খেলায় চৌকস ছিলেন। খালেক চৌধুরীর আরেক ভাই আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী যিনি প্রথমে একজন আইনজীবী পরে হাইকোর্টের প্রাজ্ঞ বিচারপতি হিসেবে অবসর নেন। তিনিও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং-এর হয়ে ৪০/৫০ দশকে শেষ জীবনে শুধু টেনিস ছাড়াও ক্রিকেট ও হকি খেলে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। খালেক চৌধুরী ও সহযোগী পাঠান ফুটবলার হান্নান খান ১৯৫৫ আজাদ স্পোর্টিং-এর জোড়া বা ফুটবলার জুটি হিসেবে বাহাওয়ালপুরে পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেন। তারা দুজনে দারুণ খেলেন। আশা করা গিয়েছিল তারা দুজনেই পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল টিমে খেলার সুযোগ পাবেন। পাঠান ফুটবলার হান্নান খান পাক কোয়াড্রাঙ্গুলার দলে অন্তর্ভুক্ত হলেও খালেক চৌধুরী বাঙালি বলে বাদ পড়েন। ১৯৫০ সালে ২য় বিভাগ চ্যাম্পিয়ন ফায়ার সার্ভিসের সাথে আজাদ স্পোর্টিং ঢাকা প্রথম বিভাগ লিগে উন্নীত হলে দারুণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শকনন্দিত দলে পরিণত হয়। ১৯৫৮ সালে তারা ঢাকা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সাড়া জাগায়। খেলতে গিয়ে পায়ে ব্যাথা পেয়ে বছর কয়েক আগে খেলা ছেড়ে অবসরে যান।

১৯৬০ সালে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়াতে চাকরি করার দরুণ তাকে আবার ফুটবল মাঠে নামতে হয়। প্রাদেশিক খেলোয়াড় গৌরদাস আমাকে এ টিমে খেলতে অনুরোধ করলে ব্যাংকের ফুটবল টিমে আমার খেলার সৌভাগ্য হয়। খালেক চৌধুরীর মত একজন দিকপাল ফুটবলার ও সব্যসাচী খেলোয়াড়ের সাথে খেলার সুযোগ পাওয়া ছিল আমাদের মত নগন্য খেলোয়াড়ের জন্য এক বিরাট প্রাপ্তি। এ ছাড়া বিভিন্ন ম্যাচে তার আগুনঝরা ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলে পারফর্ম করার সুযোগ হয়েছে। সে সময়ে উয়ারী ক্লাবের পৃথিস দাস ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিংএর খালেক চৌধুরী দেশের (৫০ দশকে) দুই দ্রুততম ফাস্ট বোলার ছিলেন। পিথিস দাস পূর্ব পাকিস্তান ক্রিকেট দলের হয়ে খেলার নিয়মিত সুযোগ পেলেও খালেক চৌধুরী বাছাই ট্রায়ালে সুযোগ না পাওয়া ছিল এক বিরাট রহস্য। অনেকে এ জন্য ভিক্টোরিয়া ও পূর্ব পাকিস্তান দলের ক্যাপ্টেন এ টি এম মোস্তফাকে দায়ী করেন। তিনি খালেক চৌধুরীকে তেমন পছন্দ করতেন না। ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পেলে জাতীয় ক্রিকেট ও ফুটবলে খেলার বিরল সুযোগের অধিকারী হতেন। এ ছাড়া ব্যাটিং এ পিটিয়ে খেলে দ্রুত রান তোলা তার বাড়তি সুবিধা ছিল যা- দলের জন্য বাড়তি অনুপ্রেরণা। এ ছাড়া ঢাকা ক্রিকেট লিগে সর্বাধিক উইকেট প্রাপ্তিদের তালিকায় তার নাম অটুট থাকা ছিল সুনিশ্চিত। সে সময় তার মত ফুটবল ও ক্রিকেট তেমন উচুমানের খেলোয়াড় দ্বিতীয়টি ছিল না। তিনি ব্যাংকিং পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন তার চেয়ে বছর ৪/৫ এর ছোট আমি তার চৌকস খেলার দারুণ গুণগ্রাহী ছিলাম। তার নৈপুণ্য ভাস্বর খেলার ক্যারিয়ার আমাদের স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়। পরে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবে খেলা ও পরে ফুটবল ক্যাপ্টেন হওয়ার সুযোগে খালেক ভাই এর সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়।

আজাদ স্পোর্টিং-এ তার দুর্ধর্ষ নৈপুণ্যের জন্য লিগের বহু টিম অর্থের বিনিময়ে তাকে তাদের দলে খেলাতে চাইলে তার উত্তর ছিল 'না'। তার জীবনে তিনি সব সময় 'ওয়ান টিম ম্যান' ছিলেন। বছর দশেক আগে তার ঘাড়ে বাফুফেও ক্লাবের সেক্রেটারীর গুরু দায়িত্ব এসে পড়লো। তিনি সুষ্ঠুভাবে তা পরিচালনা করেন ক্লাবের জন্য তার মন পড়ে থাকলেও বয়সের জন্য ক্লাবে যাওয়া সম্ভব হয় না। এ বছর তাদের হাতে গড়া আজাদ স্পোর্টিং-এর ৭৫ বছর বা 'ডায়মন্ড জুবিলী ইয়ার'। আর এই বছর তার প্রয়াণ এক অতীব স্মরণীয় ঘটনা। পরম করুণাময় তাকে জান্নাতবাসী করুন।

আব্দুল খালেক চৌধুরী

কিশোরগঞ্জে বঙ্গবন্ধু আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট

কিশোরগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা কিশোরগঞ্জ পুরাতন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রুবেল মাহমুদ এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রাসেল শেখ পিপিএম (বার), জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট এমএ আফজল, কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মো. পারভেজ মিয়া। খেলায় পাকুন্দিয়া হোসেন্দী আদর্শ ডিগ্রি কলেজ টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে গুরুদয়াল সরকারি কলেজকে পরাজিত করে। পরে উভয় দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এ.বি.এম লুৎফর রাশিদ রানা

৪৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. ১৬টি
২. মোহামেডান
৩. মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন

৪৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

~~একেএম মুবরুল হোসাইন~~
~~বেনীচাকী লেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া~~
~~বগুড়া-৫৮০০।~~

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জুলাই ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

৪৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যা কুইজমালার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। মোহাম্মদ রাসেদুল আলম রাসেল, প্রযত্নে- জাহেদ, আমতলী, আলম মঞ্জিল, মাইজভান্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ৫। মো. জাকির উল্লাহ পাভা, সাধারণ সম্পাদক, ক্র.পা.ফো, ঢাকা; ৬। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ৭। ইঞ্জিনিয়ার মাহির আবরার অভ্র, রোড- ২৯, বাড়ি- ১/বি/১, পল্লবী ঝিলপাড়, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬; ৮। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৯। শ্যামল ভৌমিক, ৮১, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১০। সেতু রানী, ৪১ সামসুর রহমান রোড, খুলনা; ১০। রুপম দস্তিদার, অ্যাঞ্জেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১১। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- তারেক আহমেদ, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১২। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৩। ফাহিম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা- ঢাকা; ১৪। মো. মোশাররফ হোসেন, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা ঢাকা-১২৩০; ১৫। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৬। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৭। এম বদরুল ইসলাম বাবু, প্রযত্নে- নাছির মুন্সির বাড়ি, গ্রাম- পশ্চিম ফরহাদাবাদ, ডাক- নুর আলী মিয়ার হাট, থানা- হাট হাজারী, চট্টগ্রাম; ১৮। সাবিকুন নাহার এশী, শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল-৬৭৭, এইচএসসি পরীক্ষার্থী-২০২৪, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, খুলশী, চট্টগ্রাম; ১৯। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন, (টিএন্ডটি অফিসের পূর্বে) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; ২০। অমিত দস্তিদার মন, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২১। শ্রী মুক্তা রানী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২২। প্রত্যয়ী রায়, রুপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর পাড়, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২৩। সোমা দস্তিদার, ৩১নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ২৪। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ২৫। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২৬। মাহমুদা আক্তার ডলি, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ২৭। ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল।

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। অবশ্য কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত/কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ◘ ৪৮ বর্ষ ◘ ১ সংখ্যা ◘ ১৬ জুলাই ২০২৪

প্রশ্ন : দাবায় বাংলাদেশের কতজন গ্র্যান্ডমাস্টার?

প্রশ্ন : দাবায় বাংলাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার কে?

প্রশ্ন : দাবায় জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের কততম গ্র্যান্ডমাস্টার?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২) ....

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল : ....

নয়ন জলে বুক ভেসে যায়

তিন ওভারে ত্রিশ রান
ছয় উইকেট হাতে,
সেই খেলাতে হারলো দেশ
জুন মাসের রাতে।

বিজ্ঞ সাকিব অজ্ঞ হয়ে
কাদের ওপর বল,
খোঁচা দিয়ে ধরা খেল
সাথে সাথে ফল।

লিটন দাসতো এলোমেলো
সহজ ক্যাচটা মিস,
মুশফিকুর হন্যে হয়ে
খুঁজে বেড়ায় পিস।

সারা জীবন খেললো তামিম
দিয়ে মন আর প্রাণ,
এখন সে যুদ্ধ করে অক্ষুণ্ন রাখতে
পরিবারের সম্মান।

খেলার মাঝে দ্বন্দ্ব কিসের
দেশের জন্য খেলা
দিগন্তের ওই অস্তাচলে
যায় ডুবে যায় বেলা।

লেগ বাইতে রান হবে না
আইসিসির এই রুল
এতদিনে প্রমাণ হোন
এই রুলটি ছিল ভুল।

মাহমুদউল্লাহর জোরের বলটি
পড়লো গিয়ে মার্কারামের হাতে
নয়ন জলে বুক ভেসে যায়
ঘুম হয়নি রাতে।

ফারুক হোসেন খান

গত এগারো বছরে সব সংস্করণের আইসিসি টুর্নামেন্ট মিলিয়ে নকআউট পর্বের ৯টি ম্যাচ (৫টি ফাইনাল, ৪টি সেমিফাইনাল) হারার পর এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত

আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান

● মো. রেজাউল হক ●

ঘরের মাঠে ফেবারিট 'তকমা' গায়ে নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করা ভারত টানা জিতেছিল একের পর এক ম্যাচ। কিন্তু শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে আরেকটু হলে তো হারতেই যাচ্ছিল রোহিত শর্মার দল। ১৭৭ রান তাড়া করতে নেমে জয়ের জন্য ৬ উইকেট হাতে নিয়ে শেষ ৩০ বলে ৩০ রানের সহজ সমীকরণ মেলাতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা! 'চোকার' প্রোটিয়ারা জিততে জিততে ৭ রানে হেরে গিয়ে বিশ্বকাপ তুলে দেয় ভারতের হাতে। ২০০৭ সালের পর ভারতীয়রা এই সংস্করণে আবারও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলো রোহিত শর্মার নেতৃত্বে।

আইসিসির টুর্নামেন্টে কতদিন পর ফাইনাল জিতলো ভারত? উত্তর- দীর্ঘ ১১ বছর পর! এক একটি বৈশ্বিক আসরের নকআউট পর্বে উঠবে আর হেরে শিরোপা বঞ্চিত হবে, এটাই যেন হয়ে উঠেছিল ভারতের নিয়তি! ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট, তিন সংস্করণের ক্রিকেটেই গত এগারো বছর ধরে তো এমন ঘটনাই ঘটে আসছিল। সেই ২০১১ সালে ২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় শিরোপা জিতেছিল ভারত, ট্রফির ছোঁয়া পেয়েছিলেন লিজেন্ড শচীন টেন্ডুলকার। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে আয়োজক ইংল্যান্ডকে ফাইনালে নাটকীয়ভাবে ৫ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে শেষ হাসি হেসেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। এরপর আর কোনো আইসিসি ইভেন্টের শিরোপা জিততে পারছিল না ভারত। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার আগে মাঝের সময়ে সব ধরণের আইসিসি ইভেন্টে নকআউট পর্বে মোট ৯টি ম্যাচ হেরেছে ভারতীয়রা। এর মধ্যে ফাইনাল খেলেছে পাঁচবার এবং সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে চারবার। ধোনির অবসরের পর অধিনায়কত্ব পান বিরাট কোহলি। ট্রফি জয়ের ব্যর্থতায় নেতৃত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পর ক্যাপ্টেন্সির আর্মব্যান্ড রোহিত শর্মার হাতে উঠলেও দুর্ভাগ্য কিন্তু পিছু ছাড়েনি ভারতের।

'অভিশাপের শুরু' ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে। সেবার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ। পরপর ৫ ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠা ভারত পাত্তাই পায়নি শ্রীলঙ্কার কাছে, হেরে বসে ৬ উইকেটে। আসরে এই একটা হারই এমএস ধোনি বাহিনীর জন্য হয়ে দাঁড়ায় অনন্ত আক্ষেপের নাম। ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে স্রেফ উড়ে যায় ভারত। কোহলির দলের কপালে জোটে ১৮০ রানের ব্যবধানে দুঃসহ হার। এরপর আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টানা দু'টো ফাইনাল খেললেও দু'বারই হেরে ভারতকে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। প্রথম আসরের ফাইনালে ২০২১ সালের জুনে সাউদাম্পটনে কেইন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ডের কাছে কোহলি বাহিনী পরাজিত হয় ৮ উইকেটে। ওভালে ২০২৩ সালের জুনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতকে ২০৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া।

পরবর্তীতে গত বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে আরেক ট্র্যাজেডির শিকার হয় ভারত। দুর্ভাগ্য বুঝি একেই বলে! পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র একটা ম্যাচে হারই অপ্রতিরোধ্য ভারতকে পুড়িয়েছে স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণায়। লিগ পর্ব থেকে সেমিফাইনাল, দুর্দান্ত দাপটে টানা দশ ম্যাচ জয়ের পর শেষ পর্যন্ত কিনা ফাইনালেই পরাজিত হয় রোহিত শর্মার দল। 'হেক্সা'জয়ী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেটে একতরফাভাবে হেরে তৃতীয় বিশ্বকাপের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরতে হয় স্বাগতিক ভারতকে।

দৃষ্টি দেওয়া যাক ভারতের সেমির গন্ডিতে আটকে যাওয়ার চার ঘটনার দিকে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে ২০১৫ বিশ্বকাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে গিয়ে শেষ চার থেকে ছিটকে যায় ভারত। পরপর সাত ম্যাচ জয়ের পর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৯৫ রানের হার বিদায়-ঘন্টা বাজিয়ে দেয় ধোনির দলের। গত বিশ্বকাপেও একই পরিণতি বরণ করতে হয় ভারতকে। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ আসরের প্রথম সেমিফাইনালে বিরাট কোহলি বাহিনীকে ১৮ রানে পরাজিত করে নিউজিল্যান্ড। ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বার শিরোপা জেতার পথে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারতকে বিধ্বস্ত করে ১০ উইকেটে! এডিলেডে রোহিত শর্মার দলের করা ১৬৮ রান তাড়া করতে নেমে ইংলিশরা কোনো উইকেট না হারিয়েই চার ওভার হাতে রেখে নিশ্চিত করে জয়। ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল ভারত। দ্বিতীয় শিরোপার স্বপ্নে বিভোর এমএস ধোনি বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত ১৯২ রানের বড় সংগ্রহ গড়েও ক্যারিবীয়দের কাছে হেরে যায় ৭ উইকেটে। পরে প্রথম দল হিসেবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মাস ছয়েক আগের গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের দুঃস্বপ্ন এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতকে চোখ রাঙানি দিলেও শেষ পর্যন্ত 'কুফা' কাটিয়ে শিরোপার দেখা পেয়েছে রোহিত শর্মার দল।

ঢাকাবাসীর গর্ব ওয়ান্ডারার্স ক্লাব

ইকরামউজ্জামান

পূর্ব বাংলার ফুটবলের সুবর্ণময় ইতিহাসে পুরোনো ঢাকাবাসীদের ভালোবাসা এবং আবেগে মোড়ানো প্রিয় ক্লাব-ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের গৌরবউজ্জ্বল ভূমিকা সব সময় স্মরণীয় হয়ে আছে। ঢাকার সুপ্রাচীন প্রথম বিভাগে ফুটবল লিগ, শিল্ড এবং অন্যান্য টুর্নামেন্টে পুরো পঞ্চাশ দশক এবং মধ্য ষাট দশক পর্যন্ত এই ক্লাবের ফুটবল শিল্পীদের চোখ জুড়ানো নৈপুণ্যের মাধ্যমে ক্লাবকে বার বার বিজয় স্বাদ উপহার দেওয়ার শিহরণ জাগানো সেই গল্প ইতিহাসে সোনালী হরফে লেখা আছে। লেখা আছে ঢাকার মাঠে দুইটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ঢাকা ওয়ান্ডারার্স এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে ফুটবলের সেই দ্বৈরথ। একটা সময় ছিল যখন যে কোনো মহলে ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে আলোচনা হলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের গৌরবময় কীর্তি এবং খেলোয়াড়দের মাঠের নৈপুণ্যের কথা উঠে আসতো। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সমর্থক এবং ভক্তরা ক্লাবের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন নিয়ে গর্ববোধ করতেন। ঘরোয়া ফুটবলে প্রাধান্যের আলোচনায় ঢাকাবাসীরা দীর্ঘ সময় ধরে বলতে পেরেছেন মাঠে আমরা সেরা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সেই সবুজ ঘাসের মাঠে আর ক্লাবের প্যাভেলিয়ন পুরো দিনের সমর্থক ও ভক্তদের স্মৃতিপটে এখনো উজ্জ্বল। ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ছিল পূর্ব বাংলার ফুটবলের বাতিঘর।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ফুটবলের আরেকটি গৌরবের বিষয় হলো তৎকালীন পাকিস্তানের দিনগুলোতে যে সব পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি খেলোয়াড় পাকিস্তানের জাতীয় দলের আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খেলেছেন, যে সব খেলোয়াড় পূর্বপাকিস্তানের হয়ে পাকিস্তানের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে পূর্ব পাকিস্তান দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যে কয়জন খেলোয়াড় পূর্বপাকিস্তান থেকে গিয়ে ভারতের কলকাতার লিগে বিভিন্ন দলের হয়ে সুনামের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন–এদের একটি বড় অংশ কোনো না কোনো সময়ে ওয়ান্ডারার্সের হয়ে ঢাকার লিগ এবং অন্যান্য টুর্নামেন্টে খেলেছেন। শুধু তাই নয় ওয়ান্ডারার্স দলে খেলেছেন, এক সময় খেলা ছাড়ার পর জাতীয় দলের প্রশিক্ষক হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় দল এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের (শেখ মো. সাহেব আলী, আবদুর রহীম, গফুর বালুচ প্রমুখ) ফুটবল দলের প্রশিক্ষকের দায়িত্বও পালন করেছেন। খেলা ছাড়ার পর ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের প্রশিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ অনেক বছর ক্লাবের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন এম ওয়াজেদ এবং এই ক্লাবে এক সময় খেলেছেন এদের কেউ কেউ অন্যান্য ক্লাবেও প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ক্লাবকে শিরোপা জিতিয়েছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন মোহামেডানের আশরাফ চৌধুরী, আলী ইমাম এবং অন্যান্যরা।

শেখ মো. সাহেব আলী প্রথম বাঙালি খেলোয়াড় যিনি পাকিস্তান দলের হয়ে খেলেছেন ১৯৫৩ সালে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্নামেন্টে। রাইট ব্যাক সাহেব আলী ওয়ান্ডারার্সে প্রথম খেলেছেন ১৯৫১ সালে। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল টুর্নামেন্টে পাকিস্তান জাতীয় দলে ছিলেন নবী চৌধুরী। তখন তিনি ঘরোয়া লিগে খেলতেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে। ১৯৫৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলেছেন নবী চৌধুরী, ফজলুর রহমান আরজু, আবদুর রহিম। তারা তিনজন কোনো না কোনো সময় ওয়ান্ডারার্সের হয়ে ঘরোয়া ফুটবলে মাঠে আলো ছড়িয়েছেন।

পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলে প্রথম বাঙালি অধিনায়ক নবী চৌধুরী। সুদর্শন এই ফুটবল তারকা ১৯৫৮ সালের টোকিও এশিয়ান গেমসে পাকিস্তান দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই দলে আরও বাঙালি খেলোয়াড় ছিলেন আশরাফ, কবীর, মারী, গজনবী, মঞ্জুর হাসান মিন্টু। তারা প্রত্যেকে এক সময়ে ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের খেলোয়াড় হিসেবে ফুটবল রসিক মহলে আলোচিত হয়েছেন।

প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান লিখেছেন '১৯৫০ সালে ঢাকা ফুটবল লিগে ওয়ান্ডারার্স ক্লাব প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাদের গৌরবময় সাফল্যের যাত্রা শুরু করে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব পরের এগারো বছরে (১৯৫০-৬০) ছয়বার প্রথম বিভাগ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক অসাধারণ নজির গড়ে। এ সময় বাকি বছরগুলোতে তারা বেশির ভাগ সময় রানার্সআপ হয়। উল্লেখ্য ১৯৫৫ সালে বন্যা জনিত কারণে লিগ খেলা ৭৫ ভাগ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বন্ধ বা পরিত্যক্ত না হলে সে বছরও তাদের শিরোপা জয় নিশ্চিত ছিল। এই সময়ে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের নাম সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।' (মাঠ-গ্যালারি-স্টেডিয়াম) ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ঢাকাবাসীদের গর্বের ক্লাব। শেষবারের মতো ঢাকার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৯৬০ সালে। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন গোলরক্ষক মঞ্জুর হাসান মিন্টু। ওয়ান্ডারার্সে এ দলে ছিলেন মো. জাকারিয়া পিন্টু (পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রথম অধিনায়ক এবং মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের অধিনায়ক) আরও ছিলেন দেবনাথ, গফুর বালুচ, সাইফুদ্দিন, প্যাট্রিক, রেমন্ড, খসরু প্রমুখ। উল্লেখ্য ঢাকার লিগে খেলেছেন (ওয়ান্ডারার্সের হয়ে) মঞ্জুর হাসান মিন্টু, তিনি ক্লাবকে দলগত খেলার মাধ্যমে শিরোপা উপহার দিয়েছেন। মঞ্জুর হাসান মিন্টু একটি সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের সাধারণ সম্পাদক ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকার ফুটবলে কোনো ক্লাবে এ ধরনের নজির এখন পর্যন্ত নেই। ১৯৬০ সালের লিগে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স চ্যাম্পিয়ন হলেও মোহামেডান স্পোর্টিং কিন্তু অপরাজিত রানার্সআপ হয়েছে। ভারত বিভক্ত হবার পর আবার ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের শুরু ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৯ সালে ওয়ান্ডারার্স প্রথম লিগে রানার্সআপ হয়। শুরু হয় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ফুটবলের গৌরবময় যাত্রা। এবছরই (১৯৪৯) ওয়ান্ডারার্স প্রথমবার রোনাল্ডসে শিল্ড জেতে।

ষাটের দশকে ঢাকার ফুটবলে বয়স্ক ঢাকাইয়াদের আবেগ আর ভালোবাসা, স্কুল ছাত্রের সেই অভিজ্ঞতা সত্তরঊর্ধ্ব বয়সে এখনো তাড়া করে। সেই সব দিনগুলোতে ফুটবল ছিল নির্মল আর সরলতায় ভরপুর। রোদ আর বৃষ্টি উপেক্ষা করে খেলা উপভোগের মধ্যে ছিল অন্য ধরনের আনন্দ।

১৯৫৬ সালে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব বড় ধরনের একটি ধাক্কা খায়। প্রথমে এর প্রভাব নিয়ে মাথা না ঘামালেও পরবর্তী সময়ে মাঠে ক্লাবের

একচেটিয়া সাফল্য এর বড় ধরনের প্রভাব লক্ষণীয় হয়েছে। ক্লাবের একজন কর্মকর্তার অশালীন মন্তব্য এবং খারাপ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে সেন্টার ফরোয়ার্ড বাহরামের নেতৃত্বে ক্লাবের সব খেলোয়াড় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদ করেন। কর্মকর্তা ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিলেন অনড়। এতে করে বাহরাম, ফজলুর রহমান আরজু, আশরাফ চৌধুরী মারী, শাহ আলম, সামাদ কবীর, গজনবী প্রমুখ কলা ও কুশলী খেলোয়াড় একযোগে ওয়ান্ডারার্স ছেড়ে মোহামেডানে যোগ দেন। মোহামেডান হাতে আসমান পায়। এই সব পরীক্ষিত খেলোয়াড় পেয়ে মোহামেডান শক্তিশালী দল গঠন করে লিগ শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে। এদিকে ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের নবী চৌধুরী, ওয়াজেদ মিয়াজী, কুদরত উল্লাহ ভূইয়া, এফ আর খান, নান্না প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত দলটি শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালের লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে লিগে মোহামেডান দলটি ছিল অনেক বেশি গোছানো এবং সংঘবদ্ধ। মোহামেডান লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রথম ১৯৫৭ সালে। এরপর তারা আর তারা পেছনে ফিরে তাকায়নি। ১৯৬২ সালে আগাখান গোল্ডকাপে চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং দ্বিতীয় ঢাকার দল হিসেবে। ঢাকার দল হিসেবে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৯৫৯ সালে মোহামেডান। মনে আছে ১৯৬৩ সালে আগাখান গোল্ডকাপের ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে ফেবারিট ঢাকা ওয়ান্ডারার্স হেরে যায় পাকিস্তান ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে দলের কাছে ২-১ গোলে। হারার পর নয়া বাজারের 'খালেক চাচা' বলেছিলেন আল্লাহর নামে 'শিন্নি' ঠিক ঠাক দেওয়া হয়নি।

একটা সময় যখন ঢাকার ফুটবল মানেই ছিল ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। বলা হতো ঘরোয়া ফুটবলের 'পাওয়ার হাউস'। প্রথম থেকেই ঢাকার সর্দাররা ছিলেন এই ক্লাবের প্রতি শতভাগ সহানুভূতিশীল। ঢাকার মতি সর্দার, মাজেদ সর্দার, আফিলউদ্দিন সর্দার এবং পুরোনো ঢাকার বিত্তবানরা শুরু থেকেই ক্লাবকে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা দিয়েছেন। এ ছাড়া ছিল ঢাকার নবাবের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতা। এতে করে সম্ভব হয়েছে একটি শক্ত ভিতের ওপর সংগঠনটি দাঁড় করানো।

সেই পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে ক্লাব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সাংগঠনিক দক্ষতা, দূরদর্শিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। এস.এ. মহসিন, মোজাম্মেল হক, এম ওয়াজেদ আলী মিয়াজি, এম আকবর আলী প্রমুখ দীর্ঘসময় ধরে দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্লাবের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে জড়িয়ে ছিলেন আগা ইউসুফ সাহেব। এখানে উল্লেখ্য যে দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ক্লাবের একটা নিবীড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর কিছু বন্ধু ক্লাবের সাংগঠনিক দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্লাব সম্মানিত করেছে। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ কামাল এক সময় এই ক্লাবের বাস্কেটবল দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স শুধু ফুটবলে নয়, ক্রিকেট, হকি, অ্যাথলেটিকস, সাইক্লিং এবং বাস্কেটবলেও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে–ক্রীড়াঙ্গনের সেরা ক্লাব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে খুব সংক্ষেপে শুধুমাত্র ফুটবলের সোনালী অতীতকে নিয়ে আলোকপাত করা হলো। উপমহাদেশের ক্লাব ফুটবলের মানচিত্রে এক সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের অবস্থান ছিল জ্বলজ্বলে।

দুই.

কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগ লিগ থেকে প্রমোশন পেয়ে ১৯৩৪ সালে প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ খেলতে নেমে প্রথম বছরেই ইংরেজ দলগুলোর প্রাধান্য খর্ব করে স্থানীয় দলগুলোর মধ্যে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়। এরপর পরের মৌসুমে আবার চ্যাম্পিয়ন ১৯৩৫ সালে।

১৯৩৬ সালে লিগ শিরোপা জয়ের পাশাপাশি ভারতের দ্বিতীয় দল হিসেবে আইএফএ শিল্ড জেতে মোহামেডান। মোহামেডানের এই সাফল্য শুধু কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে নয়–আমাদের পূর্ব বাংলায়ও দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। মোহামেডানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৩৭ সালে তৎকালীন ঢাকার কলতাবাজার, রায় সাহেব বাজার, বংশাল, ইমামগঞ্জ, নয়াবাজার, চকবাজার এবং ইসলামপুরের ক্রীড়া সংস্কৃতি অনুরাগী যুবক একত্রিত হয়ে গঠন করেন মুসলিম ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। ক্লাবের প্রথম সভাপতি বনেদি ও ধন্যাঢ্য খাঁ পরিবারের সন্তান ইয়ার মোহাম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল হাই (কালু ব্যাপারী)। এই ক্লাব গঠনে আলাউদ্দিন, সিরাজউদ্দিন, আবদুল কাদের, জুম্মন ব্যাপারী, চান মিয়া, সাহাবউদ্দিন প্রমুখের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা ছিল।

১৯৩৯ সালে ঢাকা মুসলিম ওয়ান্ডারার্স ক্লাব দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম বিভাগে উন্নীত হয়। এবছরই ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং প্রথম বিভাগ লিগ থেকে 'রেলিগেটেড' হয়ে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায়। ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে এক বিশেষ জরুরি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'ঢাকা মুসলিম ওয়ান্ডারার্স' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব'।

ক্লাবের দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক খেলোয়াড় ওয়ান্ডারার্সের সাদাকালো জার্সি গায়ে জড়িয়ে ফুটবল খেলেছেন। এই তালিকাটিও অনেক বড়– যা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। উপরে আলোচনায় বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে। এর পর আরও কিছু বাঙালি খেলোয়াড়ের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো যারা এক সময়ে মাঠে ঢাকা ওয়ান্ডারার্সকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, ক্লাবের গৌরবময় দিনগুলোতে তারা হলেন– আলাউদ্দিন খান, তারাপদ রায়, বলাই দে, ইউজিন গোমেস, কামরুজ্জামান, মেসবাহ, প্যাট্রিক, জর্জ ম্যাকওয়া আইজ্যাক, চাদ, কালীপদ, উপেন, মহারাজ, বলাই, মদন, নান্না মিয়া, ওয়াজেদ গাজী, নুরু মিয়া, খান মজলিস, হাজিফউদ্দিন, শহীদুর রহমান সান্টু, মাহবুব, শামসু, আবদুল হামিদ, রবসন প্রমুখ।

দীর্ঘ সময় ধরে যে ক্লাবটি দেশের ফুটবলকে মাতিয়ে রেখেছিল–সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ক্লাবের ফুটবলের উজ্জলতা শুধু ম্লান হয়নি–সংগঠনটির ভাবমূর্তিও বিভিন্ন কারণে ক্ষুন্ন হয়েছে। আলোকিত ফুটবল চত্বর থেকে 'নজরের বাইরের' ফুটবল চত্বরে চলে গেছে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ১৯৯৫ সালে লিগে অবদমিত হয়ে। তবে ক্লাবের ফুটবল আলো মিটি মিটি করে জ্বলছে এরও অনেক আগের থেকে। অবদমিত হয়ে ওপরে উঠা, আবার অবদমিত হওয়ার পর ১৯ বছর পর প্রাক্তন ফুটবলার আবু ইউসুফের চ্যালেঞ্জ নেওয়া প্রশিক্ষণে এবার প্রথম প্রিমিয়ার লিগে স্থান করে নিয়েছে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। ক্লাবের এই পুনর্জন্মকে ঘরোয়া ফুটবলে আশীর্বাদ এবং ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ফুটবল পর্যবেক্ষকরা।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি, প্রিমিয়ার লিগ পরিচালনা কমিটির গভর্নিং বডির সভাপতি এবং বসুন্ধরা কিংস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মো. ইমরুল হাসান মনে করেন 'ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের একটি সুবর্ণময় অতীত এবং ঐতিহ্য আছে। এই ক্লাবটি প্রিমিয়ার লিগে উঠেছে এসেছে–এটি দেশের ফুটবলের জন্য অবশ্যই ইতিবাচক লক্ষণ। প্রিমিয়ার লিগে দল নামানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের মতো দলের জন্য অর্থ প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না। এই ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঢাকাবাসীদের অনেক আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং ভালোবাসা। দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পাল্টে গেছে। এক সময়ের পুরান ঢাকাবাসীরা এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব ভালো এবং সম্মানজনক অবস্থানে আছেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতা পেলে অর্থ কোনো বড় সমস্যা হবে বলে মনে করি না। ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দক্ষতা, দূরদর্শিতা, সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিকতা এবং দায়বদ্ধতার বিকল্প নেই। বিকল্প নেই দলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে।

আন্তর্জাতিক অধ্যায় কি শেষ রোনালদোর

● মেহেদী হাসান জনি ●

হৃদয় ভেঙেই ইউরো থেকে বিদায় নিতে হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে। বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নও পূর্ণ হয়নি। নিজের দেশের পাবলিক ব্রডকাস্টার আরটিপিকে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বলেছিলেন, এবারের ইউরোই তার শেষ। ফ্রান্সের কাছে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে বিদায় নিতে হচ্ছে পর্তুগালকে। সেই সঙ্গে সিআরসেভেনকেও।

তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী পেলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গ কিংবা ফুটবল ঈশ্বর খ্যাত দিয়েগো ম্যারাডোনা ছায়া বা দীর্ঘদিনের চির প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে পথচলার সঙ্গী হিসেবে, তিনি সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের মধ্যে কোথায় আছেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকবে চিরকাল। তারা সবাই বিশ্বকাপ জিতেছে, যা রোনালদো জিততে পারেননি। তবে জাতীয় দলের জার্সিতে পরিসংখ্যানের দিক থেকে ৩৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়ের রেকর্ডের শেষ নেই।

ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স ও পর্তুগাল। সেই ম্যাচেই নাটকীয়ভাবে পর্তুগালকে হারিয়ে সেমিতে পৌঁছে গেল এমবাপ্পের ফ্রান্স। টাইব্রেকার শেষ হলো ফ্রান্সের পক্ষে ৫-৩ ফলাফলে। ফ্রান্সের সকলেই পেনাল্টি শুটআউটে জালে বল জড়ালেও পর্তুগালের হয়ে মিস করে বসেন জোয়াও ফেলিক্স।

টাইব্রেকারে প্রথম শটটাই জালে জড়ান রোনালদো। ম্যাচের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর তাকে আবেগরুদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পুরোনো সতীর্থ পেপে আবেগে থরোথরো হয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে উপুড় করে দেন রোনালদোর জার্সিতে। মহাতারকা এরপরে দীর্ঘদিনের জাতীয় দলের সতীর্থকে সাময়িক সান্ত্বনা দিয়েই হাঁটা শুরু করেন ড্রেসিংরুমের পথে।

২০১৬ তে ইউরোর শিরোপা জিতেছিল পর্তুগাল। সেবার ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়েছিল তারা। শুক্রবার রাতে রোনালদোদের এই হারে যেন সেই বৃত্ত পূর্ণ হল। যে দলকে হারিয়ে তার পর্তুগালের চ্যাম্পিয়ন হওয়া, সেই দলের কাছে হেরেই রোনালদোদের বিদায়।

পর্তুগালের জার্সিতে এটাই রোনালদোর শেষ ম্যাচ কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে কোচ রবার্তো মার্টিনেজ বলেন, ম্যাচের পর এটা নিয়ে কথা বলার সময় হয়ে উঠেনি। তবে এখনো কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, রোনালদো জাতীয় দলের যোগ্য দাবিদার ,তার কারণেই সে খেলছে। এখন দলে অনেক তরুণ তাই দলে রোনালদোর প্রয়োজন আছে।

ভক্সপার্কস্টাডিয়নে ফ্রান্সের কাছে পরাজয়টি ছিল রোনালদোর ২১২তম ম্যাচ। পরিসংখ্যানের দিক থেকে ২০০৩ সালে পর্তুগালের হয়ে অভিষেক হওয়া রোনালদোর সমকক্ষ খুব কমই রয়েছে।

কাজাখস্তানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে লুইস ফিগোর বদলি হিসেবে হাফটাইমে মাঠে নামার সময় তার বয়স ছিল ১৮ বছর। কয়েকদিন পরেই তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে স্বাক্ষর করেছিলেন। প্রাক-মৌসুম প্রীতি ম্যাচে দলের রক্ষণভাগকে যন্ত্রণা দেওয়ার পরে তখনকার ম্যানেজার অ্যালেক্স ফার্গুসন তার অনেক সম্ভাবনা দেখেই ভিড়িয়েছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে।

ছয়টি ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা প্রথম কোনো ফুটবলার সিআরসেভেন । ৩০ ম্যাচে তার ১৪ গোলও ইউরোর রেকর্ড।

ইউরো বাছাইপর্বে রোনালদো গোল করেছেন ৫৫টি, বিশ্বকাপের ৫টি আসরে ২২ ম্যাচ খেলে ৮ গোল করেছেন। দেশের হয়ে ১৩০ গোল আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের শীর্ষে বসিয়েছে তাঁকে।

দেশের হয়ে ২১ বছর খেলে আসা রোনালদো পাঁচটি ব্যালন ডি'অর পুরস্কার জয়লাভ করেছেন। এখনও এই যাত্রার আবসান ঘটেনি। তবে এখন দেখার পালা এখানেই কি রোনালদোর আন্তর্জাতিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে কি না। সময়ই হয়তো সেই উত্তর দিয়ে দিবে।

এ ছবি কার-৫৮৩-এর সঠিক উত্তর
আবু হায়দার রনি
(ক্রিকেটার)

'এ ছবি কার'-৫৮২ বিজয়ী

স্বপ্ন বাবু
২৬ রাজি পাড়া লেন
খুলনা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেকের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জুলাই ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৮৫

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কুপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। -সম্পাদক

ছবিটির নাম ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা ....

....

....

মোবাইল :..

এ ছবি কার-৫৮৩ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা- ১। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। মোহাম্মদ রাসেদুল আলম রাসেল, প্রযত্নে- জাহেদ, আমতলী, আলম মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ৫। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৬। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্র.পা.ফো, ঢাকা; ৭। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ৮। মানজুর আরমান দীপ্র, রোড- ২৯, বাড়ি-১/বি/১, পল্লবী ঝিলপাড়, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬; ৯। সাইফুর রহমান ভূঁইয়া, ২৮/৬, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, ২য় তলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ১০। শ্যামল, প্রযত্নে- নাজেরা, ২নং আক্তার চেম্বার, ৮১, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১১। স্বপ্ন বাবু, ২৬ রাজি পাড়া লেন, খুলনা; ১২। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকুল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৩। প্রিদিপ দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০, জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৪। অমিত দস্তিদার মন, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০, জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৫। সোমা দস্তিদার, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১৬। প্রত্যয়ী রায়, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর পাড়, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৭। রবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ১৮। শ্রী মুক্তা রানী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৯। ফাহিম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা- ঢাকা; ২০। মো. মোশাররফ হোসেন, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা ঢাকা-১২৩০; ২১। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- তারেক আহমেদ, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ২২। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ২৩। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ২৪। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ২৫। এম বদরুল ইসলাম বাবু, প্রযত্নে- নাছির মুন্সির বাড়ি, গ্রাম- পশ্চিম ফরহাদাবাদ, ডাক- নুর আলী মিয়ার হাট, থানা- হাট হাজারী, চট্টগ্রাম; ২৬। ইসমাঈল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর, বরিশাল; ২৭। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন, (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; ২৮। মাহমুদা আক্তার ডলি, টিএফ ক্যাসেল, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ২৯। ডা. তারেক আহমেদ, টি এফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ী রোড; বরিশাল।

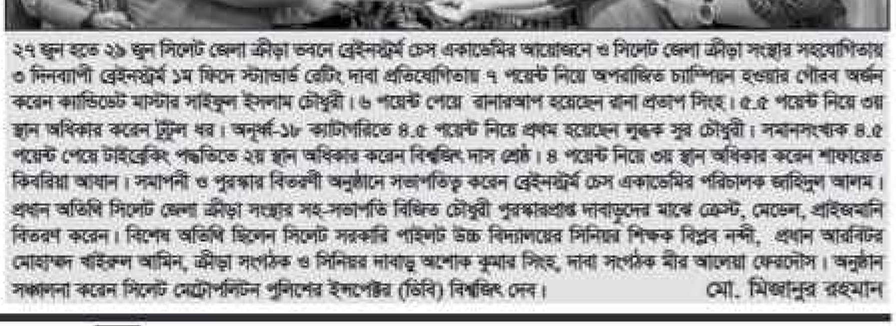

২৭ জুন হতে ২৯ জুন সিলেট জেলা ক্রীড়া ভবনে ব্রেইনস্টর্ম চেস একাডেমির আয়োজনে ও সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় ৩ দিনব্যাপী ব্রেইনস্টর্ম ১ম ফিদে স্ট্যান্ডার্ড রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় ৭ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন ক্যান্ডিডেট মাস্টার সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। ৬ পয়েন্ট পেয়ে রানারআপ হয়েছেন রানা প্রতাপ সিংহ। ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে ৩য় স্থান অধিকার করেন টুটুল ধর। অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাটাগরিতে ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম হয়েছেন লুব্ধক সুর চৌধুরী। সমানসংখ্যক ৪.৫ পয়েন্ট পেয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে ২য় স্থান অধিকার করেন বিশ্বজিৎ দাস শ্রেষ্ঠ। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ৩য় স্থান অধিকার করেন শাফায়েত কিবরিয়া আযান। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রেইনস্টর্ম চেস একাডেমির পরিচালক জাহিদুল আলম। প্রধান অতিথি সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি বিজিত চৌধুরী পুরস্কারপ্রাপ্ত দাবাড়ুদের মাঝে ক্রেস্ট, মেডেল, প্রাইজমানি বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক বিপ্লব নন্দী, প্রধান আরবিটার মোহাম্মদ খাইরুল আমিন, ক্রীড়া সংগঠক ও সিনিয়র দাবাড়ু অশোক কুমার সিংহ, দাবা সংগঠক মীর আলেয়া ফেরদৌস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর (ডিবি) বিশ্বজিৎ দেব। মো. মিজানুর রহমান

বিশ্বকাপে সিনিয়র ও জুনিয়রদের ভূমিকা সবাই দেখেছেন

ইকরামউজ্জমান

সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ক্রিকেট প্রেমিকরা আক্রমণাত্মক ও দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আইসিসির বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে স্বাগতিক দুই দেশের (যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ) উইকেটে দুই রকম আচরণ সচেতন মহলকে অবাক করেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনো দু'টো সেমিফাইনাল এতো বিবর্ণ এবং স্বাদহীন হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে এশিয়া এবং আফ্রিকা এই দুই মহাদেশ নবম টি-টোয়েন্টি যে বার্তা দিয়েছে সেটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপে ভালো খেলতে হলে, জিততে হলে জয়ের ক্ষুধা নিয়ে চাপ সামাল দিয়ে দল হিসেবে, ইউনিট হিসেবে ভালো খেলতে হবে। খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের পাশাপাশি নিজের খেলার ওপর বিশ্বাস এবং সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখা কত জরুরি সেটা তো দেখলাম। ভারত যে এতগুলো বছর পর অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা টিম হিসেবে দুর্দান্ত ইতিবাচক ক্রিকেট খেলেছে। খেলার সঙ্গে ভাগ্য জড়িত আছে তবে সামর্থ্য থাকলে নিয়তির আশীর্বাদ মেলে। ভারত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গতিটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

দর্শকরা বরাবর উত্তেজনা লোভী। ক্রিকেট সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন 'জনতাকে দোষ দিও না। সে নগদ সওদার খরিদদার। তার একমাত্র পণ্য উত্তেজনা। দর্শককে তুমি দার্শনিক হতে বলো না। তাকে তুমি শুধু জাগিয়ে রাখো দাঁড় করিয়ে রাখো। যে পরিতৃপ্ত হতে চায় না, সে প্রজ্জলিত হতে চায়।'

ক্রিকেট মাঠে দর্শকরা আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পূজারী সেই প্রথম থেকেই। স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের তিরিশ দশকের কথা চিন্তা করুন। টেস্ট ক্রিকেটে একদিনে তিনশতের বেশি রান তখন দর্শকদের টেনেছে। অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান আউট হলে অনেক দর্শক মাঠ ছেড়ে চলে যেতেন। তাদের কথা হলো খেলা দেখে আর মজা নেই।

বিশ্বকাপ শুরু থেকে ভারতকে বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে নেতিবাচক এই অভিযোগ আইসিসি হজম করেছে। বণিকবৃত্তি আর স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে যে কোনোভাবে খুশি রাখার খেলা ক্রিকেট, বিশ্বে দেশে দেশে সাধারণ মহল বুঝলেও তাতে বিব্রত হয়নি আইসিসি। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভারত না থাকলে যে দুধ সেবন সম্ভব হবে না। মানুষের রচিত ক্রিকেটের নাটক রীতি নীতিতে পার্থক্য আছে।

বিশ্বকাপে গ্রুপের চারটি খেলার মধ্যে জিতেছে বাংলাদেশ দল তিনটি (শ্রীলঙ্কা, নেদারল্যান্ডস এবং নেপাল) খেলায়। তীরে এসে তরী ডুবেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। চার রানে হেরেছে বাংলাদেশ দল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এবারই প্রথম গ্রুপ এইটে স্থান করে নিয়েছে আমাদের ক্রিকেট দল। অপ্রিয় শোনালেও সত্যি দুর্বল মানসিক বল, খেলোয়াড়দের সামর্থ্যকে সঠিকভাবে পড়তে না পারার অক্ষমতা, তাদের প্রতি বিশ্বাসে ঘাটতি এবং দেশ ছাড়ার আগে টপ-অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ফর্মহীনতায় ভোগার পরিপ্রেক্ষিতে টিম ম্যানেজমেন্ট সাহস এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারেনি—আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো গ্রুপ এইটে উঠা।

বাংলাদেশ দল গ্রুপ এইটে উঠেছে আর এই ক্ষেত্রে বোলারদের অবদান নব্বই ভাগ। টপ-অর্ডার ব্যাটসম্যানরা বিশ্বকাপ খেলতে নেমে ছন্দ ফিরে পাননি। সিনিয়র খেলোয়াড়রা বিশ্বকাপের 'অ্যাসাইনমেন্টে' প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স প্রদর্শনে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনচারজন জুনিয়র খেলোয়াড় রিশাদ হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, তানজিম হাসান এবং অন্যরা দলকে দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে টেনে নিয়ে গেছেন। এটি অনেক বড় প্রাপ্তি এবং সন্তুষ্টি। সিনিয়র খেলোয়াড় সাকিব, মাহমুদউল্লা, লিটন দাস, সৌম্য সরকার, নাজমুলের যে ধরনের ভূমিকা পালন করা প্রত্যাশিত ছিল তা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করতে পারেনি এটাই বাস্তবতা। কিন্তু শেষ খেলায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে যখন বিভিন্ন সমীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সেমিফাইনালে খেলার সমূহ সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল তখন দলটি এই সম্ভাবনা গ্রহণ করতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রয়োজন ১২.১ ওভারে ১১৬ রান। বাংলাদেশ দলের তিন উইকেট পড়ে যাবার পর দল নেতিবাচক চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে লড়াই বাদ দিয়ে দিয়েছে। অথচ তারা যদি সাহসের সঙ্গে লড়াই করতো তা হলে হয়তো আমাদের ক্রিকেট একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ ছিল। মানসিক দুর্বলতা নিয়ে খেলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আফগানিস্তানের কাছে আম-ছালা দুটোই তুলে দিয়েছে। এই বিষয়টি শুধু দেশের মানুষকে ধাক্কা দিয়েছে তা নয়—ক্রিকেট বোর্ড এবং তার প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসানকে অসন্তুষ্ট এবং বিব্রত করেছে। দলের অধিনায়ক শান্তর স্ববিরোধী বক্তব্য রসিক মহলকে অবাক করেছে আর সেটি হলো বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সে তিনি অধিনায়ক হিসেবে সন্তুষ্ট আবার অসন্তুষ্ট! এটি কি ধরনের কথা।

দেশের ক্রিকেটের অনেকগুলো সমস্যার একটি হলো ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্বার্থে মিডিয়াতে ভিত্তিহীন নিত্যনতুন স্টোরি তৈরি করিয়ে ক্রিকেট চত্বরে ভুল বোঝাবুঝি এবং অস্থিরতা বিরাজ করানো। দেশের ক্রিকেট সংহতিতে এটি ক্ষতিকর। ভারতের বিপক্ষে চীফ কোচ তাসকিনকে দলে স্থান দেননি। বিষয়টা হলো তাসকিন হোটেল থেকে সময় মতো টিমের বাসে দলের সঙ্গে আসতে পারেননি। পরে এসেছে নিজের মতো করে। সব কিছুর একটি নিয়মকানুন আছে। যখন তিনি দলের সঙ্গে এসে পৌঁছেছেন তখন দল মাঠে নামতে আর কয়েক মিনিট বাকি ছিল। শ্রীলঙ্কান কোচ কে বিদায় করে দেওয়ার এখতিয়ার শুধু তো আছে বোর্ডের। শ্রীলঙ্কান কোচকে বিদায় করতে পারলেই— মনের আশা পূর্ণ হবে এমনটি ভাবার সুযোগ নেই। কে এক নায়ক আর কে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ড্রেসিং রুমের এসব কথাবার্তা বাইরে কারণ জোগান দেন। কোনো কোনো খেলোয়াড়কে টিম ম্যানেজমেন্ট দেখতে পারে না— এসব গবেষণা তো দলের ঐক্যে ফাটল ধরায়।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একটা ধারাবাহিকতা আসতে 'লংওয়ে টু গো'। অনেক রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। অনেক মেহনত করতে হবে। দল নতুন করে পুনর্গঠন করে অনেক কাজ করতে হবে। খেলোয়াড়রা এই খেলায় অভ্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী, সাহসী এবং শক্ত মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে। বাংলাদেশ দলটি এখন 'ডেভোলপিং' পর্যায়ে আছে। এখন দরকার 'বেস্ট অ্যাপ্রোচ এবং বেস্ট কম্বিনেশন'। খেলোয়াড়দের বুঝতে হবে কিভাবে টি-টোয়েন্টি খেলতে হয় এবং ইনিংস তৈরি করতে হয়।

দল অনেক আগেই দেশে ফিরে এসেছে। পুরো সফরের প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি, সফলতা এবং ব্যর্থতা নিয়ে হাতে সময় নিয়ে পর্যালোচনা এবং আলোচনার দরকার আছে। দরকার আছে সম্ভাবনা, দুর্বলতা এবং হুমকি নির্ণয় করা। প্রয়োজন নেই তথাকথিত 'তদন্ত কমিশন' গঠন। মাঠে এবং মাঠের বাইরে কি ঘটেছে এখন সব কিছুই স্পষ্ট। ক্রিকেটে স্বপ্ন হোক ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংঘটিত। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অন্যরা এগিয়ে চলেছে। আমাদের উচিত ক্রিকেটে ধর্মসমতুল্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করা। আমরা তো বার বার বলতে পারব না 'আমাদের টার্গেট নেক্সট বিশ্বকাপ।' পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য এই আশ্বাস তো ইতোমধ্যেই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ২০২৮ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে পরবর্তী বিশ্বকাপ টি-টোয়েন্টি। আমাদের টার্গেট হোক এই টুর্নামেন্টে আমরা সেমিফাইনালে খেলবো। আর সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই কাজ শুরু করা হোক।

শব্দজট-৬০৬

হা	বি	বা	ই	স	লা	ম		না
শি						নি		হি
ম	ঈ	ন	আ	লী		র	শি	দ
আ		বা		ব্রা				রা
ম	নি		হ	য়া		ঘা		না
লা			নী		ন			
	ল	তা			মা	হি	দু	ল
					সা			ভ
	কা	গি	সো	রা	বা	দা		ন

শব্দজট-৬০৮

১								
		২						
				৩				৪
							৫	
				৬				
		৭						৮
		৯						

শব্দজট-৬০৬ বিজয়ী

সানজিদা আক্তার সাজিদা
প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শব্দজট-৬০৬ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেকের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ জুলাই ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

নাম..

ঠিকানা..

....

....

মোবাইল :..

শব্দজট ৬০৮-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশি

১. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ডানহাতি প্রথম সারির ব্যাটার; ২. জাতীয় দলের বাঁহাতি টপঅর্ডার ব্যাটার; ৩. দেশি অন্যতম অলরাউন্ডার; ৫. ক্রিকেট খেলার একটি উপকরণ ; ৬. আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪-এ বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের নামের প্রথমাংশ; ৮. অজি সাবেক ফাস্ট বোলারের নামের শেষাংশ; ৯. আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪-এ বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ম্যাচসেরা অলরাউন্ডার।

সূত্র : উপর-নিচ

১. বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়; ২. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার; ৩. বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের একজন ফরোয়ার্ড; ৪. ক্রিকেট খেলার একটি উপকরণ; ৭. বেলজিয়াম ফুটবল দলের বর্তমান কোচ।

মাহমুদা আক্তার ডলি
প্রযত্নে- ডা. তারেক আহমেদ
টিএফ ক্যাসেল, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল।

শব্দজট-৬০৬-এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৩। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। রাখি রানী, রূপগঞ্জ বাজার, নড়াইল; ৬। শিল্পা ভৌমিক, ২৬ ফরাজী পাড়া লেন, খুলনা; ৭। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৮। রূপম দস্তিদার, মনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; সোমা দস্তিদার, ৩১নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৯। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ১০। শ্রী মুক্তা রানী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১১। অমিত দস্তিদার মন, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১২। প্রত্যয়ী রায়, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর পাড়, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৩। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৪। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৫। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৬। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- তারেক আহম্মেদ, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১৭। ফাহিম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা- ঢাকা; ১৮। মো. মোশাররফ হোসেন, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা ঢাকা-১২৩০; ১৯। এম বদরুল ইসলাম বাবু, প্রযত্নে- নাছির মুন্সির বাড়ি, গ্রাম- পশ্চিম ফরহাদাবাদ, ডাক- নুর আলী মিয়ার হাট, থানা- হাট হাজারী, চট্টগ্রাম; ২০। মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, আইডি-২৬১৮, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইউনিলিভার বাংলাদেশ লি. ৫১ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২০৮; ২১। মাহমুদা আক্তার ডলি, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ২২। ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ২৩। সাদমান মাহমুদ (সিয়াম) জারিয়া টাওয়ার, গ্রীণ ভ্যালী সোসাইটি, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম।

চাঁদপুর জেলা ক্রিকেট লিগ চ্যাম্পিয়ন টিম ডাকাতিয়া

চাঁদপুর প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ ২০২৩-২৪ এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ৮ জুন ২০২৪ তারিখে চাঁদপুর প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ ২০২৩-২৪ এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। জেলা ক্রিকেট লিগের ফাইনাল খেলায় প্রথমবার অংশগ্রহণে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শিরোপা জিতেছে 'টিম ডাকাতিয়া'। তারা স্থানীয় আবহানী ক্রীড়া চক্রকে ৩৪ রানে হারিয়ে ড্যাফোডিল চাঁদপুর প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ শিরোপা জিতে নেয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর জেলার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কামরুল হাসান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিপিএম, পিপিএম (বার), জাহিদুল ইসলাম রোমান, সহ-সভাপতি, চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ক্রিকেট লিগের স্পন্সর ড. মো. সবুর খান, চেয়ারম্যান, ড্যাফোডিল গ্রুপ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন চাঁদপুর জেলার ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বাবু। প্রথম বিভাগ জেলা ক্রিকেট লিগে ৮টি দল অংশ নেয় এবার। ম্যাচ শেষে জেলা প্রশাসক বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

মিজানুর রহমান

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

● মো. নূর হোসেন (মাসুম) ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬
দৈনিক আজাদ ২৭ জুলাই ১৯৬৬
মোহামেডানের বিজয় অভিযান অব্যাহত
ওয়ারী ক্লাব ৮-১ গোলে পরাজিত

ঢাকা মোহামেডান-৮ ওয়ারী ক্লাব-১
(মুসা-৩, গফুর-২, শামসু-২, প্রতাপ-১) (জামিল আখতার)

ঢাকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একমাত্র খেলায় গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৮-১ গোলে ওয়ারী ক্লাবকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিয়া প্রথম রাউন্ড অপরাজিতভাবে খেলা শেষ করিয়াছে। বিজয়ী দলের ইহা দ্বাদশ খেলায় দ্বাদশ জয়লাভ। চমৎকার রৌদ্রকরোজ্জল ময়দানে আলোচ্য দিনের খেলা শুরু হয়। হাওয়ার অনুকূলে থাকিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ওয়ারী দলের রক্ষণভাগে পরপর আক্রমণ ধারা রচনা করে। খেলার ১০ মিনিটের মধ্যে মুসার দুইটি তীব্র শট বারে লাগিয়া ফেরত আসে। রাইট আউট প্রতাপও একটি গোল করিবার সুযোগ হারান। খেলার ১৫৭ মিনিটের সময় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শামসুর একটি শট ওয়ারী দলের গোলরক্ষক তপন দৃঢ়তার সহিত প্রতিহত করে। ২২ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু একটি বল পিছনে লেফট হাফ গফুরের নিকট দিলে গফুর কোনাকুনি এক শটের সাহায্যে দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। ২৫ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট আউট প্রতাপের একটি লব হইতে লেফট আউট মুসা হেড করিয়া দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। অল্পক্ষণের মধ্যে বিজয়ী দলের রাইট আউট প্রতাপ স্বীয় প্রচেষ্টায় বিপক্ষ দলের লেফট ব্যাক নূরুল ইসলামকে ডজ দিয়া চমৎকার এক শটের সাহায্যে তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। বিরতির পূর্বে ওয়ারী দলের লেফট আউটের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফটইন জামিল আখতার একটি গোল পরিশোধ করেন (৩-১)। বিরতির ৩ মিনিট পর ওয়ারী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথের পা হইতে মোহামেডান দলের গোলরক্ষক নূরুন নবী ড্রাইভ দিয়া একটি নিশ্চিত বল রক্ষা করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৩ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের গফুরের নিকট হইতে আবদুল্লাহ ও বশিরের পা ঘুরিয়া একটি বল সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসুর নিকট আসে। শামসু উহা হইতে সহজেই চতুর্থ গোলটি করেন (৪-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২১ মিনিটের সময় মোহামেডান দলের গফুরের একটি ফ্রি কিক শামসু আয়ত্তে আনিয়া লেফট আউট মুসার দিকে ঠেলিয়া দেন। বিজয়ী দলের মুসা উহা হইতে স্বীয় দলের পক্ষে পঞ্চম গোলটি করেন (৫-১)। আরও ৫ মিনিট পর বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু আরও একটি গোল করেন (৬-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২৬ মিনিটের সময় শামসুর নিকট হইতে একটি বল পাইয়া বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা সপ্তম গোলটি করেন (৭-১)। ৩১ মিনিটের সময় বিজয়ী দিলের গফুর তীব্র এক শটের সাহায্যে শেষ গোলটি করেন (৮-১)।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নূরুন্নবী, জহীর, তোরাব আলী, আসলাম, গফুর, রসুল বক্স, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শামসু, বশির, মুসা।
ওয়ারী ক্লাব : তপন, ইলিয়াস, মাহমুদ হোসেন, নূরুল ইসলাম, নূরুল আমিন, ফাইজু, আলী আহমেদ, আজিজ, নিশীথ, জামিল, সাদেক।
রেফারী : মহিউদ্দিন চৌধুরী।

দৈনিক পাকিস্তান ২৮ জুলাই ১৯৬৬
ভিক্টোরিয়ার ১-০ গোলে জয়লাভ।
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১ ফায়ার সার্ভিস-০ (মিন্টু)

গতকল্য বুধবার ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও ফায়ার সার্ভিস দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ভিক্টোরিয়া দল অতিকষ্টে ১-০ গোলে জয়লাভ করে। ভিক্টোরিয়া দলের খেলা অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় তাহারা গোলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারে নাই। অপর দিকে খেলায় পরাজিত হইলেও ফায়ার সার্ভিস দল অধিক সময় ভিক্টোরিয়ার দিকে বল চাপাইয়া রাখে। গোল পরিশোধে, এমনকি জয় লাভের অনেক সুযোগ পাইয়াও তাহারা সুযোগ সন্ধানী খেলোয়াড়ের অভাবে গোল দিতে পারে নাই। খেলার শেষ কয়েক মিনিটে বিজয়ী দল বিজিতের উপর ক্রমাগত চাপাইয়া রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। খেলার তৃতীয় মিনিটে ভিক্টোরিয়ার লেফট ইন ফতেহ লেফট আউট মিন্টুকে বল দিলে সে তৎপরতার সাথে খেলার একমাত্র গোল করেন।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং কার : দুলু, আব্দুল্লাহ, আলী মোহাম্মদ, হাসান, মনসুর, মাসুদ, সুলতান, আজিম, ইউনুস, ফতেহ মোহাম্মদ, মিন্টু।
ফায়ার সার্ভিস : মোতালেব, মজিবর, আবুল হাসান, জলিল, বিমল, সামাদ, আবুল হোসেন, শরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, ওহাব।
রেফারী : ঈসা খান।

পুলিশ দলের জয়লাভ
ঢাকা পুলিশ এসি-২ পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে-১
(নাজির-২) (ওয়াসিউর রহমান)

পুলিশ ও পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় পুলিশ দল ২-১ গোলে জয়লাভ করে। পুলিশ দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড নাজির ২টি গোল করেন। রেল দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ওয়াসিউর রহমান ১টি গোল করেন।

দৈনিক আজাদ ২৯ জুলাই ১৯৬৬
রেল দলের বিরুদ্ধে মোহামেডানের ২-০ গোলে জয়লাভ।
ঢাকা মোহামেডান-২ পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে-০
(শামসু, আবদুল্লাহ)

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় শক্তিশালী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করিয়াছে। ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রেল দলের খেলোয়াড়েরা খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখেন। বিজিত দলের গোলরক্ষক কয়েকটি নিশ্চিত বল রক্ষা করেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আলোচ্য দিনের খেলা শুরু হইবার দীর্ঘ ২৮ মিনিটকাল পর্যন্ত শক্তিশালী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা রেলদলের রক্ষণভাগের নিকট চরমভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মোহামেডান স্পোর্টিং দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করিবার কয়েকটি সুযোগ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেও গোলে ঠিকমত শট করিতে না পারায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোন গোল হয় নাই। খেলার ২৫ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট কামাল বিপক্ষ দলের গোলমুখে একটি গোল করিবার মত বল পাইয়া গোল করিতে ব্যর্থ হন। খেলার ২৮ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট ইন আবদুল্লাহর নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। বিরতি পর্যন্ত বিজয়ী দল একটি গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৫ মিনিটের সময় রেল দলের লেফট আউট গোল পরিশোধের একটি সুযোগ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেও আসলামের দৃঢ়তার দরুণ গোলটি পরিশোধ করিতে পারেন নাই। বিরতির ৮ মিনিট পর মোহামেডান দলের লেফট আউট মুসা একটি কর্নার শট করিলে লেফট ইন আবদুল্লাহ হেড করিয়া দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। খেলার শেষ পর্যন্ত বিজয়ী দল আরও কয়েকটি গোল করিবার চেষ্টা করিয়াও বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের দৃঢ়তার দরুণ আর কোন গোল হয় নাই।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নূরুন্নবী, জহীর, তোরাব আলী, আসলাম, রসুল বক্স, কাদের, কামাল, বশির, শামসু, আবদুল্লাহ, মুসা।
পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে : নূর মিয়া, সামাদ, নিরঞ্জন, মোজাম্মেল, মুকুল, শাহজাহান, মানিক বর্মণ, আজাদ, কুতুবউদ্দিন, ওয়াসির রহমান, ইয়াকুব।
রেফারী : নজর মোহাম্মদ।

রহমতগঞ্জ দল ১ গোলে পরাজিত
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১ রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(ইলিয়াস)

আউটার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দল ১-০ গোলে রহমতগঞ্জ এমএফএস দলকে পরাজিত করিয়া মূল্যবান দুইটি পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধের ২৯ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ইলিয়াস জয়সূচক গোলটি করেন।

দৈনিক আজাদ ৩০ জুলাই ১৯৬৬
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের সহজ বিজয়
ওয়ারী দল ৭-২ গোলে পরাজিত।
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৭ ওয়ারী ক্লাব-২
(ওমর-৩, আব্বাস-৩, আসলাম-১) (নিশীথ, জামিল)

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল শুক্রবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একমাত্র খেলায় শক্তিশালী ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব অতি সহজেই ৭-২ গোলে ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। হাওয়ার অনুকূলে খেলা শুরু করিয়াও শক্তিশালী ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা দীর্ঘসময় পর্যন্ত গোল করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। খেলার ১০ মিনিটের মধ্যে ওয়ারী ক্লাবের লেফট ইন জামিলের দুইটি তীব্র শট ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের গোলরক্ষক হাকিম প্রতিহত করেন। ১৫ মিনিটের সময় ওয়ারী দলের গোলরক্ষক তপন বিপক্ষ দলের লেফট ইন আসলামের একটি শট দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করেন। খেলার ২৪ মিনিটের সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের রাইট হাফ খলিলের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড ওমর দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। বিরতির ৫ মিনিট পূর্বে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের রাইট আউট ইউসুফ একটি বল বিপক্ষ দলের গোলমুখে ঠেলিয়া দিলে রাইট ইন আব্বাস স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন (২-০)। অল্পক্ষণের মধ্যে ওয়ারী দলের লেফট আউট আজিজ গোল পরিশোধের একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। বিরতি পর্যন্ত বিজয়ী দল (২-০) গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৯ মিনিটের সময় ওয় রী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ একটি গোল করিবার মত সুযোগ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেও বিপক্ষ দলের স্টপার হাসান দৃঢ়তার সহিত বলটি বিপদমুক্ত করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১১ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট আউট ইউসুফের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া রাইট ইন আব্বাস তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৩ মিনিটের সময় ওয়ারী দলের রাইট আউটের একটি লব লেফট আউট আজিজ হেড করিলে বলটি বারে লাগিয়া ফেরত আসে। ঐ মুহূর্তে ওয়ারী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ দ্রুতগতিতে গিয়া বলটিকে গোলে প্রবেশ করাইয়া একটি গোল পরিশোধ করেন (৩-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২০ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ওমর স্বীয় প্রচেষ্টায় স্বীয় দলের চতুর্থ গোলটি করেন (৪-১)। অল্পক্ষণের মধ্যে বিজয়ী দলের আসলাম ও ওমরের পা ঘুরিয়া একটি বল আব্বাসের নিকট আসিলে আব্বাস সহজেই আরও একটি গোল করেন (৫-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৩০ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট আউট ইউসুফের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফট ইন আসলাম পরবর্তী গোলটি করেন (৬-১)। কিছুক্ষণের মধ্যেই আব্বাসের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ওমর দর্শনীয়ভাবে স্বীয় দলের পক্ষে সপ্তম গোলটি করেন (৭-১)। খেলা শেষ হইবার ২ মিনিট পূর্বে বিজিত দলের লেফট ইন জামিল ১টি গোল পরিশোধ করেন (৭-২)।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : হাকিম, আলাউদ্দিন, হাসান, বামিশা, খলিল, আলী হাফিজ, ইউসুফ, আব্বাস, ওমর, আসলাম, হাফিজউদ্দিন।
ওয়ারী ক্লাব : তপন, ইলিয়াস, মোহাম্মদ হোসেন, নূরুল ইসলাম, ফাইজু, মোহসিন, তপন চৌধুরী, আলী আহমেদ, নিশীথ, জামিল, আজিজ।
রেফারী : মুনির হোসেন।

দৈনিক সংবাদ ৩১ জুলাই ১৯৬৬
প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলা
শিল্পোন্নয়ন দলের নিকট আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের ৬-১ গোলে পরাজয় বরণ।
ইপিআইডিসি-৬ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১
(হাশিম-২, মারী-২, টুলু-১,
আব্দুল্লাহ আকবর-১) (নাসিম)

গতকল্য শনিবার স্থানীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ইপিআইডিসি দল ৬-১ গোলে উদীয়মান খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে। ইপিআইডিসি দলের পক্ষে সেন্টার ফরোয়ার্ড হাশিম দুইটি, রাইট ইন মারী দুইটি, লেফট আউট টুলু ও রাইট হাফ আবদুল্লাহ আকবর একটি করিয়া গোল করেন। ইহা ছাড়া খেলার শেষ পর্যায়ে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট ইন নাসিম একটি গোল পরিশোধ করেন। খেলায় ইপিআইডিসি দল একতরফা প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রাখে। এই দিন দলের নিয়মিত সেন্টার ফরোয়ার্ড হাবিবের স্থলে প্রথমার্দ্ধে হাশিম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে মারী খেলেন। আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের রক্ষণভাগ ইপিআইডিসি দলের সমঝতাপূর্ণ আক্রমণ ধারার ফলে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। শুধু মাত্র স্টপার মোবাশ্বের ও লেফট হাফ লালু দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। খেলার ১২ মিনিটে সময় শিল্পউন্নয়ন দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হাশিম ক্ষিপ্রগতিতে একটি বল লইয়া আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের গোলের সম্মুখে অগ্রসর হয়। গোলরক্ষক সম্মুখভাগে অগ্রসর হইলে তিনি শূন্য গোলে শট করিলে বলটি প্রতিহত হয়। লেফট ইন জব্বার পুনরায় শট করিলে বলটি বাহিরে চলিয়া যায়। ইহার দুই মিনিট পরেই আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট আউট লব করিলে রাইট আউট নজরুল তীব্র শট করেন। কিন্তু বলটি বাহিরে চলিয়া যায়। খেলার ১৮ মিনিটের সময় শিল্প উন্নয়ন দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হাশিম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মধ্যে মাঠ হইতে বল লইয়া ৩০ গজ দূর হইতে গোলে শট করেন। গোলরক্ষক ঝাপাইয়া বলটি রক্ষার চেষ্টা করিয়াও অপারগ হন। বলটি বারে লাগিয়া গোলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে (১-০)। খেলার ২১ মিনিটের সময় শিল্প উন্নয়ন দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হাশিম রাইট সলিমুল্লাহর নিকট হইতে পাস পাইয়া চমৎকার গোল করেন (২-০)। ইহার দুই মিনিট পরেই শিল্প উন্নয়ন দলের লেফট আউট টুলু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দূর হইতে কোণাকোণি শট করিয়া গোলরক্ষককে পরাভূত করেন (৩-০)। বিরতি পর্যন্ত শিল্প উন্নয়ন দল ৩-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। বিরতির তিন মিনিটের সময় শিল্প উন্নয়ন দলের রাইট ইন মারী আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের গোলের সম্মুখে তীব্র শট করিলে বলটি ক্রস বারের উপর দিয়া চলিয়া যায়। ইহার তিন মিনিট পরেই শিল্প উন্নয়ন দলের লেফট আউট টুলু একটি চমৎকার লব করেন। সলিমুল্লাহ উহা হেড করিলে বারে লাগিয়া ফেরত আসে। মারী পুনরায় হেড করিয়া গোলরক্ষককে পরাভূত করেন (৪-০)। বিরতির দশ মিনিটের সময় দর্শনীয় কর্ণার শট হইতে শিল্প উন্নয়ন দলের রাইট হাফ চমৎকার গোল করেন (৫-০)। এই গোলের অল্পক্ষণ পরেই সেন্টার ফরোয়ার্ড মারী হাশিমের নিকট হইতে পাস পাইয়া আরও একটি গোল করেন (৬-০)। ২৬ মিনিটের সময় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট আউট বাটু লব করিলে নজরুল হেড করেন। কিন্তু বলটি বাহিরে চলিয়া যায়। খেলা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট পূর্বে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট ইন নাসিম দূর হইতে শট করিয়া শিল্প উন্নয়ন দলের গোলরক্ষক স্বপনকে পরাভূত করেন (৬-১)।

ইপিআইডিসি : স্বপন, মোর্শেদ, আমিন, সাইফউদ্দিন, মারী, মুসা, সেলিম, আবদুল্লাহ, আকবর, হাশেম, জব্বার, টুলু।
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : ইয়ার মোহাম্মদ, আহমেদ, মোবাশ্বের, রব, রাব্বি, লালু, নজরুল, নাসিম, প্রণয় বর্মন, সাবের, বাটু।
রেফারী : জনাব সুন্না রশীদ।

দৈনিক পাকিস্তান ১ আগস্ট ১৯৬৬
পাক পিডব্লিউডি'র জয়লাভ।
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-১ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০
(জানি)

গতকল্য রবিবার ঢাকা স্টেডিয়ামে পাক পিডব্লিউডি ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় পাক পিডব্লিউডি ক্লাব ১-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৯ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের লেফট ইন জানি একক প্রচেষ্টায় এই গোলটি করেন। খেলার প্রথমার্দ্ধের প্রথম দিকে ভিক্টোরিয়া দল গোল দেওয়ার ৩টি সুযোগ পায়। খেলার শেষ সময়ে ভিক্টোলিয়া দল গোল পরিশোধের একটি অপূর্ব সুযোগ নষ্ট করে। পাক পিডব্লিউডি দল আরও অধিক গোল দেওয়ার সুযোগ পায়, কিন্তু আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায় অধিক গোল হয় নাই।

(চলবে)

নারী ক্রিকেট দল এশিয়া কাপে ভালো ক্রিকেট খেলুক

● ইকরামউজ্জমান ●

পূর্ব কথন

এক.

ক্রিকেটে ইতিবাচক চিন্তা সাহস, আত্মবিশ্বাস, নিজের সামর্থ্যের ওপর আস্থা, মনোসংযোগ এবং মানসিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খেলা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকার পাশাপাশি বুঝতে হবে কীভাবে পরিস্থিতি মানিয়ে খেলতে হবে, এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মাস দুয়েক আগে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল বাংলাদেশে এসে সিরিজ খেলেছে প্রথমবার– আর সেই সিরিজে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে পুরোপুরি 'আউট পেইড' হয়েছে বাংলাদেশ নারী দল। এটি অবশ্য অপ্রত্যাশিত কিছু নয়! যেটি চিন্তার বিষয় হিসেবে নির্ণয় হয়েছে সেটি হলো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট কি 'রাইট ডিরেকশনে' চলছে? টিম ম্যানেজমেন্ট এবং ক্রিকেট পরিচালনা কমিটি সবকিছু বুঝেও অনেক শক্তি সীমাবদ্ধতার জাল থেকে বের হতে পারছেন না? পুরুষ ক্রিকেটের মতো নারী ক্রিকেটও তো সারা বছরের খেলা হওয়া উচিত।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে আসার অন্যতম কারণ হলো আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নারী বিশ্বকাপ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের লড়াইয়ের মঞ্চে নামার আগে কন্ডিশন এবং উইকেটের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। আর এর জন্যই তারা সিলেটে ম্যাচগুলো খেলেছে। অস্ট্রেলিয়া নারী দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার অ্যালিসা হিলি দলের নেতৃত্বে ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত রাতের ভোজের পর অ্যালিসা হিলির সঙ্গে কফি খেতে খেতে আমার কথা হয়েছে। প্রথমে তিনি কিছুটা ইতস্তত করলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ জানিয়েছেন।

তাঁর কথা হলো–'বাংলাদেশ নারী দলের মেয়েদের বয়স কম। অভিজ্ঞতা কম। খেলতে হবে সংঘবদ্ধ ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টি কথাই যদি বলি তা হলে 'পাওয়ার প্লে' থেকে শুরু করে একটা রীতি বজায় রেখে খেলতে হবে। টপ-অর্ডারদের অনেক দায়িত্ব আছে। একদিন টপ-অর্ডার ভালো করলো তো আরেকদিন লোয়ার অর্ডাররা কোনো মতে টেনে নিয়ে গেল এটি সুস্থতা নয়। বাংলাদেশের বোলাররা হঠাৎ হঠাৎ আমাদেরকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলেছে। আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে সেটি উতরে গেছি। তবে বাংলাদেশের ব্যাটারদের নিয়ে আমাদের তেমন ভাবতে হয়নি। সবচেয়ে বড় জিনিস কি ভালো সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো– আর তা একটি বাস্তবধর্মী সুস্থ প্রসেসের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশ নারী দলকে অনেক বেশি ক্রিকেট খেলতে হবে। এই ক্ষেত্রে শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে দেশে-বিদেশে দ্বিপক্ষীয় সিরিজগুলো ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে। ক্রিকেটের মানোউন্নয়নের তো শেষ কথা নেই। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতেছে ২০১৮ সালে। দেশের বাইরেও ম্যাচ জিতেছে। এগুলো অনেক বড় অনুপ্রেরণা। লম্বা সময় পাড়ি দিতে হবে– তবে সবকিছুই নির্ভর করছে ক্রিকেট কাঠামো, পেশাদার মানসিকতা, ইচ্ছায় শক্তি, ক্ষুধা মেটানো এবং নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ওপর। বাংলাদেশ তো মাত্র কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে– আর অন্যরা তো অনেক বছর ধরে। এটি অবশ্যই সব সময় বিবেচনায় রাখতে হবে। হেসে হেসে বলছেন কখনো আসা করা উচিত নয় বাংলাদেশ নারী দল এখনই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের সামর্থ্য রাখে–এতে করে হতাশার জন্ম হয়। বাংলাদেশ অবশ্যই অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজে হারাতে পারবে–যখন তারা সেই সামর্থ্যের অধিকারী হবে।

দেশের হয়ে ক্রিকেট খেলুক?

নারী ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট সব সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার খুব সুযোগ নেই এরপর তারা যতটুকু করেছে–খুব একটা কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয়নি। এটিরও বিভিন্ন কারণ আছে। তখনি দল পুনর্গঠন করা সহজ হবে যখন অনেক খেলোয়াড় হাতে থাকবে। ক্রিকেট তো খেলা হয় সীমাবদ্ধ গতিতে। এই ক্রিকেট থেকে অনেক বেশি সম্ভাবনার খোঁজ মিলবে কিভাবে? নারী ক্রিকেটারদের মাসিক বেতন বোর্ড নাড়াচাড়া করে কিছুটা ভদ্রজনক অবস্থায় নিয়ে এসেছে। যদিও তা পুরুষদের থেকে অনেক অনেক পেছনে। পুরুষদের মতো নারী ক্রিকেটাররা ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলেন। যা হোক বেতন এবং সুযোগ বৃদ্ধি অবশ্যই নতুন একটি প্রেরণা নারী ক্রিকেটারদের খেলাকে আকড়ে ধরার ক্ষেত্রে। উইকেট কীপার ও ব্যাটসম্যান নিগার সুলতানার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড অভিজ্ঞ এবং তরুণ

দুই.

নারী এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট উৎসব এবার শ্রীলঙ্কায়। পর্দা উঠবে ১৯ জুলাই। আর সাঙ্গ হবে ২৮ জুলাই। অংশগ্রহণকারী দেশ ৮টি। আটটি দল দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মহাদেশীয় সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টে খেলবে। 'এ' গ্রুপে আছে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। আর 'বি' গ্রুপে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। দু'টি গ্রুপের শীর্ষ দুইটি দল সেমিফাইনালে খেলবে। গ্রুপের প্রথম খেলা বাংলাদেশ খেলবে ২০ জুলাই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এরপর যথাক্রমে ২২ ও ২৩ জুলাই থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ার বিপক্ষে।

আইসিসির ক্রিকেট বিশ্বায়নে এশিয়া মহাদেশ থেকে কেমন সাড়া মিলছে এটি নিয়ে একটি চৌকস নিবন্ধ রচনা করেছেন মাইক বারবার ইংল্যান্ডের সাবিং হিলে সাপ্তাহিক কলামে। তাঁর বক্তব্য হলো এশিয়ার অনেক দেশের ক্রীড়াঙ্গনের নারী-পুরুষ সমতার জন্য প্রয়োজন পুরুষদের সহায়তা ও সমর্থন। এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি ঘাটতি আছে এখনো। নারীর ক্ষমতায়ন সমাজে বড় জরুরি। এর জন্য প্রয়োজন নারী সহায়ক পরিবেশ। পাশাপাশি দরকার পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তন ও সর্বাত্মক সমর্থন। তিনি আরও লিখেছেন শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নারী এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। ক্রিকেটের এই উৎসব দেখতে ভিড় জমাবেন পুরুষ ও নারী দর্শক। তারা টি-টোয়েন্টির চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট উপভোগ করবেন টিকিট ক্রয় করে। কিন্তু পুরুষরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন–সবাই চান তাদের মেয়ে, বোন এবং স্ত্রী খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের প্রয়োজন আছে যদি 'ফিটনেস' এবং ফর্ম থাকে। এক বছরের বেশি সময় পরে জাহানারা আলম ও রুমানা আহমদকে আবার জাতীয় দলের স্কোয়াডে এসেছেন। তাঁরা দুইজন ছন্দে আছেন। এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের প্রয়োজন আছে দলে।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট অনেক বেশি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট। এখানে চাপ সামাল দিয়েই খেলতে হবে। এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দারুণ কিছু করে দেখিয়ে দেবে এ ধরনের চিন্তা কারো নেই। ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট মহল চাইছে নারী দল তাদের সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট খেলুক। চেষ্টা করুক টুর্নামেন্টে দাগ কেটে আলোচিত হতে। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট উইংসের চেয়ারম্যান সফিউল আলম চৌধুরী এমপি সম্প্রতি একটি দৈনিকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'আমরা যদি আমাদের নারী ক্রিকেটের পারফরম্যান্সের গ্রাফ লক্ষ্য করি তা হলে কিন্তু এটি খারাপ নয়। এটি ঠিক সম্প্রতি দেশে অনুষ্ঠিত দুইটি সিরিজে নারী দল ভালো করতে পারেনি। কিন্তু এই দুইটি সিরিজের আগে নারী দলের পারফরম্যান্স ছিল আশাব্যঞ্জক। আশা করি শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল ভালো করবে, এশিয়া কাপ উপভোগ করবে। আমরা কিন্তু ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগেও জিতেছি। দলের যে সামর্থ্যে আছে তা সময় মতো প্রতিফলিত করতে পারলে আসা করা যায় এশিয়া কাপে নারী দল ভালো করবে। আমরা তো অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। তবে রূঢ় বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নয়।

এবারও অভিশাপ ঘুচাতে ব্যর্থ স্বাগতিকরা

মো. হাছিবুল বাসার

ক্রিকেটের অন্য দুই সংস্করণের চাইতে কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে দলগুলোর মধ্যে ব্যবধান খুবই সামান্য, ফেবারিটের তকমা নিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করা যায় না। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগের আট আসরে ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে স্বাগতিক দল শিরোপা উৎসবে মাতার নজির নেই। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি, নবম আসরে স্বাগতিক হিসেবে খেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের পথচলা শেষ আটে থেমেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জমজমাট আসরের তালিকায় এবারের আসর নিশ্চিতভাবে শীর্ষে থাকবে। গ্রুপ পর্ব, সুপার এইট, সেমিফাইনাল হয়ে ফাইনাল পর্যন্ত ছিল টানটান উত্তেজনা, লো স্কোরিং ম্যাচও ছড়িয়েছে উত্তেজনা। প্রথমবার বিশকাপের মঞ্চে খেলা যুক্তরাষ্ট্র সামর্থ্যের সেরাটা দিয়ে আলো ছড়িয়েছে। 'এ' গ্রুপের হয়ে খেলতে নেমে পাকিস্তানকে হারের লজ্জা দিয়েছে, সেই হারে গ্রুপ পর্ব খেলে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিদায়ঘণ্টা বেজেছে।

রান আউটের পর মাঠেই বসে পড়েন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল। অন্যদিকে প্রোটিয়াদের সেমিতে তোলার মঞ্চ গড়ে উদযাপনে মাতেন শামসি-নরকিয়ারা

ক্রিকেটবোদ্ধারা যুক্তরাষ্ট্রকে শিরোপার দৌড়ে না দেখলেও অপর স্বাগতিক রাষ্ট্র ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঠিকই শিরোপার অন্যতম দাবিদার ভেবেছে। প্রথম দল হিসেবে ছোট সংস্করণে দুবার ট্রফি জেতা দলটাকে ফেবারিটের তালিকায় না রেখে উপায়ও ছিল না। শেষ একবছরে এই সংস্করণে তারা ছিল দুর্দান্ত, দাপট দেখিয়েছে সব ক্রিকেট পরাশক্তির সাথে। দলের খেলোয়াড়রা কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে বেশ পারদর্শী, খেলেন বিশ্বের বড় বড় সব ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে। কিন্তু প্রোটিয়াদের কাছে শেষ আটের ম্যাচে হেরে তৃতীয়বার ট্রফি উচিয়ে ধরার স্বপ্ন ভেঙে যায়। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট যে স্বাগতিক দলের বাড়তি সুবিধা আর ফেবারিট তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়, সেটি ফের প্রমাণিত হয়। সেমিফাইনালের আগে ক্যারিবীয়রা বাদ পড়ে একটা ধারা অব্যাহত রাখলো, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে না স্বাগতিক দল!

২০০৭ সালের প্রথম আসরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দিয়ে শুরু, এরপর ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান, অস্ট্রেলিয়ার পর এবার সাক্ষী ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর যুক্তরাষ্ট্র। দশটি দেশে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর বসলেও আশ্চর্যকর ব্যাপার হচ্ছে স্বাগতিক দল হয়ে কেউই শিরোপার মুখ দেখেনি। প্রতিবারই যেন কোনো এক অজানা অভিশাপ তাড়া করে আয়োজকদের। তবে স্বাগতিক রাষ্ট্র হয়ে শিরোপার খুব কাছাকাছি গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ২০১২ সালের আসরে ফাইনালে ক্যারিবীয়দের সঙ্গী ছিল দলটি। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে সেবার ৩৬ রানে হারতে হয় সাঙ্গাকারাদের। তবে আয়োজক রাষ্ট্রের এই অভিশপ্ত সময় নিশ্চয়ই কাটবে, উত্তরের অপেক্ষাটা কতদিনের সেটা সময় বলে দিবে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্বাগতিক রাষ্ট্র ও তাদের ফলাফল

সাল	আসর	দেশ	ফল
২০০৭	প্রথম	দক্ষিণ আফ্রিকা	সুপার এইট
২০০৯	দ্বিতীয়	ইংল্যান্ড	সুপার এইট
২০১০	তৃতীয়	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	সুপার এইট
২০১২	চতুর্থ	শ্রীলঙ্কা	রানার্সআপ
২০১৪	পঞ্চম	বাংলাদেশ	সুপার টেন
২০১৬	ষষ্ঠ	ভারত	সেমিফাইনাল
২০২১	সপ্তম	সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান	গ্রুপ পর্ব
২০২২	অষ্টম	অস্ট্রেলিয়া	সুপার টোয়েলভ
২০২৪	নবম	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র	সুপার এইট

খুলনাস্থ সুন্দরবন স্কেটিং ক্লাবের রোলার স্কেটিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক আবুল হোসেন হাওলাদার

ক্রিকেটে নেই বিশ্বকাপের রোডম্যাপ

● সেকান্দার আলী ●

বিশ্বকাপ উত্তর ও পরবর্তী সময় যে কোনো খেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মতো দেশে ক্রিকেটের জন্য সেটা আরও বেশি। কারণ দলীয় খেলার মধ্যে ক্রিকেটই একমাত্র বিশ্বকাপের মতো বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে খেলে। তাই এ দেশের মানুষের কাছে ক্রিকেট হলো আবেগ। জাতীয় দলের সাফল্য ব্যর্থতার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন সমর্থকরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন তারা। যেমন দেখা গেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ও পরে। বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ দলকে নিয়ে তেমন কোনো প্রত্যাশা ছিল না। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টি-টোয়েন্ট সিরিজ হারের পর হতাশায় নিমজ্জিত ছিল দেশের মানুষ। সেই দলটি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচ জিতে সুপার এইটে উন্নীত হওয়ায় সবাই খুশি ছিল। সেরা আটে ভালো করতে না পারা হতাশ করেছে। বিশেষ করে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল ১২.১ ওভারে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১১৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করার কৌশল এবং পরিকল্পনা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেসব বিষয় মিলিয়ে গেছে অন্য ইস্যু সামনে আসায়। তাসকিন ইস্যু নিয়ে মিডিয়া কয়েকদিন সরব থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কোটা বাতিল আন্দোলন, শিক্ষকদের পেনশন ব্যবস্থা নিয়ে কর্ম বিরতি ও সর্বপরি পিএসএসির প্রশ্ন ফাঁসে একটি চক্রের আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ঘটনা আড়াল করে দিয়েছে ক্রিকেটের ব্যর্থতা। তাই বিশ্বকাপ পরবর্তী কোনো দিকে দেশের ক্রিকেট সেই ফোকাসটা নড়ে গেছে। বিসিবি থেকে এখন পর্যন্ত নতুন কোনো পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়নি। দলীয় খেলার জন্য বিশ্বকাপ আলটিমেট টার্গেট বা চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রক্রিয়াগত দিক দিয়ে বিশ্বকাপ কেন্দ্রিক হতে পারেনি বাংলাদেশের ক্রিকেট। দেশের ক্রিকেট নীতি নির্ধারকদের দূরদৃষ্টিতায় বিশ্বকাপ থাকে কম। বিশ্বকাপ আসে বিশ্বকাপ যায় বাংলাদেশ দল অংশগ্রহণ করে, ব্যর্থ হলে হইচই, নিজেদের পরিচালক দিয়ে মূল্যায়ন কমিটি গঠন, একটি রিপোর্ট সভাপতির কাছে হস্তান্তর এবং সেই রিপোর্ট চিরতরে ধামাচাপা দেওয়ার সংস্কৃতি দেশে। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ঠিক তাই হয়েছে। যে তিনজন পরিচালক এনায়েতুর রহমান সিরাজ, মাহবুবুল আনাম, আকরাম খান ও পদাধিকার বলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ছিলেন বিশ্বকাপ সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, রিপোর্ট তৈরিতে- তারাই কেবল জানেন মূল্যায়ন রিপোর্টে কি আছে। কারণ পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থিত পরিচালকদের ফাইলে রিপোর্ট দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। বিতর্ক বা যে কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে এটা করা হয়ে থাকতে পারে। রিপোর্ট পেশ না করা হলেও টি-টোয়েন্ট বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে হেড অব ডেলিগেট বা টিম লিডার রাখেনি। অর্থাৎ পরিচালকদের কাউকেই বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত রাখেনি ক্রিকেট বোর্ড। পরিচালকরা বিশ্বকাপ ভেন্যুতে গেলেও দলের সঙ্গে ছিলেন না। এ থেকে অনুমান করা যায়, ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল্যায়ন রিপোর্টের পরই দেশের ক্রিকেটের নীতিনির্ধারকরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন সাংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে, ম্যানেজার রাবীদ ইমাম ও অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর তিনি ক্ষতিয়ে দেখবেন কোথাও কোনো দুর্বলতা ছিল কি না। কিছু থেকে থাকলে সেগুলোর সমাধানের উদ্যোগ নেবেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরের আসর ২০২৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়। একটি শক্তিশালী দল গোছাতে দেড় বছরের মতো সময় পাবে বিসিবি। সম্পূর্ণ নতুন একটি দল গড়ে তোলার জন্য ১৮ মাস যথেষ্ট সময় নয়। এক্ষেত্রে জাতীয় দল ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ, গেম ডেভলপমেন্ট বিভাগের পরামর্শ বা সহযোগিতা নিতে পারে। কারণ প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর একটি নতুন অনূর্ধ্ব-১৯ দল গড়তে হয় গেম ডেভলপমেন্টকে। যুবারা বিশ্বকাপে ভালোও খেলে। ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগকে তারাই কেবল সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিতে পারবে। কথা হচ্ছে গেম ডেভলপমেন্টের পরামর্শ ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ নেবে কিনা। টি-টোয়েন্ট বিশ্বকাপ নিয়ে সামনে হয়তো তেমন কোনো কথা হবে না। বিসিবি থেকেও পরিষ্কার কোনো ধারণা বা পরিকল্পনার কথা জানা যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি। সবকিছুকে গোপনীয় মোড়কে মুড়ে রাখতে পছন্দ করে তারা। তবে সম্প্রতি ক্রিকেটীয় কিছু কার্যক্রম আশা জাগানিয়া। বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) দলের অস্ট্রেলিয়া সফরে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের খেলোয়াড়ের বাইরে সিনিয়রদের রাখা হচ্ছে। এইচপির ডারউইন সফরে জাতীয় দলের ক্রিকেটার নেওয়া হয়েছে অনেক। শামিম হোসেন পাটোয়ারি, পারভেজ হোসেন ইমন, আফিফ হোসেন, তানজিদ হাসান তামিম, আলিস ইসলাম, আবু হায়দার রনিকে নেওয়া হয়েছে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। অর্থাৎ ওয়ানডে এবং টি- টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়েছেন তারা। বাংলাদেশ এ দলের পাকিস্তান সফরে রাখা হতে পারে এই ক্রিকেটারদের। একইভাবে বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ও পেসার মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধকে এইচপির তিন সংস্করণের দলে নেওয়া হয়েছে। এ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার ভবিষ্যৎ দল মাথায় রেখে এইচপিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা। বাংলাদেশ 'এ' দলের পাকিস্তান সফর, দেশে নিউজিল্যান্ড এ দলের বিপক্ষে হোম সিরিজেও খেলবেন জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। ইতোমধ্যে যারা জাতীয় দলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে ছিটকে গেছেন ছন্দে না থাকায়। ম্যাচ খেলার পাশাপাশি এই ক্রিকেটারদের নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া বেশি প্রয়োজন মনে করেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। কারণ ব্যাটার বা বোলারের সমস্যা নিরূপণ করে পাকাপাকি তার সমাধান না হলে পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা সম্ভব নয়। লিটন কুমার দাস, নাজমুল হোসেন শান্তদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়। তানজিম হাসান তামিম জাতীয় দলে খেলেন এশিয়া কাপ দিয়ে। জাতীয় দলের এ ওপেনার টানা দুটো বিশ্বকাপ খেললেও প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। চন্ডিকা হাথুরুসিংহে যে সৌম্য সরকারকে নিয়ে জাতীয় দলে স্থায়ী করার জন্য চেষ্টা করছেন তিনিও পারফরম্যান্স দিতে পারছেন না। ফলে বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং ব্যর্থতা ধারাবাহিক রূপ নিয়েছে। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মাশরাফি বিন মুর্তজার মতো ধারাবাহিক ক্রিকেটার থাকায়, ইমরুল কায়েস, শফিউল ইসলাম, রুবেল হোসেনরা মাঝে মধ্যে ভালো খেলায় বিশ্ব ক্রিকেটের দ্বিপক্ষীয় সিরিজে বড় কিছু সাফল্য পেয়ে গেছে বাংলাদেশ। দেশের মাটিতে নিজেদের মতো করে কন্ডিশন তৈরি করে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জেতার বছরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশের। মাহমুদউল্লাহর নেতৃত্বে খেলা ২০২১ সালের বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত

হওয়া নিয়ে শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল দল। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হতে পারলেও মূল পর্বে ম্যাচ জেতা জিততে পারেনি। বরং ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের কাছে বাজে হার সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

ওয়ানডে বিশ্বকাপ বিবেচনায় নেওয়া হলে ২০০৭, ২০১৫ এবং ২০১৯ সালে সেরা ছিল। যদিও ম্যাচ জয়ের দিক দিয়ে তিনের বেশি সাফল্য নেই একটিতেও। ২০১৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ একদিনের ক্রিকেটেও বাংলাদেশের সেরা সাফল্য সেরা আটে খেলা। সেটা কখনও লিগ ফর্মেটে ছিল, কখনও কোয়ার্টার ফাইনালের নিয়মে। ২০১৫ বিশ্বকাপ পরবর্তীতে বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের আর্বিভাব ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে। ভারত, পাকিস্তানের মতো দলের বিপক্ষে দেশের মাটিতে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। রাসেল ডমিঙ্গোর সময়ে নিউজিল্যান্ডে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে সিরিজ জয় বড় সাফল্য। বিদেশের মাটিতে পাওয়া এই সাফল্যগুলোও ধারাবাহিকভাবে আসেনি। হঠাৎ বৃষ্টির মতো হঠাৎ পাওয়া সাফল্য বলা যায়।

দ্বিপক্ষীয় সিরিজের অর্জনগুলো নিয়ে খুশি থাকায় বিশ্বকাপ কেন্দ্রিক পরিকল্পনা সেভাবে নেওয়া হয়নি। যদিও ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের পরই সাকিব আল হাসান বার বার বিষয়টি নোটিশ করেছেন মিডিয়াতে কথা বলার সময়। অথচ বিসিবি থেকে একবারও বিশ্বকাপের রোডম্যাপ প্রকাশ করা হয়নি। ২০০৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের সাফল্যের পেছনে ছিলেন পঞ্চপাণ্ডব। অথচ তারা জাতীয় দলে থাকাতে থাকতে বিকল্প ক্রিকেটার গড়ে তোলায় সেভাবে সাফল্য আসেনি। যেটা বাংলাদেশের ক্রিকেটকে তিমিরেই রেখে দিয়েছে। সমর্থকরা খুশি না হলেও বিসিবি কর্মকর্তারা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরফরম্যান্স নিয়ে খুশি। গ্রুপ পর্বে তিনটি ম্যাচ জেতায় সেরা বিশ্বকাপ বলা হচ্ছে। অথচ তারা একবারও ভেবে দেখেন না ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রেকর্ড ২০ দলের। দল বৃদ্ধিতে গ্রুপ পর্বে চারটি করে ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়েছে। নেপালের মতো দলকে পাওয়ায় জয় তিনে উন্নীত হয়েছে। তবে নবাগত যুক্তরাষ্ট্র বা আফগানিস্তানের সঙ্গে তুলনা করা হলে বাংলাদেশ দলের জন্য তিন ম্যাচ জয় কোনো সাফল্যই নয়। ৯টি বিশ্বকাপ টেনেটুনে পাড় করা বাংলাদেশ দশমে ভালো করতে পারবে এখন থেকে বিশ্বকাপের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলে। জাতীয় দলের বাইরে এইচপি, এ দলকে বেশি বেশি ম্যাচ খেলতে হবে। এতে করে যেটা হতে পারে বিকল্প ক্রিকেটারদের সঙ্গে জাতীয় দলের সেরা ১৫ জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। জাতীয় দল নির্বাচকরাও দল গড়ার ক্ষেত্রে ২০ জনের জায়গায় ৪০ জনের পুল পাবেন। দেশের ক্রিকেটের নীতি নির্ধারকরা এই বিষয়টি মাথা নিলে বিশ্বকাপে ব্যাক বেঞ্চার হয়ে থাকতে হবে না বাংলাদেশকে।

আসামকে হারিয়ে হ্যান্ডবল সিরিজ জিতল ঢাকা

ঢাকা-আসাম হ্যান্ডবল সিরিজের শিরোপা জিতেছে ঢাকা হ্যান্ডবল দল। পুরুষ ও নারী দুই বিভাগেই ঢাকার ক্লাবটি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। পুরুষ বিভাগে ঢাকা হ্যান্ডবল দল ৪-০ ব্যবধানে এবং নারী বিভাগও ঢাকা হ্যান্ডবল দল ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় করে। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন ও ভারতের আসাম রাজ্য হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ঢাকা-আসাম হ্যান্ডবল সিরিজ (পুরুষ ও নারী)-২০২৪' এর সমাপনী অনুষ্ঠান ২ জুলাই রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি ও আসাম হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অমল নারায়ণ পাটোয়ারী। পুরুষ বিভাগে আসাম দলের রুমান এবং বাংলাদেশ দলের তৌফিক মাহমুদুর রহমান সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

● মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা

● মো. জোবায়ের হোসেন ●

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন ডিফেন্ডার আখি খাতুন। নারী ফুটবলে অনেক সাফল্যের কারিগর আখি। সেই আখি বেড়ে উঠেছেন সিরাজগঞ্জে। পুরুষ ফুটবল দলের অন্যতম ফরোয়ার্ড ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। তারও হাতেখড়ি সিরাজগঞ্জে। মাসুমপুর ক্রীড়া চক্র ফুটবল একাডেমি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একাডেমি থেকেই ফাহিমের ফুটবল যাত্রা। সময়ের ব্যবধানে ফাহিম এখন জাতীয় দলে নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড। মাসুমপুর ফুটবল একাডেমির কোচ রেজাউল করিম খোকন তাই বেশ তৃপ্ত, 'আমাদের ফাহিম এখন দেশের বড় সম্পদ। এটা বেশ গর্বের এবং ফাহিমের শুরুটা আমার মাধ্যমে এজন্য আমিও তৃপ্ত বোধ করি।' রেজাউল করিম খোকন সাবেক ফুটবলার। অবসর যাওয়ার পর থেকে ফুটবলার তৈরিই যেন তার নেশা। মাসুমপুর ফুটবল একাডেমির ফুটবলারদের প্রতিদিন সকালে ট্রেনিং করান। কাকডাকা ভোর সকাল ছয়টা থেকে শুরু হয় অনুশীলন। ঘুম ত্যাগ করে বিনা পয়সায় শিশু-কিশোরদের ফুটবল শেখান। এতেই তাঁর আনন্দ, 'আমি কোনো অর্থ নেই না। মনের আনন্দে ও ফুটবলের উন্নয়নেই ফুটবল শেখাই।' খোকনের ফুটবলের তালিম নিয়ে অনেকেই জাতীয় পর্যায়ে খেলছেন। ফুটবলের মাধ্যমে পরিবারে স্বচ্ছলতা এনেছেন। এটা যেন খোকনের আরেক সুখ, 'আমাদের এই একাডেমি থেকে এখন ফুটবলার প্রিমিয়ার লিগ, প্রথম বিভাগ নানা পর্যায়ে খেলছে আবার বিকেএসপিতেও আছে। লিগ খেলার মাধ্যমে তারা আয় করছে সেই আয় দিয়ে তাদের পরিবারও চলছে। একটি পরিবারের হাসি ফোটানোর পেছনে কিছুটা অবদান রাখতে পারাটাও অনেক তৃপ্তির। ' মাসুমপুর ক্রীড়া চক্রের জন্ম কয়েক যুগ আগে। সিরাজগঞ্জের অনেক খেলায় এ ক্লাব অংশগ্রহণ করে। খোকনের উদ্যোগে এই ক্লাবের নামেই আলাদা ফুটবল একাডেমি হয়েছে। ২০১২ সালে এই একাডেমি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ২০২১ সালের দিকে বাফুফের অনুমোদন পায়। খোকন বাফুফের গ্রাসরুট কোচিং সনদ রয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলা দলের প্রধান কোচ খোকন। তিনি শুধু ফুটবলার, কোচই নন রেফারিং করেছেন। জাতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েক বছর রেফারিং করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড ফয়সাল আহমেদ ফাহিমও সিরাজগঞ্জের ফুটবলে খোকনকে অবদান দিলেন। খোকন সম্পর্কে ফাহিম বলেন, 'আসলে তিনি সিরাজগঞ্জের ফুটবলে নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর মাধ্যমে অনেকেই সিরাজগঞ্জ থেকে ফুটবলে উঠে আসছে। নিঃস্বার্থভাবে সিরাজগঞ্জ ও ফুটবলের জন্য কাজ করছেন।' বাংলাদেশের ক্লাব সংস্কৃতি এখন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। সিরাজগঞ্জে সেই সংস্কৃতি অনেকটা টিকিয়ে রাখছে। মাসুমপুরের চেয়েও সিরাজগঞ্জের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব রহমতগঞ্জ ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন সিরাজগঞ্জ। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা সহ সকল খেলাতেই অংশগ্রহণ করে। এই ক্লাবের বর্তমান সভাপতি গোলাম মোস্তফা সোহাগ। যিনি নিজেও ক্রিকেটার ছিলেন। গত কয়েক বছর সিরাজগঞ্জ ক্রীড়াঙ্গনে আলোচনায় এসেছে 'এসপিএল' আয়োজন করে। সিরাজগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের

সিরাজগঞ্জ

মাঠকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছিল। দৃষ্টিনন্দন সেই মাঠ দেখে যে কেউ বলবে ইংল্যান্ডের লর্ডস নাকি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন। সিরাজগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম উদ্যোক্তা গোলাম মোস্তফা সোহাগ। তিনি এই আয়োজন সম্পর্কে বলেন, 'একটা ভিন্নধর্মী ভাবনা নিয়ে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। বেশ সফলতাবেই এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখছি। জাতীয় দলের বাইরে থাকা দেশের শীর্ষ ক্রিকেটাররাও এখানে অংশগ্রহণ করে।' গোলাম মোস্তফা সোহাগ গত বিশ সিরাজগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে কাজ করছেন। মূলত ক্রিকেট নিয়ে কাজ করলেও অন্য খেলাধুলাতেও তার অবদান রয়েছেন। জাতীয় দাবাড়ু ফিদে মাস্টার নাইম হক সিরাজগঞ্জে মোস্তফা সোহাগের অবদান ও নিবেদন সম্পর্কে বলেন, 'সিরাজগঞ্জ দাবা লিগে গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব ও আরও অনেক শীর্ষ দাবাড়ুরা খেলেছেন। এটা সোহাগ ভাইয়ের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। তিনি দাবা সহ প্রায় সকল খেলাতেই আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতায় সহায়তা করে থাকেন।' সাবেক ক্রিকেটার সোহাগ এখন ব্যবসায়ী। ব্যবসার চেয়ে সিরাজগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে তাঁর ভাবনা ও উদ্যোগ অনেক, 'সিরাজগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। আমাদের হাবিবুর রহমান সোহান জাতীয় দলে ঢোকার পথে। এ রকম আরও অনেক ক্রিকেটার ও ক্রীড়াবিদ জাতীয় দলে খেলুক সেটাই আমার স্বপ্ন।' বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে জেলা পর্যায়ে খেলা মূলত পরিচালিত হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে। সিরাজগঞ্জের জেলা ক্রীড়া সংস্থায় নির্বাচিত কমিটি নেই বছর তিনেক। তাই জেলা ক্রীড়াঙ্গনের কর্মকাণ্ড খানিকটা স্থবির। খেলাধুলার সক্রিয়তা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচিত কমিটি চান সোহাগ, 'নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব পেলে ক্রীড়াঙ্গনের গতিশীলতা বাড়বে।' রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী জেলা হলেও ক্রীড়া অবকাঠামোতে তেমন উন্নত নয় সিরাজগঞ্জ। দীর্ঘদিন পর স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুম সংস্কার হয়েছে। জেলার ক্রীড়া উন্নয়নে সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব ও সাইক্লিং ফেডারেশনের সভাপতি কবির বিন আনোয়ারের কাছ থেকে সহায়তা পান সোহাগ, 'সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব নিজ জেলা সিরাজগঞ্জের খেলাধুলার ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক। খেলাধুলা আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা যে কোনো বিষয়ে তিনি সহায়তা করার চেষ্টা করেন। সিরাজগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম ভরসাও তিনি।'

রেজাউল করিম খোকন

গোলাম মোস্তফা সোহাগ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com